ব্যবহারিক শিল্প শিক্ষা পদ্ধতি

(চিত্র বিদ্যা ও ভাস্কর্য্য)

শ্রী ভূনাথ মুখোপাধ্যায়

(চিত্রশিল্পী ও ভাস্কর)

ডিপ রয়্যাল একাডেমি অব্ আর্ট্স

লন্ডন

ব্যবহারিক শিল্প শিক্ষা পদ্ধতি (চিত্র বিদ্যা ও ভাস্কর্য্য)

ব্যবহারিক শিল্প শিক্ষা পদ্ধতি

(চিত্রবিদ্যা ও ভাস্কর্য্য)

শ্রী ভূনাথ মুখোপাধ্যায়
(চিত্রশিল্পী ও ভাস্কর)
ডিপ রয়্যাল একাডেমী অব্ আর্টস
লন্ডন

প্রকাশক—
অলয় মুখোপাধ্যায়
৭৬/এস, ইউনিক পার্ক,
বেহালা, কলিকাতা-৩৪

মুদ্রণ—বলরাম মুদ্রণালয়
৪/২, গোপাল মিশ্র রোড, বেহালা,
কলিকাতা-৩৪

প্রাপ্তিস্থান—অলয় মুখোপাধ্যায়
৭৬/এস, ইউনিক পার্ক, পোষ্ট-বেহালা,
কলিকাতা-৩৪

মূল্য—২৫ টাকা

গ্রন্থকারের নিবেদন—

অখণ্ড মানব সভ্যতা ও সংস্কৃতিকে সার্থকতার পথে পরিচালনার ক্ষেত্রে শিল্পকলা ও ভাস্কর্য্য স্মরনাতীত কাল থেকেই গতিশীল। দেশে ও বিদেশে দীর্ঘ ৮০ বৎসরকাল শিল্প ও ভাস্কর্য্য সাধনায় বুঝিয়াছি যে আমাদের দেশে এখনও শিল্পকলা ও ভাস্কর্য্য যথাযথ মর্য্যাদা লাভ করে নাই। শিল্প ভাস্কর্য্য সাধনার রূপে চির ছাত্র অবনীন্দ্র নাথ ঠাকুর, নন্দলাল বসু, মকুল দে, অতুল বসু, গোপেশ্বর পাল, দেবীপ্রসাদ রায়চৌধুরী প্রমুখ প্রথিত যশা শিল্পী ভাস্করদের নিকট হইতে যে শিক্ষা ও অনুপ্রেরণা লাভ করিয়াছি তাহাকে পাথেয় করিয়া আজও ৮৮ বৎসর বয়সেও অনলস ভাবে শিল্প সাধনা করিয়া চলিয়াছি।

আমাদের দেশে বহু ছাত্র ছাত্রী বিভিন্ন ঐতিহ্যবাহী শিল্প শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিল্প ভাস্কর্য্য শিক্ষা করে। বর্তমানে শিল্প-কলার গুরুত্ব দ্রুত বৃদ্ধি পাইতেছে এবং সমাজে বিজ্ঞান চর্চ্চা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে বিজ্ঞানের সহায়তার প্রয়োজনে শিল্পকলার গুরুত্ব দ্রুত জনপ্রিয়তা লাভ করিতেছে। এই বিশাল শিল্পপ্রেমী শিক্ষার্থীদের সাহায্য করার মত শিল্প শিক্ষা প্রতিষ্ঠান আমাদের দেশে এখনও অপ্রতুল।

এজন্য জন সমাজের মধ্যে শিল্প ভাস্কর্য্যের চর্চ্চা এবং সাধনাকে উৎসাহ দানের জন্য সহজ ভাষায় এই ব্যবহারিক শিল্প শিক্ষা গ্রন্থটি রচনা করিতে ব্রতী হইয়াছি। বালক বালিকা ও যুব সমাজের শিল্প ভাস্কর্য্য চর্চ্চার সাহায্যার্থে এই গ্রন্থটি সহায়ক হইবে। শিল্প প্রতিষ্ঠানে শিক্ষারত ছাত্র ছাত্রীদের কাজেও এই গ্রন্থ সহায়ক হইবে মনে করি।

শিল্প রসিক ও শিল্প সমালোচকগণ এই গ্রন্থ পাঠের মাধ্যমে শিল্প ভাস্কর্য্য সাধনার ব্যবহারিক পদ্ধতি সম্বন্ধে অবহিত হইতে পারিবেন।

বিভিন্ন প্রকার শিল্প ও তাহার বিভিন্ন পদ্ধতি সম্বন্ধে শিক্ষার্থীরা যদি কিছু মাত্র উপকৃত হয় তবেই আমার শ্রম সার্থক বলিয়া মনে করি।

এ বিষয়ে ৺ডঃ বীরেন রায়, ৺বাণী রায়, কল্যাণ গঙ্গোপাধ্যায়, সোমনাথ চট্টোপাধ্যায়, ডঃ শিশির বসু, চিত্ততোষ মুখোপাধ্যায়, কাশীকান্ত মৈত্র, ডঃ শ্যামচাঁদ মুখোপাধ্যায়, শচীকান্ত হাজারী, স্বামী মৃগানন্দ, দেবপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়ের আন্তরিক উৎসাহে এই গ্রন্থটি রচনায় ব্রতী হইয়াছি।

এই পুস্তক প্রকাশ সম্বভ হয় আমার একমাত্র পুত্র অলয় মুখোপাধ্যায়ের আপ্রাণ চেষ্টায়।

এই গ্রন্থের অনিচ্ছাকৃত দোশ ত্রুটি মুক্তির জন্য পাঠক পাঠিকা বৃন্দের নিকট সানুনয় সহযোগিতা ভিক্ষা করি।

তাং—১২-১০-৯৬

ভবদীয়
গ্রন্থাগার
শ্রী ভূনাথ মুখোপাধ্যায়

লেখক পরিচিতি

শিল্পী ও ভাস্কর—ভূনাথ মুখোপাধ্যায়ের জন্ম ১৯০৯ খ্রীষ্টাব্দের ১১ই মার্চ নদীয়ার শান্তিপুরে। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে প্রথম বিভাগে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া (১৯৩০) নদীয়া জেলা বোর্ডের মাসিক ১২ টাকা বৃত্তির সাহায্যে কলিকাতায় সরকারী চারুকলা বিদ্যালয়ে ছয় বছরের শিক্ষাক্রম পাঁচ বছরে সমাপ্ত করেন, বিদ্যালয় জীবন হইতেই অঙ্কন, মূর্তি নির্মান, কাব্য সাহিত্য চর্চা, আবৃত্তি, অভিনয়, সঙ্গীত সাধনা ও সমাজ সেবার সহিত তিনি যুক্ত ছিলেন। শিল্প কলার ক্ষেত্রে অবনীন্দ্র নাথ ঠাকুর, নন্দ লাল বসু, মুকুল দে, ভাস্কর্য্যে গোপেশ্বর পাল, দেবী প্রসাদ রায় চৌধুরী ছিলেন তাঁহার শিক্ষক। কবি করুণানিধান ও কুমুদ রঞ্জন মল্লিক মহাশয় তাঁহাকে কাব্য চর্চায় বিশেষ উৎসাহ দেন। দিলীপ কুমার রায় ও দুর্লভ চন্দ্র ভট্টাচার্য্য ছিলেন তাঁহার যথাক্রমে কন্ঠ ও যন্ত্র সঙ্গীতের শিক্ষক।

১৯৩৫ খ্রীষ্টাব্দে ভূনাথ বাবু ভারত সরকারের খনি বিভাগে নিরাপত্তা মূলক চিত্র অঙ্কন কার্যে যুক্ত হন। পরে কলিকাতার কেশব একাডেমীতে শিল্প শিক্ষক রূপে কর্মরত ছিলেন। এই সময় সরকারী অর্থানকুল্যে কলিকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয়ের আর্ট এপ্রিসিয়েশন কোর্স সাফল্যের সহিত সমাপ্ত করেন। মহারাজা প্রদ্যোৎ কুমার ঠাকুর, অর্ধেন্দ্র কুমার গঙ্গোপাধ্যায়, স্ট্রেলা ক্র্যামরিশ ছিলেন তাঁহার শিক্ষক। ভারতবর্ষে শিল্প সাধনা কালে তিনি রবীন্দ্রনাথ, গান্ধীজি, আচার্য্য প্রফুল্ল চন্দ্র, সুভাষ চন্দ্র, রাজেন্দ্র প্রসাদ, পণ্ডিত জহরলাল নেহেরু প্রভৃতি বিদগ্ধ মনীষিগণের আন্তরিক সহানুভুতি লাভ করেন। পাশ্চাত্য চিত্রকলা, ভারতীয় চিত্রকলা, বাণিজ্য চিত্র, প্রাকৃতিক চিত্র, নক্সা তৈলচিত্র, জল রং, চক, কাঠ কয়লা, পেন্সিল প্রভৃতি পদ্ধতিতে তাঁর শিল্প সাধনা চলিতে থাকে। মাটি, কাঠ, পাথর, মোম, প্লাস্টার প্রভৃতির সাহায্যে ভাস্কর্য্য সাধনা চলিতে থাকে।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের গুরুপ্রসন্ন ঘোষ বৃত্তির সাহায্যে ভূনাথ বাবু লণ্ডনের রয়াল একাডেমি অব আর্টসে শিল্প গবেষণা কাজ সাফল্যের সহিত সমাপ্ত করেন (১৯৫২-৫৪ খ্রীঃ)। লন্ডনে থাকার সময়ে ফ্রান্স, ইটালী, সুইজারল্যাণ্ড প্রভৃতি দেশের চিত্রশালা গুলি তিনি ভ্রমণ করেন এবং লণ্ডনে **B. B. C.** হইতে তাঁহার বেতার ভাষণ প্রচারিত হয়। **(17-4-1954)** পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভা, মহাজাতি সদন, কলিকাতা হাইকোর্ট, ভারতসভা, বীরেন রায় চিত্রশালা, অহীন্দ্র চৌধুরী চিত্রশালা, সুলেখা ওয়ার্কস লিঃ, বালানন্দ ব্রহ্মচারী আশ্রম দেওঘর প্রভৃতি স্থানে ভূনাথ বাবুর চিত্র ও ভাস্কর্য্য কার্য সযত্নে রক্ষিত আছে। ইহা ভিন্ন ব্রহ্মদেশ, নিউজিল্যাণ্ড, ইউরোপ ও আফ্রিকায় বিভিন্ন দেশে তাহার শিল্প কর্ম রক্ষিত আছে। চীনা শিল্পী যুপির ও জাপানী শিল্পী খুসু নসুর সহিত ছিল তাঁহার ঘনিষ্ঠ পরিচয়।

1936 খ্রষ্টাব্দে ভারতের তৎকালীন ভাইসরয় লর্ড উইলিংডনের নিকট হইতে ভূনাথ বাবু আশুতোষ মুখোপাধ্যায় বৃত্তি (৫০ টাকা) লাভ করেন। শান্তিনিকেতনে রথীন্দ্রনাথ ঠাকুরের নিকট হইতে ভূনাথ বাবু উদ্যান বিদ্যায় ব্যবহারিক শিক্ষালাভ করেন। **1937** খ্রীঃ ব্রহ্মদেশে ভূনাথ বাবুর চিত্র প্রদর্শনী উচ্চ প্রশংসা লাভ করে। **1939** খ্রীঃ মেগাফোন কোম্পানী ভূনাথ বাবুর লেখা গান রেকর্ড করে **(JNG. 5042)**।

ভূনাথ বাবু রবীন্দ্রনাথ, গান্ধীজি, আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র, সুভাষ চন্দ্র, জহরলাল নেহেরু, রাজেন্দ্র প্রসাদ' রাধাকৃষ্ণন, চৌ-এন-লাই, দালাই লামা, সীমান্ত গান্ধী, আব্দুল গফুর খাঁ, বিনোবাভাবে, সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায়, সত্যেন বসু রমেশচন্দ্র মজুমদার, স্বামী বিদ্যারণ্য, ফয়েজ খাঁ, ওংকার নাথ ঠাকুর, হেমন্ত মুখোপাধ্যায়, তেনজিং সাভারকর, শ্যামাপ্রসাদ, বিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায়, অহীন্দ্র চৌধুরী, মুজাফফর আমেদ, তারাশংকর বন্দ্যোপাধ্যায়, বলাই চাঁদ মুখোপাধ্যায়, জ্যোতি বসু প্রমুখ বিশিষ্ঠ লব্ধ প্রতিষ্ঠ বহু শতাধিক ব্যক্তিবর্গের চিত্র অংকন করেন যাহা তাঁহাদের স্বাক্ষরযুক্ত।

ডঃ শ্যামাচাঁদ মুখোপাধ্যায় (সহঃ অধিকর্ত্তা প্রত্নতত্ত্ব বিভাগ পশ্চিমবঙ্গ), শচীকান্ত হাজারী (বিচারপতী কলিকাতা হাইকোর্ট), ডি, এন, মুখার্জী (প্রাক্তন অধিকর্তা শিল্প পশ্চিমবঙ্গ) প্রভৃতি ব্যক্তিগণ ছিলেন ভূনাথ বাবুর ছাত্র। দীর্ঘদিন হইতেই বিভিন্ন পত্র পত্রিকায় ভূনাথ বাবুর রচিত প্রবন্ধ ও কবিতা প্রকাশিত হইতেছে। কলিকাতা দূরদর্শনে তাঁহার সাক্ষাৎকার প্রচারিত হয়। **28-10-1989** ও **30-10-1995** তারিখে **autographed sketches of intellectuals** কাব্যতরঙ্গ, শিল্প প্রবন্ধাবলী ও ব্যবহারিক চিত্রবিদ্যা গ্রন্থগুলির প্রণেতা ভূনাথবাবু। প্রতিকৃতি চিত্রে মানবদেহের উপর মনস্তাত্তিক প্রভাব সম্বন্ধে তাঁর শিল্প গবেষণা।

২৮-১০-৯৬ তারিখে তাঁর মৃত্যু হয়।

চিত্রবিদ্যা শিক্ষা (ব্যবহারিক)

প্রথম ভাগ

পৃষ্ঠা

সূচনা—শিশুর শিল্প শিক্ষায় শিক্ষকের ভূমিকা

১। রঙিন কাগজ দিয়ে **Composition** ১

২। মন থেকে ছবি আঁকা—ইচ্ছামত পেন্সিল, নদী, ঘর, বন, ফুল, পাতা। ২

৩। বর্ণের পরিচিতি ৩

দ্বিতীয় ভাগ

১। শিশুচিত্রে **Composition** ৪

২। শিশুদের বিভিন্ন প্রকার চিত্র অংকন পদ্ধতি শিক্ষা ৫
রঙিন পেন্সিল, প্যাস্টেল, জল রং, তেল রং।

৩। শিশুদের বসে আঁকা প্রতিযোগিতা ৮

প্রথম বর্ষ

১। শিল্প শিক্ষায় প্রাথমিক জ্যামিতির জ্ঞান ১১

২। **Copy Drawing**—ছবি দেখে নকল করা ১৩

৩। পেন্সিল রেখাচিত্র - সহজ **Still Life** ১৩

৪। উপকরণ - পেন্সিল, চক-চারকোল, প্যাস্টেল, কালিকলম, ড্রইংবোর্ড, স্কেচ বুক। ১৫

দ্বিতীয় বর্ষ

১। পেন্সিল রেখাচিত্রে আলোছায়ার ব্যবহার (ড্রইং) ১৯

২। **Composition—(Palm Line)** ২১

৩। জ্যামিতিক বস্তু অংকন—পেন্সিল চিত্র-রং ২৩
দ্বিমাত্রিক, ত্রিমাত্রিক, ঘন, বিভিন্ন যন্ত্রপাতি অংকন।

৪। **Out Door Study** ২৫

তৃতীয় বর্ষ

১। প্রাকৃতিক দৃশ্য চিত্র—পেন্সিল ও বিভিন্ন রং ২৭
২। জল রং ও পোস্টার রং-এর ব্যবহার ও প্রয়োগ ২৯
৩। বাণিজ্য চিত্র জ্যামিতিক দৃষ্টিভঙ্গি ও সৌন্দর্যতত্ত্ব ৩৫
৪। সীন সাইন বোর্ড ৩৭

চতুর্থ বর্ষ

১। চক-চারকোল, প্যাস্টেল, পেন এণ্ড ইংক ৩৯
২। কারুকার্য শিল্প—**Decorative Art** ৪২
Design Study ক) আল্পনা শিল্প, (খ) কাঁথা, শাল।
৩। **Antque Study** ৪৬

পঞ্চম বর্ষ

১। **Figour (Protrait) Study**-পেন্সিল, ইংক প্রভৃতি ৪৮
২। তৈলচিত্র অঙ্কন পদ্ধতি **(Protrait Study)** ৪৯
৩। পুরাতন তৈলচিত্র সংস্কার পদ্ধতি—ফ্রেম-এর সংস্কার ৫৪
৪। আলোকচিত্র ও সস্ পেন্টিং ৬০

সূচীপত্র ভাস্কর্য্য বিদ্যা

পৃষ্ঠা

১। প্রথম বর্ষ—

মাটীর মূর্তি প্রস্তুত, পাতা, সব্জি, ফুল ও ফল ৬৩

২। দ্বিতীয় বর্ষ—

মাটীর মূর্তি, প্রস্তুত, আসবাবপত্র, বাসন প্রভৃতি ৬৪

৩। তৃতীয় বর্ষ—

মাটীর মূর্তি প্রস্তুত—বিভিন্ন জীবজন্তু, ৬৫
কাষ্ঠ মূর্তি প্রস্তুত।

৪। চতুর্থ বর্ষ—

মাটীর মূর্তি প্রস্তুত—বিভিন্ন ঠাকুরের বিগ্রহ প্রস্তুত ৬৭
প্রণ্ধতি, মানুষের মূর্তি প্রস্তুত পদ্ধতি।

৫। পঞ্চম বর্ষ—

প্লাষ্টার ঢালাই পদ্ধতি, পাথরের মূর্তি প্রস্তুত পদ্ধতি ৭০

পরিশিষ্ট—চিত্রকলা ও ভাস্কর্য্যের জন্য ব্যবহৃত বিভিন্ন প্রকার যন্ত্র।

(চিত্রবিদ্যা শিক্ষা) ব্যবহারিক

প্রথম ভাগ

সূচনা ঃ প্রথম পাঠ শিশুর শিল্প শিক্ষায় শিক্ষকের ভূমিকা ঃ—

তিন থেকে পাঁচ বৎসর বয়সের মধ্যে শিশুদের বিভিন্ন প্রকার ছবি দেখান এবং সঙ্গে সঙ্গে ছবির প্রতি আকর্ষণ বৃদ্ধির ব্যবস্থা করা উচিত। পরে ছয় থেকে বার বৎসর বয়সের মধ্যে চিত্রবিদ্যা শিক্ষার নিয়মসম্মত ব্যবস্থা করা উচিত। যাহাতে শিশুরা বার থেকে ষোল বৎসরের মধ্যে শিল্পী জীবনে প্রবেশের জন্য উপযুক্ত শিক্ষা লাভের পক্ষে যোগ্যতা অর্জনে সক্ষম হয়। এই সময় থেকেই প্রতিভার বিকাশ ঘটে ক্রমে শিশু জাতীয় স্তরে নিজ দক্ষতা প্রমানে সচেষ্ট হয়। সুতরাং এই স্তরের শিল্প শিক্ষায় শিশুর আগ্রহ বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য শিক্ষক সচেষ্ট হইবেন। এজন্য শিক্ষক শিশুর মানসিক গঠন সম্বন্ধে যেমন অবহিত হইবেন তদ্রূপ শিশুর পারিবারিক ও আর্থ সামাজিক পরিবেশ তথা শিশুকে কিভাবে সঠিক পথে পরিচালনা করিতে হইবে সেবিষয়ে সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিবেন। ব্যক্তিভেদে ব্যক্তিগত শিক্ষণ পদ্ধতি পৃথক হইবে। সুতরাং শিক্ষকের দায়িত্ব অসীম।

রঙ্গীন কাগজ দিয়ে COMPOSITION

শিশুদের ছবির প্রতি আকর্ষণ বাড়ে রং এর ব্যবহারে। এজন্য প্রথমেই পেন্সিলে ছবি আঁকা আরম্ভের সঙ্গে সঙ্গে রং এর উপর আকর্ষণ বাড়ান দরকার। আঁকার জন্য রং ব্যবহারের আগে শিশুরা রঙ্গীন কাগজ কেটে কেটে নানা রূপ চিত্র তৈরী করবে। এজন্য প্রথম ছবি দেখে রং চেনার কাজ করতে হবে। ছবিতে যেখানে যে রং এর কাগজ আছে - সেই সেই রং - এর কাগজ নিতে হবে। আসল ছবি থেকে দেখে দেখে বিভিন্ন রং - এর বিষয়গুলির নক্‌শা ঠিক মাপ মত একটি সাদা কাগজে ভাল ভাবে

13

পেন্সিল দিয়ে ড্রইং করতে হবে। এক্ষেত্রে স্কেল দিয়ে ঠিকমত মাপ করতে হবে। পেন্সিল **2B** বা **3B** নং ব্যবহার করা উচিত যাতে সহজে ছবি স্পষ্ট হয়। তারপর খুব সাবধানে কাঁচি ও ছুরি দিয়ে রঙগীন কাগজ গুলিকে ঠিক নক্সা আঁকার মাপমত কেটে নিতে হবে। এজন্য ঐ রঙগীন কাগজে নক্সা অঙ্কন করে নিতে হবে। এর পর ঐ কাগজ খন্ডগুলির পিছন পীঠে আঠা লাগিয়ে মোটা কাগজে মূল ছবি দেখে যে ড্রইং করা হয়েছে তার বিভিন্ন স্থানে নক্সা অনুসারে কাটা বিভিন্ন রঙগীন কাগজ খন্ডগুলি পর পর লাগিয়ে যেতে হবে। পিছনের মোটা কাগজ -টির মাপ আসল ছবির সমান হবে। এক্ষেত্রে বিশেষ সাবধানে চিত্র ক্ষেত্রের (মোটা কাগজ) উপর রঙগীন কাগজ খন্ডগুলিকে আসল ছবির মত লাগাতে হবে এবং দেখতে হবে যেন কোন রঙগীন কাগজ খন্ড যেন উঁচু নীচু না থাকে। এই ভাবে কাজ করতে করতে শিশুরা আনন্দের সঙ্গে রঙগীন ছবি তৈরীর মধ্য দিয়ে চিত্রের **Composition** শিখে যাবে। আর এই জ্ঞান পরে বহু কাজে লাগবে।

প্রথমে সরল নানা রং - এর আলপনা চিত্র বা ফুল, ফল, দেখে রঙগীন ছবি তৈরী করা শিক্ষা করা উচিত। তারপর বিভিন্ন জীবজন্তুর রঙগীন ছবি দেখে তাহা প্রস্তুত করার কাজ করা উচিত। সবশেষে প্রাকিতিক দৃশ্য বা কোন বিষয় চিত্র দেখে তার রঙগীন ছবি প্রস্তুত করা শিক্ষা করা উচিত। তবে এইরূপ ছবি তৈরীর কাজ ভাল ভাবে শিক্ষা করা যাবে।

দ্বিতীয় পাঠ ঃ শিশুদের মন থেকে ছবি আঁকা

শিশুদের মনের অবস্থা রুচি, চাহিদা বোঝার জন্য প্রত্যেক শিশুকে মন থেকে কিছু এঁকে দেখাতে বলা উচিত। যে যা পারে তাই অঙ্কন করে দেখাবে। ইহার মধ্যে দিয়ে শিল্প শিক্ষক সঠিক ভাবে বুঝতে পারবেন কোন শিশুর রুচি চাহিদা বা যোগ্যতা কিরূপ এবং কোন শিশুকে কিভাবে শিক্ষাদান করতে

হবে বস্তুত শিশু মনের চিত্র সংগ্রহ করা হবে শিল্প শিক্ষকের প্রথম কাজ।

শিশুরা নিজের ইচ্ছামত ফুল, ফল, গাছ, পাতা, নক্সা অথবা পাহাড়, সমুদ্র, জীবজন্তু, পাখী প্রভৃতি যা ইচ্ছা তা মন থেকে আঁকতে পারে। এক্ষেত্রে শিশুর ইচ্ছাই তাকে কাজে সাহায্য করে। আবার যদি কেউ প্রাকিতিক দৃশ্য, মানুষের ছবি রথ ও দোলের মেলা বা পূজা পার্ব্বনের ছবি আঁকতে চায় তবে সে সেরকম ছবি আঁকবে। শিশুর কল্পনাই তাকে সঠিক পথে চালিত করে। পরবর্ত্তী জীবনে চিত্র শিল্পী, ভাস্কর, স্থপতি হতে সাহায্য করে। লৌহ শিল্প, মৃৎ শিল্প, স্বর্ণকার প্রভৃতি বিভিন্ন বৃত্তি বা পেশায় আঁকার জ্ঞান বিশেষ সহায়ক হয়।

শিশুরা যখন ছবি আঁকা আরম্ভ করবে তখন প্রথমেই দরকার একখানি কাঠের বা ম্যাসনাইড বোর্ড যার মাপ হবে ১৮ X ১৪ ইঞ্চি। এই বোর্ডের উপর ক্লিপ দিয়ে ছবি আঁকার কাগজটিকে ভাল ভাবে এঁটে নিতে হবে। প্রথমে পেন্সিল দিয়ে আঁকা আরম্ভ করা দরকার। B, 2B বা 3B নম্বরের পেন্সিল ব্যবহার করা দরকার। এর সঙ্গে একটি ভাল রবার, পেন্সিল কাটা ছুরি দরকার। পেন্সিল কাটা ও ধরার কৌশল জানা দরকার। পেন্সিলের শীষ প্রায় ১ ইঞ্চির মত বড় হবে। ইহার মূল সরু ছুঁচের মত করে কাটতে হবে। পেন্সিলের শীষ থেকে দুই ইঞ্চি দূরে হাতের কম্চাপে ধরলে হাল্কা লাইন হবে। প্রথমে হাল্কা লাইনেই ছবির বিভিন্ন অংশের চিত্র আঁকা হবে। পরে শীষের নিকটে পেন্সিল ধরলে মোটা লাইল হবে এবং ছবির কাজের শেষদিকে মোটা লাইন ব্যবহার হবে। হাতের চাপ কম বেশীর উপর রেখা সরু মোটা হবে। শিশুরা কোন জিনিসের রং দেখে বা নিজ মনমত রং করতে পার দেখবে যাতে লোকে বলে ছবি ভাল হয়েছে।

বর্ণের পরিচিতি

১) সাদা ২) হলুদ ৩) পিঙ্ক ৪) সবুজ

15

৫) কমলা ৬) লাল ৭) নীল ৮) কাল
৯) ফিকে সবুজ ১০) ফিকে নীল ১১) গোলাপী
১২) খয়েরী ১৩) নেভী ব্লু ১৪) বট্‌ল গ্রীন

তেল রং পোষ্টার রং ও প্যাস্টেল রং এর ক্ষেত্রে সাধারনতঃ সকল রংই গাড় থাকে ইহার সহিত সাদা রং মিশাইলে যে কোন রংই ফিকে হইয়া যায়। যেন লালের সহিত সাদা মিশাইলে গোলাপী বা ফিকে লাল। এই রূপেতে সাদা যুক্ত হলে সবুজ ফিকে সবুজ ও নীল ফিকে নীল হয়। আবার লাল ও কাল রং মিলিয়া খয়েরী রং, নীল ও কাল মিশিয়া নেভী ব্লু কাল ও সবুজ মিশিয়া বট্‌ল গ্রীন রং-এ পরিনত হয়।

শিশুচিত্রে COMPOSITION

দ্বিতীয় ভাগ

এখন শিশুদের ছবি আঁকায় উৎসাহ বৃদ্ধির জন্য বসে আঁক প্রতিযোগিতার গুরুত্ব সবচেয়ে বেশী। এই প্রতিযোগিতায় পুরস্কার পেতে হলে ভাল ছবি অবশ্যই আঁকতে হবে। এজন্য শিশুদের ছবির **Composition** জ্ঞান থাকা দরকার। আর এক্ষেত্রে কিছু জ্যামিতির জ্ঞানও দরকার। যেমন সরলরেখা বক্র রেখা , বিন্দু, বৃত্ত , ত্রিভুজ চতুর্ভুজ প্রভৃতি। ড্রইং বা রং এর কাজের জন্যেও এই রূপ জ্যামিতির জ্ঞান বিশেষ প্রয়োজন।

শিশুর শিল্প শিক্ষা আরম্ভের প্রথমে তারা যেমন মন থেকে নানা জিনিস অঙ্কন করবে এবং ছবি আঁকায় আগ্রহ যত বাড়বে তখনই তাদের প্রথাগত **Traditional** ছবি আঁকার চেষ্টা আরম্ভ করতে হবে, যাতে তারা ভবিষ্যতে আন্তর্জাতিক শিল্প কলার সাধনায় অংশগ্রহণ করতে পারে। শিশুর অঙ্কন শিক্ষায় দ্বিতীয় ধাপে তারা প্রাকিতিক দৃশ্য, বিষয়চিত্র (পূজা পার্ব্বন, রথ বা দোলের মেলার চিত্র) অঙ্কন করবে — নিজ ইচ্ছামত

হলেও সঠিক ভাবে **Composition** অনুসারে।

এজন্য ছবি আঁকার কাগজটিকে বা বোর্ডটিকে সঠিক ভাবে মেপে নিতে হবে — চিত্র ক্ষেত্রের চারিদিকে মার্জিন রাখা **Composition** - এর প্রথম ধাপ। তারপর চিত্র ক্ষেত্রের মাঝখানে সরলরেখা টেনে নিতে হবে এবং চারিদিকের মার্জিন পর্য্যন্ত মাপ নিয়ে চিত্রটির একটি সাধারণ রূপরেখা প্রস্তুত করতে হবে। এজন্য **2B, 3B** বা **4B** পেন্সিল ব্যবহার করা উচিত। **Composition** - এর কাজ প্রথমে পেন্সিলে, অস্পষ্ট রেখায় করা উচিত পরে ছবিটি স্পষ্ট ভাবে আঁকা উচিত। ছবি স্পষ্ট করার আগে দেখে নেওয়া দরকার যে ছবির মাপ ঠিক আছে। এই নির্ভুল মাপ নেওয়ার জন্য স্কেল ও ডিভাইডার ব্যবহার করা উচিত ইহাতে সঠিক মাপ ধরা যায়। পেন্সিল চিত্র, প্যাস্টেল, জল রং, তৈলচিত্র, **Pen and Ink** যে কোন পদ্ধতির ছবি সঠিক ভাবে আঁকার জন্য সঠিক **Composition** করা দরকার বিষয় চিত্র, প্রাকৃতিক দৃশ্য প্রতিকৃতি বা বানিজ্য চিত্র অঙ্কন করলেও সঠিক **Composition** ভিন্ন সঠিক চিত্র অঙ্কন সম্ভব নহে। ছবিতে রং করার সময়ে অনেক সময় **Composition** এ গোলমাল হতে পারে এজন্য রং করার সময়েও মাঝে মাঝে স্কেল ও ডিভাইডার দিয়া সঠিক মাপ দেখে না নেওয়া হলে **Composition** এ গোলমাল হতে পারে ফলে ছবি খারাপ হয়ে যায়। সুতরাং এবিষয়ে সতর্ক দৃষ্টি দেওয়া দরকার।

শিশুদের বিভিন্ন প্রকার চিত্র অঙ্কন পদ্ধতি শিক্ষা

শিশুরা প্রধানত রং এর ভক্ত কিন্তু প্রথমে ছবি আঁকতে হলে পেন্সিল দিয়ে ছবির রূপরেখা প্রস্তুত করে নিতে হবে। এজন্য শিশুরা **Composition** এবং জ্যামিতির বিষয়ে সাধারণ ধারনা রাখবে। শিল্প শিক্ষকের তত্ত্বাবধানে শিশুরা বিভিন্ন প্রকার চিত্র অঙ্কন পদ্ধতির বিষয় শিক্ষা করবে। কোন কিছু দেখা আঁকা ছাড়াও বিভিন্ন ছবির **copy** করতে পারবে। পাতা,

ফুল, ফল কোন আসবাব (টুল, চেয়ার, টেবিল, খাট) কোন ব্যবহার্য্য দ্রব্য গ্লাস, বাটি, ঘড়ি, ছাতা প্রভৃতি দ্রব্য দেখে আঁকা যায়। কিন্তু শিশুর পক্ষে পূজা পার্ব্বন, রথ দোলের মেলা প্রভৃতি বিষয় বা প্রাকিতিক দৃশ্য দেখে আঁকা বেশ কঠিন। এক্ষেত্রে শিশুরা এইরূপ কোন ছবি দেখে দেখে **copy** করতে পারবে। কপি করার জন্য **Composition** বিষয়টিকে গুরুত্ব দিতে হবে। স্কেল ও ডিভাইডার নিয়ে ঠিকমত মাপ নিয়ে কাজ করতে হবে। চিত্র ক্ষেত্রে পেন্সিল দিয়ে হাল্কা ভাবে ছবির রূপ-রেখা প্রস্তুতের পর সঠিক **Composition** দেখে নিয়ে চিত্রের রেখাগুলি ফুটিয়ে তুলতে হবে পেন্সিলের কাজ শেষ হলে পেন্সিল চিত্র শেষ হবে — পরে রং এর কাজ আরম্ভ হবে। রঙ্গিন পেন্সিল, প্যাস্টেল রং শিশুদের পক্ষে বিশেষ উপযোগী। এই রং কম দামে পাওয়া যায় জল বা তেলে গোলাবার দরকার হয় না। কেবল পেন্সিল ড্রইং এর উপর যেখানে যে রং আছে সেখানে সেই রং দেখে দেখে ঘসে দিলেই সুন্দর রঙ্গীন ছবি হয়ে যাবে। পরে ঐ ছবির উপর কাঁচা গরুর দুধ বিশেষ যন্ত্রের সাহায্যে ফু দিয়ে স্প্রে করে দিলেই ছবির রং আর উঠে যাবে না ছবি স্থায়ী হবে। শিশুরা অনেক সময় রঙ্গিন ছবির বই - এর এক পাতায় ছবি দেখে দেখে পাশের পাতায় কাল কালিতে আঁকা ঐ ছবিতে রং করে ইহাতে কপির কাজ ভাল শেখা হয়। পরে অন্য ছবি দেখে কপির কাজ করতে সুবিধা হয় ও ইহা সহজে করা যায়।

জল রং এ শিশুরা ভাল কাজ করতে পারে। এক্ষেত্রে কম দামে শিশুদের জন্য টিউব রং জলে গুলে কাজ করার জন্য বিক্রয় হয় আবার বিভিন্ন রং এর কেক আকৃতি রংও বিক্রয় হয়। এই রূপ কাজের জন্য প্যালেট নামে এক রকম পাত্র আছে তাহাতে বিভিন্ন রং নেওয়া যায় ও রং গোলার জন্য জল রাখা যায়। এক্ষেত্রে আগে ছবির পেন্সিল ড্রইং করে নিয়ে রং দেওয়াই পদ্ধতি। **Poster** - রংকে জলে পাতলা করে গুলে জল রং এর মত ব্যবহার করা যায়। এভাবে সুন্দর সুন্দর ছবি আঁকা যায়।

এক্ষেত্রে পেন্সিলে ভাল ড্রইং করতে না পারলে ও মূল ছবির উপর ট্রেসিং পেপার ফেলে পেন্সিল দিয়ে হাল্কা দাগ নিয়ে পরে ঐ ট্রেসিং পেপারকে ছবি আঁকার কাগজের উপর ফেলে তার নীচে কার্বন পেপার দিয়ে ট্রেসিং পেপারে হাল্কা লাইনের উপর পেন্সিল দিয়ে জোরে বুলালে আঁকার কাগজে অনুরূপ দাগ পড়ে। পরে দেখা যাবে কার্বন কাগজের কালিতে চিত্র ক্ষেত্রে ছবিটি আঁকা হয়ে গেছে। ইহার পর ঐ কার্বনের ড্রইং - এর উপর রং দিয়েও রঙ্গিন ছবি আঁকা যায়।

জল রং - এর ক্ষেত্রে প্রথমে ছবির আলোকিত অংশে রং - এর কাজ করতে হবে পরে ক্রমশ অন্ধকারে আচ্ছন্ন অংশটিতে গাঢ় রং দিয়ে ছবির কাজ শেষ করতে হবে।

যে সব শিশু ছবি আঁকায় দক্ষতা দেখাতে পারবে তারা তৈল চিত্র বা **Oil Painting** আরম্ভ করতে পারে। বিভিন্ন ফুল, ফল জীবজন্তু আঁকা দিয়ে এই কাজ আরম্ভ হতে পারে। এই জাতীয় চিত্রেও টিউব রংকে **Linseed Oil** এ গুলে কাজ করা হয়। প্যালেট ও নানাপ্রকার সরু মোটা তুলির ব্যবহার হয়। ছবির অন্ধকারাচ্ছন্ন অংশে প্রথম রং দিতে হয় এবং পরে আলো -কিত অংশে রং দেওয়া হয়। তবে এক্ষেত্রেও **Composition** সঠিক থাকা দরকার। এই জাতীয় চিত্রের সুবিধা হল যে রং ভুল হলেও অসুবিধা নাই। যে কোন রং দিয়ে যে কোন রং চাপা দেওয়া যায়। এই জাতীয় ছবির বর্ন সমাবেশ মনমুগ্ধকর। এই বিষয়টি শিশুরা শিল্প শিক্ষকের পরামর্শ ভিন্ন শিক্ষা করবে না। কারণ তাহাতে ভূল শিক্ষা হবে। শিল্প শিক্ষক শিশুর রুচি চাহিদা ও দক্ষতা অনুসারে তাহাকে পরিচালনা করেন। প্রতিকৃতি, প্রাকিতিক দৃশ্য প্রভৃতি বিষয় গুলি শিক্ষকের সাহায্য ভিন্ন শিশুর পক্ষে সঠিক ভাবে অংকন সম্ভব নহে। রং - এর কাজ বিশেষ সহজ নহে, রং - এর ব্যবহার গাড় ফিকে রং এবং রং মেশান বিষয় গুলি জটিল। তবে এই বিদ্যা পরেও শিশুর

19

জীবনে আনন্দ ও অর্থসাচ্ছল্য আনতে সাহায্য করে। শিক্ষক শিশু শিল্পীর প্রতি বিশেষ নজর দেবেন অন্যথায় শিশুরা সঠিক ভাবে পরিচালিত হবে না।

বসে আঁকা প্রতিযোগিতা

বর্তমানে দীর্ঘদিন থেকে ভারতে বসে আকো প্রতিযোগিতার প্রচলন দেখা যায়। এইরূপ প্রতিযোগিতা শিশুদের ছবি আঁকার প্রতি খুবই আগ্রহ বাড়ায়। এইরূপ প্রতিযোগিতার কয়েকটি উদ্দেশ্য আছে।

শিল্প সাধনার ক্ষেত্রে মানুষ নিজ নিজ দেহ মনের শক্তি অনুসারে কারু শিল্প, কুটির শিল্প, বিষয় চিত্র, প্রতিকৃতি চিত্র প্রভৃতির মধ্য থেকে এক বা একাধিক বিষয় সাধনার জন্য গ্রহণ করে। পরবর্ত্তীকালে এই সাধনা জীবিকা অর্জনের বিষয়েও সাহায্য করে। এই বিষয় গুলিতে দক্ষতা অর্জনের জন্য ড্রইং এবং **Composition** - এর জ্ঞান ও দক্ষতা আবশ্যক। শিশু কালে প্রতিযোগিতায় অংশ গ্রহণের জন্য শিশুরা উক্ত বিষয় গুলি দ্রুত যত্নের সঙ্গে শিক্ষা করে। অন্যথায় পুরস্কার লাভ করা সম্ভব নহে।

সাধারণ শিশুরা ৫/৬ বৎসর থেকে লেখাপড়া আরম্ভ করে এবং ১৫/১৬ বৎসর বয়সের মধ্যে তারা ভবিষ্যৎ জীবনে চলার উপযোগী শিক্ষা লাভ করে ও জীবনের লক্ষ্য স্থির করে। এই সময়ে চিত্র কলা বিদ্যা শেখার মধ্য দিয়ে শিশুদের চিন্তা ভাবনা মূর্ত হয়ে উঠে। আবার শিশুর ভবিষ্যৎ জীবনের প্রয়োজনীয় শিক্ষার ক্ষেত্রে অঙ্কন বিদ্যার বিশেষ ভূমিকা থাকে। সুতরাং এই সময়ে অঙ্কন শিক্ষা বা এইরূপ প্রতিযোগিতায় যোগদান শিশুর পক্ষে বিশেষ সহায়ক হয়।

চিত্রকলা বিদ্যা শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষার্থীদের উৎসাহিত করার জন্য বিভিন্ন সংস্থা নানা ভাবে সচেষ্ট। এইরূপ বসে

আঁকো প্রতিযোগিতা তাহার অঙ্গ। এইরূপ প্রতিযোগিতায় পুরস্কার রূপে সোনা বা রূপার মেডেল, ছবি আঁকার উপকরণ, বা শিল্প বিষয়ক গ্রন্থ দেওয়া হয়। যাহা শিশুর চিত্রকলায় উৎসাহ এবং আগ্রহ বৃদ্ধি করে। সুতরাং এইরূপ প্রতিযোগিতায় শিশুদের উৎসাহ দান করা অভিভাবকদের কর্তব্য। এইরূপ প্রতিযোগিতায় অনেক ক্ষেত্রে সকল প্রতিযোগিকেই সান্তনা পুরস্কার প্রদান করা হয়। অধিক কৃতী প্রতিযোগিরা প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় পুরস্কার লাভ করায় বিশেষ উৎসাহী হয়। অন্যদিকে অন্যান্য প্রতিযোগিরা পুরস্কার না পাওয়ায় অত্যন্ত হতাশ হয়। যাহা শিশু মনের পক্ষে বিশেষ ক্ষতিকর। এজন্য সকল প্রতিযোগিকে কিছু না কিছু পুরস্কার দেওয়া হলে শিশু মনে হতাশা আসে না। কারণ পুরস্কার পায়নি এমন শিশুও ভবিষ্যতে কৃতী শিল্পী হতে পারে। পুরস্কারের সহিত দেয় প্রশংসা পত্রগুলি স্থায়ী রেকর্ড রূপে বিবেচিত হয়।

এইরূপ প্রতিযোগিতায় ব্যবস্থাপকরূপে একজন বীচক্ষন শিল্পী অবশ্যই থাকা উচিত। তাঁহার অভিজ্ঞতা এইরূপ প্রতিযোগিতাকে সঠিক পথে চালিত করিবে। শিশুদের বয়স অনুসারে বিষয় নির্ব্বাচন, নিরপেক্ষ ও দক্ষ বিবেচনার দ্বারা কৃতী শিশু শিল্পীকে যথাযথ পুরস্কৃত করার দায়িত্ব ব্যবস্থাপক শিল্পীর কাজ।

বড়ই দুঃখের বিষয় এই যে আমাদের দেশে শিল্প কলার গুরুত্ব শিক্ষার ক্ষেত্রে বেশী নহে। যদিও বর্তমানে বিজ্ঞান শিক্ষার যুগেও বিজ্ঞান ও কারিগরি দক্ষতার জন্য ড্রইং এর জ্ঞান বিশেষ প্রয়োজন। কিন্তু ইহা স্বত্বে ও উচ্চ শিক্ষার কারনে অনেকেই শিল্প কলার চর্চা ত্যাগ করে। ইহার একটি কারণ হল আমাদের দেশে শিল্পকলার ব্যপক প্রচার ও প্রসারের অভাব। আমাদের দেশে শিল্পীদের আর্থিক অসাচ্ছল্য প্রভৃতি। প্রাচীন ভারত শিল্প স্থাপত্য ও ভাস্কর্যে বিশেষ উন্নত ছিল। অজন্তা, ইলোরা, মথুরা, মহাবলীপুরম আজও তাহার সাক্ষ্য বহন করে।

সুতরাং ভারতের উন্নতির প্রয়োজনেই শিল্পকলার উন্নতি ও ব্যপক চর্চ্চা প্রয়োজন। আর এজন্যই এই শিল্প চর্চ্চা শিশু-কাল থেকে আরম্ভ হওয়া প্রয়োজন। বসে আঁক প্রতিযোগিতা এই কার্য্যে বহুল সহায়তা করে।

শিশুদের Composition এর রঙগীন কাগজ

শিশুদের ছবি আঁকার আকর্ষণ বাড়ে রং - এর ব্যবহারে। এজন্য শিশুদের পেন্সিলে ছবি আঁকার সঙ্গে সঙ্গে রং এর ব্যবহার আরম্ভ করা উচিত। যদিও তখন রং এ ভাল আঁকা যাবে না। বিভিন্ন ছবিতে রং পেন্সিল বা প্যাষ্টেল করার আগে শিশুরা রঙগীন কাগজ কেটে কেটে নানা রূপ চিত্র তৈরী করবে। এজন্য প্রথমে ছবি দেখে রং চেনার কাজ শেষে করতে হবে। ছবিতে যেখানে যে রং আছে—সেই রং এর কাগজ নিতে হবে এবং সেই ছবি দেখে বিভিন্ন রং - এর জিনিসের নক্সা আঁকার মাপ ঠিক করে ড্রইং করতে হবে স্কেলের সাহায্যে সঠিক রং এর কাগজের উপর। তারপর খুব সাবধানে কাঁচি বা ছুরি দিয়ে রঙগীন কাগজ গুলিকে ঠিক নক্সা আঁকার ও মাপ মত কেটে নিতে হবে। তারপর ঐ কাগজ খন্ড গুলির পিছন পীঠে আঠা লাগিয়ে মোটা কাগজের উপর আসল ছবির নকলে লাগাতে হবে। পিছনের ঐ মোটা কাগজটির মাপ আসল ছবির সমান হবে। এসময়ে দেখতে হবে যেন চিত্র ক্ষেত্রে মোটা কাগজের উপর রঙগীন কাগজ খন্ডগুলি আসল ছবির মত লাগান হয়, কোন রঙগীন কাগজ খন্ড যেন উচু নীচু না থাকে। এইভাবে কাজ করতে করতে শিশুরা আনন্দের সঙ্গে রঙগীন ছবি তৈরীর মধ্যে দিয়ে চিত্রের **Composition** শিখে যাবে। আর এই জ্ঞান পরে তাদের অনেক কাজে লাগবে। প্রথমে সরল সহজ আলপনা চিত্র বা ফুল, ফল ও জীবজন্তুর রঙগীন ছবি দেখে রঙগীন ছবি তৈরীর চেষ্টা করা উচিত। পরের ধাপে কোন দৃশ্য চিত্র বা বিষয় চিত্রের রঙগীন ছবি দেখে নকল রঙগীন ছবি

দ্বিতীয় খণ্ড

প্রথম বর্ষ

১। শিল্প শিক্ষায় প্রাথমিক জ্যামিতির জ্ঞান ঃ

শিল্প কলা শিক্ষার আরম্ভ পেন্সিল চিত্র দিয়েই করা উচিত। এক্ষেত্রে সাধারণ ড্রইং কাগজের উপর **B, 2B, 3B** পেন্সিলের সাহায্যে চিত্র অংকন আরম্ভ করা উচিত। প্রথমেই অংকন কার্য্যের জন্য কিছু জ্যামিতির জ্ঞান আবশ্যক। যাহা সঠিক পরিমাপ বা **Composition** এর ক্ষেত্রে বিশেষ প্রয়োজন। যে কোন কাগজ বা অন্য কোন উপাদান যথা ম্যাসনাইড বোর্ড, কাপড় প্রভৃতির উপর ড্রইং করা হয় সেই কাগজ, বোর্ড বা কাপড়কে চিত্র ক্ষেত্র বলা হয়।

চিত্র ক্ষেত্রের **(Picture Ground)** মধ্যে যে ছবি আঁকা হবে আগে সেই জিনিসটিকে সম্পূর্ণ দেখে নিতে হবে তারপর তার প্রধান অংশগুলিকে পৃথক পৃথক ভাবে দেখে নিতে হবে। ছবিটির মধ্যে একটি লম্বালম্বি রেখার অস্তিত্ব কল্পনা করে নিতে হবে। চিত্র ক্ষেত্রে অনুরূপ একটি কাল্পনিক রেখার অনুকরণে লম্বালম্বি রেখা টানতে হবে। চিত্রের মাঝখানে একটি মধ্যবিন্দু কল্পনা করতে হবে এবং এই মধ্যবিন্দু থেকে যেন চিত্র ক্ষেত্রের চারিদিক সমান থাকে।

ছবিটির লম্বা চওড়া যতখানি তার দুদিকেই কিছু বেশী জমি রাখতে হয়। দরকার মত সেই জমি থাকবে ছবির উপরদিকে বা নীচের দিকে এবং দুপাশে প্রয়োজনমত জমি কমবেশী ছাড়া যাবে। প্রকৃতিক দৃশ্য চিত্র, বিষয় চিত্র বা কল্পনাশ্রিত চিত্রের ক্ষেত্রে নিয়ম একই।

কোন পাতা, ফল, তরকারি বা বাসনপত্র ও আসবাব যাহাই আঁকা হোক না কেন তার লম্বা ও চওড়ার মাপ নিতে হবে এবং

চিত্রের আনুপাতিক মাপ অনুসারে বিন্দু বসিয়ে চিত্রক্ষেত্রে বিষয়টি ড্রইং করতে হবে। কোন দ্রব্য আসলের সমান মাপ হবে কোন দ্রব্য আসলের দ্বিগুণ বা ত্রিগুণ আঁকা যায়। আসবাব পত্র $\frac{1}{4}$ বা $\frac{1}{10}$ অংশ হিসেবে কাগজের মাপ অনুসারে আঁকতে হয়! এইবার বিন্দু বসানর পর বিষয়টিকে ও চিত্রক্ষেত্রের ড্রইংকে নানা অংশে ভাগ করে কল্পনা করে দেখতে হবে।

এইভাবে ভাগ করে দেখার পর চোখের মাপে ছোট ছোট অংশে বিন্দু বসাতে হবে চিত্রক্ষেত্রে। তারপর ড্রইং এর কাজ যথাযথ ভাবে সম্পূর্ণ করতে হবে। এইরূপ মাপ নেওয়ার জন্য স্কেল বা ডিভাইডার ব্যবহার করা উচিত। এই মাপ নিয়ে হাল্কা রেখা বসান উচিত এবং ভালভাবে দেখতে হবে যাতে মাপে কোন গোলমাল না হয়। এক্ষেত্রে সরলরেখা, বক্ররেখা, ত্রিভূজ বৃত্ত বা চতুর্ভূজ সম্বন্ধে সঠিক ধারণা থাকা দরকার। অন্যথায় মাপে গোলমাল দেখা দিতে পারে। তবে মাপ মত কাজ করার অভ্যাস হলে ড্রইং নিভূল হবে।

পেন্সিল বা তুলি আঙ্গুলে ধরে হাত লম্বা করে বস্তুর অংশ বিশেষকে দেখে নেওয়া অতি সহজ। ইহাতে বস্তুর পারস্পরিক অংশগুলির দূরত্ব সঠিক হয় অর্থাৎ মাপ ঠিক হয়। এই পদ্ধতিতে ড্রইং করা হলে মাপ নির্ভুল হতে বাধ্য।

ড্রইং এর ক্ষেত্রে জ্যামিতির জ্ঞান প্রয়োগের জন্য কিছু যন্ত্রের ব্যবহার করতে হয়। এই যন্ত্রের নাম ও ব্যবহার জানা দরকার। যেমন স্কেল-এর সাহায্যে মাপ নেওয়ার কাজ করা হয়। পেন্সিল কম্পাস নিখুঁত বৃত্ত অঙ্কনে আমাদের সাহায্য করে। ডিভাইডার দ্বারা দুইটি বস্তুর ব্যবধান মাপা যায়। চাঁদার সাহায্য বিভিন্ন মাপের কোণ অঙ্কন করা হয়। সেটস্‌স্কায়ার যন্ত্র সমান্তরাল রেখা অঙ্কনে সাহায্য করে। ডায়গোনাল স্কেলের দ্বারা মাপও নির্ভুল আঁকার কাজ হয়। ইহা ছাড়া সমান্তরাল স্কেল, টি স্কয়ার প্রভৃতি নানা প্রকার যন্ত্র ইঞ্জিনিয়ারিং-এর কাজে ব্যবহার হয়।

চিত্রের কাজে জ্যামিতির জ্ঞান বৃদ্ধির জন্য বিভিন্ন বই-এর চিত্র, ব্যাণিজ্যিক পোষ্টার চিত্র বা নানারূপ কৌটা বা বাক্সের আকৃতিকে পর্য্যবেক্ষন করা দরকার।

২। ছবি দেখে নকল করা –Copy Drawing

কপি করার জন্য প্রথম প্রয়োজন নিখুঁতভাবে দেখার অভ্যাস করা। এই কাজের জন্য **Soft** পেন্সিল ব্যবহার করা প্রয়োজন। যে কাগজের **Surface rough** তাহাই ব্যবহার করা উচিত। কপির কাজে তেলা কাগজ অনুকুল নহে। মূল যে ছবি থেকে কপি করা হবে তার থেকে নিখুঁত মাপ নেওয়া দরকার। স্কেল ও ডিভাইডারের সাহায্যে মূল ছবি থেকে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ পয়েন্ট-গুলি মেপে কপি করার কাগজে বিন্দু বসাতে হবে। চারি কোণ থেকে ছবির বিভিন্ন অংশের দূরত্ব মেপে সঠিকভাবে কপি করার কাজ করা দরকার। কপি করা ছবির মাপ যদি মূল ছবির থেকে ছোট হয় তবে ঐ মূল ছবির মাপের অর্ধেক বা এক চতুর্থাংশ মেপে ছোট ছবির কপির কাজ হবে। আবার যদি কপি ছবি মূল ছবির থেকে বড় হয় তবে মূল ছবির দ্বিগুণ ত্রিগুণ বা চতুগুর্ণ মাপে করা যায় এবং সেক্ষোত্র মূল ছবি থেকে মাপের দ্বিগুণ, ত্রিগুণ বা চতুগুর্ণ মাপ নিয়ে প্রয়োজন মত বড় ছবি কপি করতে হবে। কপি ছবিতে প্রথমে হাল্কা লাইনে কাঠামো অঙ্কন করে পরে বিস্তারিত সূক্ষ্ম কাজগুলিকে করিতে হয় এবং হাল্কা লাইনগুলিকে স্পষ্ট করে ফুটিয়ে তুলতে হয়।

৩। পেন্সিল রেখাচিত্র—সহজ **Still life**

চিত্র অঙ্কন আরম্ভের সময় পেন্সিলেই ছবি আঁকা আরম্ভ করা উচিত। এজন্য মানচিত্রের উত্তর, দক্ষিণ, পূর্ব ও পশ্চিম দিক যেভাবে ধরা হয় সেইভাবে সমগ্র চিত্রক্ষেত্রটিকে দিক হিসাব করে ধরে নিতে হবে। এই হিসাবে চিত্র ক্ষেত্রের উত্তর-পশ্চিম কোণের শেষ

বিন্দু থেকে চোখের দৃষ্টিকে চিত্র ক্ষেত্রের পূর্ব-দক্ষিণ কোণ পর্যন্ত ক্রমে ক্রমে ছড়িয়ে দিতে হবে। ছবি আঁকা আরম্ভ থেকে শেষ পর্যন্ত এইভাবেই চোখের দৃষ্টিকে চিত্রক্ষেত্রে চালনা করতে হবে।

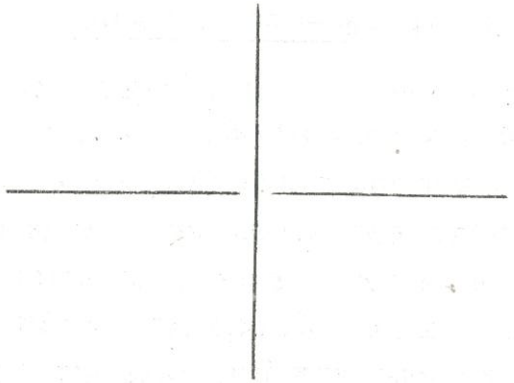

ছবিতে শিল্পির নাম লিখতে হলে উত্তর পশ্চিম, উত্তর পূর্ব বা দক্ষিণ পূর্ব কোণে লেখা উচিত। রেখা চিত্রের ক্ষেত্রে নিকট ও দূর অবস্থান বোঝাতে হলে সবচেয়ে নিকটেরবিন্দু থেকে সবচেয়ে দূরের বিন্দুতে যেতে হবে খুব স্পষ্ট থেকে ক্রমে খুব অস্পষ্ট।

Still Life ড্রইং এর জন্য জ্যামিতির জ্ঞান দরকার। এক্ষেত্রে প্রথমে চিত্রক্ষেত্রের মধ্যে উপর থেকে নীচ অবধি একটি সরল রেখা কল্পনা করা উচিত এবং নির্দিষ্ট **Still** বস্তুর মধ্যেও ঠিক মধ্যভাগে একটি সরল রেখা কল্পনা করা উচিত। পরে যদি উক্ত বস্তুর আসল মাপ মত ছবি আঁকতে হয় তবে ঐ বস্তুর চারিদিকের মাপ ভালভাবে নিয়ে কাগজে মধ্য রেখাকে কেন্দ্র করে পয়েন্ট বসাতে হবে। এক্ষেত্রে স্কেল ও ডিভাইডার ব্যবহার করতে হবে। যদি ছোট বা বড় মাপের আঁকতে হয় তবে দ্বিগুণ বা ত্রিগুণ মাপ মত বড় করে মাপ নিয়ে কাগজে বিন্দু বসাতে হবে, আবার যদি ছোট করে আঁকতে হয় তবে বস্তুর অর্ধেক বা এক চতুর্থাংশ মাপ ভাগ করে নিয়ে স্কেল বা ভিভাইডারের সাহায্যে কাগজে বিন্দু বসাতে হবে।

মাপ-এর কাজ ঠিকমত করার পর ছবির দরকারী অংশটি দর্শকের চোখে বিশেষাভবে তুলে ধরতে হবে। এজন্য ছবির সামনের অংশ বা উঁচু দিকটিকে স্পষ্ট করে ফুটিয়ে তুলতে হবে এবং ছবির নীচু ও দূরবর্ত্তী অংশ অস্পষ্ট থাকবে। গোল ত্রিকোণ বা চতুস্কোণ আকৃতিগুলি যেন সঠিক দেখায় তাহা লক্ষ্য রাখতে হবে। চিত্রে একাধিক **Still Life** থাকলে দূরত্ব অনুসারে চিত্রক্ষেত্রে অঙ্কন করে নিতে হবে এক্ষেত্রে সঠিক মাপ লওয়া দরকার। তবে সূক্ষ্ম পর্য-বেক্ষণ ক্ষমতা ভিন্ন নিখুঁত ছবি আঁকা সম্ভব নহে। যাহা আঁকা হবে—তা কেমন ভাবে দেখতে হবে - দর্শককে যাহা দেখাতে হবে ছবিতে তা দেখে নেওয়ার চোখ তৈরী করতে হবে শিল্পিকে চিত্র অঙ্কনের পূর্বেই।

৪। উপকরণ—চিত্র অঙ্কনের জন্য বিভিন্ন উপকরণ ব্যবহার করা হয়।

ক) পেন্সিল—চিত্র অঙ্কনের প্রথম ও প্রধান উপকরণ পেন্সিল। সাধারণ ড্রইং এর ক্ষেত্রে **Soft** পেন্সিল যেমন **B, 2B, 3B, 4B** প্রভৃতি পেন্সিল ব্যবহার করা হয়। আবার ইঞ্জিনিয়ারিং ড্রইং এর ক্ষেত্রে **HB, 2H, 4H** প্রভৃতি পেন্সিল **(Hard)** ব্যবহৃত হয়। সোরু, মোটা, হালকা, কঠিন প্রভৃতি লাইন ব্যবহার করা হয় পেন্সিল চিত্রে। সাধারণ পেন্সিল ভিন্ন নানা প্রকার রং পেন্সিল পাওয়া যায়। এইরূপ রং পেন্সিল বহু রং এর হয়। সাধারণ পেন্সিলে ড্রইং করার পর রং পেন্সিল-এর সাহায্যে খুব সুন্দর রঙগীন ছবি আঁকা যায়। আবার রং পেন্সিলের সাহায্যে সুন্দর রঙগীন স্কেচ ও তাড়াতাড়ি আঁকা যায়। বাহিরে প্রাকৃতিক দৃশ্য অঙ্কনের ক্ষেত্রে রঙগীন ছবি এই পেন্সিলের সাহায্যে দ্রুত আঁকা যায়। প্রথম শিক্ষার্থীর পক্ষে এরূপ ছবি আঁকা সহজ।

খ) চক্ ও কাঠ কয়লা—এই উপকরণের সাহায্যে স্কেচ পদ্ধতিতে

ভাল ছবি আঁকা যায়। প্রথমে কাঠ কয়লার সাহায্যে যথাযথ মাপ নিয়ে **Composition** করা হয়। তার পর ড্রইং এর কাজ কাঠ কয়লা দিয়ে করা হয়। আলোর অংশে সাদা চক্ ঘসে দেওয়া হয়। যেমন পাকা চুল ও দাড়ি। আবার অন্ধকার অংশে কাঠকয়লা ঘষে দেওয়া হয়। এই চিত্রে প্রায় খয়েরী রং এর এক প্রকার চক্ ব্যবহার করা হয়। সাধারণত মানুষের মূর্ত্তি চিত্রের ছায়া অংশে এই চক্ ঘসে দেওয়া হয়। এ ক্ষেত্রে সোরু, মোটা, হালকা, কঠিন লাইন ড্রইং-এ দক্ষতা দরকার।

গ) প্যাষ্টেল - ইহা এক প্রকার রঙ্গীন চক্। ইহা বহুপ্রকার রং এর হয়। সাদা বা রঙ্গীন কাগজের উপর ড্রইং করার পর এই রং-এ ভাল রঙ্গীন ছবি আঁকা যায়। এই পদ্ধতিতে দক্ষতা লাভ করতে পারলে রঙ্গীন জীবন্ত ছবি আঁকা সম্ভব। রং ব্যবহারে তেল বা জলের প্রয়োজন হয় না ফলে কোন ঝামেলা নাই। বাহিরে যে কোন স্হানে এরূপ চিত্র আঁকা সম্ভব অঙ্কন শিক্ষার প্রথম দিকে এই চিত্র আঁকায় অভ্যাস করা উচিত।

ঘ) কালি কলম—পেন্সিলে কোন নক্সা বা প্রতিকৃতি প্রাকৃতিক দৃশ্য বা বিষয় চিত্র অঙ্কনের পর এই পদ্ধতিতে ছবি আঁকা যায়। এই ড্রইং-এর উপর এক প্রকার কাল কালি সরু নিবের কলম বা খাগের কলম দিয়ে ড্রইং এর উপর বুলাইয়া সহজে এইরূপ ছবি আঁকা যায়। বিভিন্ন বাণিজ্য চিত্র বা বিজ্ঞাপনের ক্ষেত্রে এই জাতীয় পদ্ধতিতে ছবি আঁকার ব্যবস্হা আছে। লাইন ব্লকে ছাপানর জন্য এইরূপ চিত্র আবশ্যক।

ঙ) ড্রইং বোর্ড—ছবি আঁকার জন্য ড্রইং কাগজ বোর্ড বা ক্লিপ দিয়ে ড্রইং বোর্ডের উপর আটকান দরকার। এইরূপ ড্রইং বোর্ড কাঠের বা ম্যাসনাইড বোর্ড হতে পারে। কম পক্ষে ১৪" X ২০"

ইঞ্চি থেকে দরকার মত ৪'' X ৬'' ফুট পর্যন্ত বড় বোর্ড হতে পারে। ইঞ্জিনিয়ারিং ড্রইং এর জন্য বড় বোর্ড দরকার হয়। পেন্সিল চিত্র, কালি, কলম, চক চারকোল; প্যাস্টেল প্রভৃতি চিত্র এবং জলরং ও ক্যানভাস কাগজে তৈলচিত্র অঙ্কনের জন্য ড্রইং বোর্ড-এর একান্ত প্রয়োজন। অন্যথায় এইরূপ চিত্র অঙ্কন সম্ভব নহে। বোর্ড ভিন্ন স্কেল ডিভাইডার ও লং প্রভৃতি প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি ব্যবহার করা যায় না।

চ) স্কেচ বুক—ছবি আঁকার প্রথম থেকেই ছাত্রদের একখানি সাদা কাগজের ড্রইং খাতা রাখা দরকার। ইহাতে কোন লাইন টানা থাকবে না। বাড়ীতে বা বাড়ীর থাকার সময় প্রয়োজনীয় কিন্তু অঙ্কনের দরকার হলে ইহা ব্যবহার করা হবে। আবার এই-রূপ সর্বদা অঙ্কনের অভ্যাস থাকাও দরকার। এইরূপ স্কেচ বুকে কেবল পেন্সিলেই স্কেচ করা উচিত। কোন বস্তু দেখে দ্রুত **Rough** স্কেচ করা যায়, ইহাতে রবার ব্যবহার করা উচিত নহে। বিষয়টিকে সহজে বুঝানর জন্য এইরূপ স্কেচ করা হয় ইহাতে কিছু বাজে রেখা পড়ে কিন্তু তাতে ক্ষতি হয় না ভুল হলেও অন্য রেখা দিয়ে ড্রইং শুদ্ধ করা হয়। দ্বিতীয়টি হল **Finished** স্কেচ। ইহাতে জ্যামিতির জ্ঞান, আলোছায়ার জ্ঞান এবং অঙ্কন দক্ষতার প্রয়োজন হয়। এই চিত্রে প্রয়োজনীয় রেখাকে স্পষ্ট করা উচিত। কম রেখাকে অস্পষ্ট রাখা উচিত। তবে এক্ষেত্রে অনাবশ্যক রেখাকে রবার দিয়ে তুলে দেওয়া সঙ্গত। শিল্পীকে এক টানে প্রয়োজনীয় সরল রেখা, বক্র রেখা, বৃত্ত প্রভৃতি অঙ্কন করার দক্ষতা দরকার। প্রয়োজনে **Rough** এবং **Finished** স্কেচের জন্য দুইটি স্কেচ বুক রাখা যেতে পারে। **Finished** স্কেচ আঁকার দক্ষতা শিল্পীর শিল্প প্রতিভার পরিচয় বহন করে। প্রতিভাবান শিল্পীরা এক একটি রেখায় **Rough** স্কেচের মাধ্যমে বিষয়কে রূপদান করতে পারেন আবার দ্রুত **Finished** স্কেচও করতে পারেন। এই স্কেচ অধিক দিনের যত্ন ও অভ্যাসের উপর

নির্ভর করে। দীর্ঘ সাধনা, অধ্যবসায় ও অভিজ্ঞতা শিল্পীকে এই পথে সফল করে।

স্কেচ বুক ছাড়াও **Plain Card** বা ড্রইং পেপার পাওয়া যায়। যাহা ড্রইং অভ্যাসের পক্ষে বিশেষ সহায়ক। ইহা পকেটে রাখা যায় এবং বোর্ড কাছে না থাকলেও বাঁ হাতের তালুর উপর রেখে ডান হাতে পেন্সিল দিয়ে ছবি আঁকা যায় সর্বক্ষেত্রে ড্রইং পেন্সিল না থাকলেও ক্ষতি নেই সাধারণ পেন্সিলেও এরূপ কাজ করা যায়।

আবার এই প্রকার স্কেচে দক্ষতা থাকলে নানা রং এর রঙ্গীন ডটপেন বা রঙ্গীন পেন্সিল দিয়েও সুন্দর সুন্দর রঙ্গীন স্কেচ করা সম্ভব।

Rough স্কেচ বেশী করলে শিল্পী দ্রুত **Direct Method** আয়ত্ব করতে পারেন। ফলে যে কোন উপাদানে দ্রুত স্কেচ করার দক্ষতা জন্মায়। ফলে দ্রুত **Finished** স্কেচ করার দক্ষতা বাড়ে। পরে শিল্পী দ্রুত এই পদ্ধতিতে জল রং তেল রং বা প্যাস্টেলে সুন্দর চিত্র অঙ্কন করতে পারেন। অনেক ক্ষেত্রে রঙ্গীন চিত্র অঙ্কনের জন্য নিখুঁত স্কেচ করার প্রয়োজন হয় না। ফলে শিল্পী **Life Like** সজীব প্রতিকৃতি চিত্র পর্যন্ত অঙ্কনে দ্রুত সিদ্ধ হস্ত হন।

—o—

১। পেন্সিল রেখাচিত্র ও আলোছায়ার ব্যবহার ঃ

চিত্র বিদ্যা শিক্ষা ও শিল্প সাধনার মধ্য দিয়ে একজন ছাত্র চিত্র করে ও চিত্রকর অভিজ্ঞ শিল্পিতে পরিণত হয়। শিল্প সাধনায় গভীর ভাবেও বহু দিনের রূপই ক্রমে শিল্পীকে নূতন শিল্পতত্ত্বর সন্ধান দেয়। আর যখনই শিল্প সাধক সাধনার মধ্যে নিজেকে হারিয়ে ফেলেন তখনই তিনি সাধক শিল্পীতে পরিণত হন। ছবি আঁকার প্রথম ধাপে একটি বিন্দুতে শিল্পীর দৃষ্টিকে কেন্দ্রীভূত করতে হবে। সবচেয়ে প্রয়োজনীয় স্থান থেকে ক্রমে সমগ্র বিষয় বস্তুর মধ্যে শিল্পীকে দৃষ্টি ছড়িয়ে দিতে হবে। পেন্সিলে এক রং-এ অথবা বহু রঙ্গে ছবি আঁকতে গেলে রেখা ও রং এর স্পষ্টতা ও অস্পষ্টতা সৃষ্টি করতে হবে।

ভিন্ন ভিন্ন অবস্থায় রূপ বিভিন্ন হয় রূপের নিজস্ব ভাবকে প্রাধান্য দিতে হবে। কোন বস্তু সামনে, পিছন বা পাশ থেকে ভিন্ন ভিন্ন দেখায়। সুতরাং বস্তুর বিভিন্নতাকে প্রয়োজনীয় রেখার সাহায্যে ফুটিয়ে তুলতে হবে। আবার নক্সা অঙ্কনের ক্ষেত্রে রূপের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে বিষয়টিকে আঁকতে হবে। ইহা রূপ প্রধান শিল্পকলা। শিল্প সাধনায় শিল্পীর নিজের আনন্দলাভ ও দর্শকের আনন্দ লাভের মধ্যে আসে শিল্পীর সার্থকতা। শিল্পীকে ব্যক্তি চেতনা থেকে সমষ্টি চেতনায় পৌঁছুতে হবে। সার্থক শিল্পীর ইহাই চরম পরীক্ষা।

সর্ব প্রকার চিত্র অঙ্কনের সূচনা পেন্সিলেই করা উচিত। এক্ষেত্রে **Rough** কাগজ ও B বা 2B পেন্সিল ব্যবহার করা উচিত। ছবির বাস্তবতা আসে আলোছায়ার মাধ্যমে আর এই আলোছায়ার কাজ শিক্ষা প্রথমেই করা উচিত। পেন্সিলেই প্রথম এই বিষয়টি আয়ত্ব না করা হলে রং দিয়ে কাজ করা সঠিক ভাবে সম্ভব হয় না।

31

পেন্সিল ড্রইং এর মধ্যে যদি কোথাও গাঢ় কাল রেখা থাকে তবে 2B পেন্সিল দিয়ে কম বা বেশী প্রয়োজনীয় চাপের ব্যবহার করে ঐ রেখাকে ফুটিয়ে তুলতে হবে। হাল্কা ও সঠিক লাইনে ড্রইং এর কাজ শেষ হলে ছবির কাঠামো প্রস্তুত হয়। এই অবধি পেন্সিলে রেখাচিত্রের কাজ করে তবে আলোছায়ার কাজ আরম্ভ করতে হবে।

ছোট ড্রইং এর কাজ করতে হলে পেন্সিলের মুখের কাছে হাত রাখতে হবে কলম ধরার মত, যত বড় জিনিস আঁকতে হবে তত পেন্সিলের মুখ থেকে হাত সরিয়ে দূরে ও আর দূরে ব্রুমশ ধরতে হবে। রেখা যত সরু হবে পেন্সিল তত খাড়া ভাবে ধরে আঁকতে হবে। রেখা যত সরু থেকে মোটা হবে পেন্সিল ততই হেলান ভাবে ধরতে হবে। যে বিষয়টি আঁকা হচ্ছে তার নিকট অংশটি বা সম্মুখ অংশকে স্পষ্ট রেখা দ্বারা ফুটিয়ে তুলতে হবে। যে সব অংশ যত দূরে থাকবে সেই সব অংশগুলিকে তত অস্পষ্ট রাখতে হবে। সবচেয়ে দূরের অংশ সবচেয়ে অধিক অস্পষ্ট হবে। রেখায় আঁকা ছবিতে রেখায় আঁকা ছায়া ব্যবহার করা উচিত। রঙিন ছবি বা ফটোগ্রাফের পেন্সিল ছবি করার সময় ছায়া অংশকে পেন্সিল ঘসে ব্যবহার করে দেখান যায়।

রেখা চিত্র আঁকার সময় আলোচছায়া সৃষ্টি করতে হলে দরকার মত স্পষ্ট ও অস্পষ্ট রেখার সাহায্যে তাহা করতে হবে। রেখাগুলি সমান্তরাল হয়ে কেউ কাহারও গায়ে ঠেকবে না। পরবর্ত্তী ক্ষেত্রে সমান্তরাল রেখাগুলিকে পরস্পর মিলিয়ে মিশিয়ে দেওয়া যেতে পারে। হাল্কা ছায়া দেখাতে হলে রেখা হাল্কা হবে গাঢ় ছায়া দেখতে রেখা কঠিন ও গাঢ় হবে। নিকটে স্পষ্ট রেখা ও দূরে অস্পষ্ট রেখা হবে। আলোক বা Light অংশে খুব হাল্কা রেখা থাকবে! যাহাতে বস্তুর কাঠামো বা আকৃতিগত বৈশিষ্ট অক্ষুন্ন থাকে।

২। COMPOSITION—PLAM LINE

Composition কার্যের জন্য কিছু প্রাথমিক নিয়ম মেনে চলতে হবে। **Picture Ground** বা চিত্রক্ষেত্রের উপর দিক থেকে নীচের দিকে নেমে আসতে হবে। নীচের দিক থেকে কোন সময়ই আরম্ভ করা উচিত নয়। উপরের অংশ আগে আঁকা হলে তার সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে নীচের দিকে আস্তে আস্তে নেমে আসা উচিত নচেৎ হাত ঢাকা পরে কাজের অসুবিধা হতে পারে। চিত্রক্ষেত্রের ছায়াটি আস্তে আস্তে মিলে যাবে সে পেন্সিল রেখা হোক বা রং-এর রেখা হোক।

চিত্রের বিশেষ দ্রষ্টব্য অংশে আলো যত জোরালো হবে ছায়াও তত জোরালো হবে। লক্ষ্য রাখতে হবে চিত্রের সেই বিশেষ অংশটি দর্শকের চোখে যেন পৌঁছতে পারে।

Subject ও **Composition**-এর চারদিকের শেষ সীমানা বিষয় বস্তুর গায়ে আলোছায়া। বিষয় বস্তুর চারিপাশে চিত্রক্ষেত্রের চতুর্ সীমার মধ্যে প্রয়োজনীয় ড্রইং ও আলোছায়ার কাজ ঠিকমত করা উচিত এক্ষেত্রে সঠিক মাপ নিয়ে কাজ করা উচিত যাহাতে সমগ্র চিত্রক্ষেত্রের মধ্যে চিত্রটির সব অংশের মাপ ঠিক থাকে।

কাগজে প্রয়োজনীয় বিষয়বস্তুকে প্রয়োজনীয় দূরত্বে রেখে আঁকতে হবে। হাতে পেন্সিল ধরে হাতকে ঠিক সোজাভাবে রেখে পেন্সিলের গায়ে ডান হাতের বুড়ো আঙ্গুলের নোখকে সরিয়ে সরিয়ে মাপ নেওয়ার অভ্যাস করতে হবে।

সঠিক **Composition** এর জন্য ওলং এর ব্যবহার করতে হবে **(Palm Line)** মানুষ ও যে কোন জীবিত প্রাণীকে দেখে আঁকতে গেলে ওলং এর ব্যবহার করতে হবে। ওলং বাঁ হাতে ধরতে হবে; হাতটি যতদূর সম্ভব সোজা করে রাখতে হবে যাতে হাতের

দৈর্ঘ্য কম বেশী হয়ে না যায়। পেন্সিল বা তুলি ডান হাতে ধরে ব্যবহার করতে হবে। ওলং এর ব্যবহার ভাল ভাবে দেখে বুঝে নিতে হবে।

বড় ছবি থেকে ছোট করে ছবি আঁকতে হলে বা ছোট ছবি দেখে বড় করে আঁকতে হলে প্রথমত চোখের মাপে আনুমানিক মাপ ঠিক করে ছোট বা বড় করে ছবি আঁকা যায়। দ্বিতীয়ত স্কেল ও ডিভাইডারের সাহায্যে কোন ছবি দ্বিগুণ, তিনগুন বা চার পাঁচগুণ বড় করে আঁকা যায়। আবার বড় ছবিকে স্কেলের মাপে অর্ধেক তিন ভাগের এক ভাগ, চার পাঁচ ভাগের এক ভাগ হিসাবেও আঁকা যায়। এক্ষেত্রে চিত্রক্ষেত্রের উপর গ্রাফ পদ্ধতিতে চতুস্কোণ বর্গক্ষেত্র অঙ্কন করে নিতে হয়। মূল ছবির মাপের জন্য ইহার উপর ট্রেসিং পেপার ফেলে পেন্সিলে সমান মাপ মত উপর থেকে নীচে ও এপাশ থেকে ও পাশে দুই প্রকার লাইন টানা হবে যাতে বর্গ ক্ষেত্রগুলি সমমাপের হয় তাহা দেখতে হবে। এই বার যে ছবি আঁকা হবে তাহা মূল ছবির যত বড় হবে সে ভাবে ২, ৩, ৪ ৫ গুণ প্রয়োজনমত চিত্র ক্ষেত্রে উপরোক্ত ট্রেসিং পেপারের ছবির লাইনগুলি টেনে বর্গক্ষেত্র আঁকা হবে। এবার মূল ছবির লাইনগুলি যে ভাবে আছে বর্গ ক্ষেত্র থেকে তার দূরত্ব মেপে প্রয়োজনমত ৪/৫ গুণ বড় করে চিত্র ক্ষেত্রে ড্রইং করা হবে। অথবা বড় ছবির থেকে উপরোক্ত একই পদ্ধতিতে মূল ছবির উপর ট্রেসিং পেপারের উপর টানা সমমাপের বর্গক্ষেত্র অঙ্কন করে তার $\frac{1}{2}$ / $\frac{1}{9}$ / $\frac{1}{4}$ ভাগ বা প্রয়োজন মত ভাগ অনুসারে চিত্রক্ষেত্রে ছোট করে উপর থেকে নীচে বা দুপাশে লাইন টেনে বর্গক্ষেত্র অঙ্কন করতে হবে। পরে প্রয়োজনীয় ছোট ভাগমত স্কেল ও ডিভাইডারের সাহায্যে ছোট মাপের ছবির ড্রইং করতে হবে। মোটামুটি মাপমত ড্রইং এর কাঠামোর কাজ শেষ হলে বোঝা যাবে ছবির **Composition** এর কাজ শেষ হয়েছে। তারপর মূল ছবির ট্রেসিং পেপার খুলে নিয়ে সূক্ষ্ম ড্রইং এর কাজ করতে হবে।

৩। বিভিন্ন প্রকার যন্ত্রপাতি অঙ্কন ঃ

বর্তমান যুগ বিজ্ঞানের যুগ। সুতরাং পদার্থ বিদ্যা, রসায়ন উদ্ভিদ বিদ্যা, প্রাণী বিদ্যা, ভূগোল শাস্ত্র, মানব দেহতত্ত্ব, বাস্তুবিদ্যা প্রভৃতি বিজ্ঞানের সর্বদিকেই ড্রইংএর কোন বিকল্প নাই। এইরূপ প্রয়োজনীয় বিভাগীয় ড্রইং স্ব স্ব বিষয়ের শিক্ষার্থীদের শিক্ষা করিতে হয়। আবার চিত্রকলা বিদ্যার ছাত্রদেরও এই সকল বিভাগীয় ড্রইং জানা আবশ্যক। কারণ পূর্ণাঙ্গ শিল্পকলায় সাধনার অংশ উক্ত বিষয়সমূহের চিত্রগুলি।

এই বিষয় শিক্ষার জন্য শিক্ষার্থীর একদিকে উত্তম জ্যামিতির জ্ঞান থাকা দরকার, আবার অন্যদিকে এইরূপ ড্রইং করার ক্ষমতা ও মুক্ত হাতে অঙ্কন বিদ্যায় অধিকার থাকা প্রয়োজন।

সাধারণতঃ এইরূপ যন্ত্রপাতির ড্রইং-এর জন্য নানা প্রকার যন্ত্রের ব্যবহার করা হয়। বৃত্ত অঙ্কনের জন্য কম্পাস, সঠিক কোণ অঙ্কনের জন্য চাঁদা, সমান্তরাল লাইন টানার জন্য সেট্ স্কোয়ার বা সমান্তরার স্কেল, টি স্কয়ার প্রভৃতি। সঠিক মাপ লওয়ার জন্য সাধারণ স্কেল, ডায়গোনাল স্কেল, ডিভাইডার ওলং প্রভৃতি যন্ত্রের সঠিক ব্যবহার বিধি আয়ও করা দরকার। ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে দক্ষ শিক্ষকগণ এ বিষয়ে বিশেষ শিক্ষা দেন। ইঞ্জিনিয়ারিং ড্রইং-এর জন্য সম্পূর্ণ নিখুঁত মাপ ও যান্ত্রিক পদ্ধতি প্রয়োগ করা প্রয়োজন। কিন্তু জীববিদ্যা বা মানব দেহতত্ত্ব বিষয়ক চিত্রের ক্ষেত্রে একদিকে নিখুঁত মাপ ও যান্ত্রিক পদ্ধতি অন্যদিকে মুক্ত হাতে চিত্র অঙ্কনের অভ্যাস প্রয়োজন।

বিভিন্ন প্রকার বাণিজ্য চিত্র, আলপনা নক্সা, কাঁথা বা শালের নক্সার জন্য যান্ত্রিক পদ্ধতিতে ড্রইং আবশ্যক হয়। সুতরাং বহু কারনেই শিল্প শিক্ষার্থীকে যান্ত্রিক ড্রইং শিক্ষা করা প্রয়োজন।

35

এইরূপ ড্রইং প্রথমে পেন্সিলে হইবে। পরে প্রয়োজনে কাল বা অন্য কোন রং-এর কালি দিয়া ড্রইং-এর কাজ সম্পূর্ণ করা যাইতে পারে। এইরূপ যান্ত্রিক ড্রইং-এর জন্য প্রথমে বিভিন্ন প্রকার ঘন ত্রিভুজ, ঘন বৃত্ত, ঘন চতুর্ভুজ বা বহুভুজ-এর চিত্র অঙ্কন করার অভ্যাস করা উচিত। ঘন বৃত্ত বা ত্রিভুজ চতুর্ভুজ যাহাই অঙ্কন করা হউক যেন বুঝা যায় যে ইহাতে ঠিকমত একটি ত্রিভুজের তিন দিক দৃশ্যমান হয়। ঘন বৃত্তের দ্বারা যাহাতে আলোছায়া যুক্ত বৃত্ত দেখায় তাহা বুঝাইতে হইবে।

কিজ্ঞানাগারের বিভিন্ন টেস্ট টিউব জার প্রভৃতি কাঁচের পাত্র-গুলির আকৃতি ও মাপ লইয়া সঠিক যান্ত্রিক পদ্ধতিতে জ্যামিতির নিয়মে চিত্র অঙ্কন করিতে হইবে। অধিক দেখা ও পরে আঁকার কাজ হইবে।

বাস্তুবিদ্যার ক্ষেত্রে বাড়ীর নক্সা বা কোন যন্ত্র অঙ্কন উপরোক্ত সঠিক মাপ এবং যান্ত্রিক পদ্ধতিতে জ্যামিতিক নিয়মে হইবে।

জীববিদ্যায় ক্ষেত্রে বিভিন্ন জীবজন্তুর দেহ বা দেহের কোন অংশের নিখুঁত মাপ সহ আঁকা হইলেও যন্ত্র ব্যবহার হয় কিন্তু মুক্ত হস্তে ড্রইং এর ক্ষমতা না থাকিলে এই বিষয়ে চিত্রকে সঠিক রূপ দান সম্ভব নহে। মানব দেহের ক্ষেত্রেও নিয়ম একই। তবে এক্ষেত্রে পর্য্যবেক্ষন ও নিখুঁত মাপ মত ড্রইং করার ক্ষমতা থাকা দরকার।

ভূগোল শাস্ত্রে বিভিন্ন প্রকার মানচিত্র ও ছবির ক্ষেত্রে যান্ত্রিক ও জ্যামিতিক পদ্ধতি ব্যবহৃত হয় কোন কোন ক্ষেত্রে মুক্ত হস্তে ড্রইং এর প্রয়জন হয়।

৪। Out Door Study :

শিল্পকলা শিক্ষার দ্বিতীয় বর্ষ থেকেই **out door study** এর কাজ আরম্ভ করা দরকার। প্রাকিতিক দৃশ্যচিত্র, বিষয়চিত্র, বিভিন্ন জীবজন্তু অংকন এই বিষয়ে অন্তর্গত।

i) Nature Study-এর ক্ষেত্রে প্রথম প্রথম অল্প গাছপালাসহ মাঠ বাগান বা নদীতীর চিত্র অংকনের মধ্য দিয়া **out door study** এর কাজ আরম্ভ করা উচিত। পরে ক্রমশঃ পাহাড় পর্বত, বড় নদী গভীর বন, মরুভূমি সমুদ্র প্রভৃতির মত বৃহৎ দৃশ্য অংকনের দিকে মন দেওয়া উচিত। শিক্ষক মহাশয়ের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানেই এই কাজ দ্রুত সমাধা হইতে পারে।

ii) বিষয়চিত্র অংকনের অভ্যাস করা উচিত প্রথম থেকেই। বিভিন্ন উৎসব বা পূজা পার্বনের চিত্র বাজার হাট মেলা প্রদর্শনী খেলায় মাঠের চিত্রগুলি হইল বিষয়চিত্র বা **Subject Picture**। ইহাভিন্ন প্রাকিতিক দৃশ্য চিত্রের একটি ক্ষুদ্র অংশ যদি মানুষ জীবজনতু বা যানবাহন সমন্বিত হয় তবে তাহাও বিষয় চিত্রের অঙ্গীভূত হইতে পারে। এই রূপচিত্রের জন্য শিক্ষক মহাশয়ের নির্দেশ সর্বদা প্রয়োজন।

এই দুই প্রকার চিত্রের ক্ষেত্রে প্রাকিতিক পরিবেশসহ জীবজন্তু মানুষ ও নানা প্রকার বিষয়বস্তুকে চিত্রের মাধ্যমে রূপদান করিতে হইতে পারে। এজন্য প্রথমে পেন্সিলে ড্রইং ও **Composition** ও আলোছায়ার কাজ করা উচিত। বিষয়বস্তুটিকে কাগজ বা বোর্ডের উপর সঠিক ভাবে মাপ লইয়া ড্রইং এর কাজ করা উচিত। যদি রং দেওয়া হয় তবে জল তেল বা প্যাস্টেল রং-এ ইহার কাজ শেষ করা যায়। রং দেওয়ার পদ্ধতিগুলি পৃথক পৃথক ভাবে গ্রন্থের অন্যত্র আলোচিত হইয়াছে।

iii) এই সময় থেকেই বাড়ীতে গরু, কুকুর, বিড়াল প্রভৃতি গৃহপালিত জন্তু ও গৃহপালিত বিভিন্ন প্রকার পাখীর ছবি অংকনের

37

অভ্যাস করা উচিত। বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে নানা প্রকার পশু পাখীর চিত্র অঙ্কনের জন্য কোন এরূপ সুন্দর ছবির নকল বা Copy করা যাইতে পারে। এইরূপ Copy কাজের ফলে বিষয়টি আয়ত্ত করা সহজ হইবে। গৃহপালিত জন্তু গৃহে বা পল্লীতে পাওয়া যায় এবং এবং অন্যান্য জীবজন্তু চিড়িয়াখানায় নিয়মিত ভাবে গিয়া চিত্রাঙ্কনের অভ্যাস করা উচিত। এক্ষেত্রে ব্যাঘ্র, সিংহ, হস্তী, কুমীর, বানর, ময়ূর, উষ্ঠপাখী প্রভৃতি বিভিন্ন জীবজন্তুকে খাঁচায় বাহির হইতে দেখিয়া অঙ্কন করা দরকার। এক্ষেত্রে আনুপাতিক মাপ থাকা উচিত। কাগজের মধ্যে অনেক ছোট আকারে ড্রইং করা হয়। দেখা উচিত যেন জন্তুর দেহের কোন অংশ অনাবশ্যক ছোট বড় না হয়। ড্রইং এর সহিত নিখুঁত মাপ ও আলোচছায় কাজ করা উচিত। তবেই প্রয়োজনে যথাযথ রং দিয়া চিত্রটি অঙ্কন করা যাইবে। জল, তেল প্যাস্টেল প্রভৃতি রং-এ এইরূপ চিত্র অঙ্কন করা যায়। তবে এক্ষেত্রে সর্বদা শিক্ষক মহাশয়ের সাহায্য লওয়া উচিত।

—o—

১। প্রাকৃতিক দৃশ্যচিত্র অঙ্কন পদ্ধতি (Landscape painting)

প্রাকৃতিক দৃশ্য অঙ্কন **out door study** এর একটি অংশ। এইরূপ চিত্র অঙ্কন কালে বিষেশ মানসিক অনন্দ পাওয়া যায়। পাহাড়, সমুদ্র, গভীর বনাঞ্চল মরুভূমি প্রভৃতি সব কিছুই প্রাকৃতিক দৃশ্যের অন্তর্গত। প্রাকৃতিক দৃশ্য চিত্রে যদি কোন পাখী, পশু, মানুষ বা যানবাহন থাকে তাহাকে **Subject picture** বা কোন বিষয়ক চিত্র বলা যাইতে পারে।

প্রাকৃতিক দৃশ্য অঙ্কনের প্রথম অভ্যাস কালে সহজ উপায় হইল একটি কার্ডবোর্ডের ফ্রেম লইয়া (নির্দিষ্ট মাপের কার্ড বোর্ডের মধ্যভাগ কাটা চারিদিকে দুই ইঞ্চি মাপে ফ্রেম থাকিবে) সমান্তরাল ভাবে ধরিতে হইবে হাত লম্বা রাখিয়া সামনের দৃশ্যটি নিকট দূরে যে ভাবে আছে, মনে হবে, ঠিক সেই ভাবে শিল্পী নিজ কাগজ, ক্যানভাসে বা ম্যাসাউড বোর্ডে সঠিক স্হানে সঠিক বিন্দু বসাইয়া **Composition** টি পেন্সিলের সাহায্যে করিবেন প্রথমে। তারপর আস্তে আস্তে নিখুঁত ভাবে প্রাকৃতিক দৃশ্যটি শিল্পী ড্রইং করিবেন। নিকট দূর আলোছায়ার কাজ ঠিকমত সমাপ্ত করা উচিত। ড্রইং কালে দৃশ্যের সর্বাপেক্ষা আকর্ষনীয় অংশকে সব থেকে স্পষ্ট করা দরকার।

শিল্প সৃষ্টি কালে শিল্পীকে প্রথমে দেহ মন স্হিরভাবে রাখিতে হইবে। যেকোন ভাবে বসা বা দাঁড়ান অবস্হায় সম্পূর্ণ মনস্হির করার পর কাজ আরম্ভ করা উচিত। এই সময় মনকে ভাবতে হবে একখানি সাদা কাগজ - এই মনের সাদা কাগজের উপর চিন্তিত চিত্রটি যেন সূর্য্যালোকের ন্যায় সঠিকভাবে ফুটিয়া উঠে। এইবার শিল্পীর কল্পনাশক্তিকে নির্ভর করিয়া প্রথমত—নিজে চিন্তা-মগ্ন থাকিয়া তন্ময়ভাবে চিন্তিত রূপকে সঠিকভাবে রূপায়িত করিতে

হইবে। দ্বিতীয়ত—এই তন্ময় শিল্পীকে দর্শক ও সমালোচক হইতে হইবে। তার সৃষ্টিতে কোথায় ত্রুটি-বিচ্যুতি আছে—কিভাবে শিল্পকে ত্রুটিমুক্ত করা যায় তাহা চিন্তা করা দরকার। সার্থক শিল্পীকে একাধারে শিল্পী, দর্শক ও সমালোচক হইতে হইবে। শিল্পীর যদি কাব্য সঙ্গীত চর্চায় অভ্যাস থাকে তবে উত্তম—ইহাতে শিল্পী সত্ত্বা পূর্ণতা প্রাপ্ত হয়।

পেন্সিল ড্রইং-এর সময় যাহাতে বুঝা যায় যে প্রাকিতিক দৃশ্যটির নিকট দূর অংশের সঠিক অবস্থান। নিকট হইতে দূর ক্রমশঃ স্পষ্ট থেকে অস্পষ্ট হইয়া যাইবে। বার বার পর্যবেক্ষণ ও দর্শন-এর মাধ্যমে চিত্রটিকে নিখুঁত করা সম্ভব। পেন্সিলে দৃশ্যটি অঙ্কনকালে সঠিকভাবে আলোছায়ার কার্য্য সমাপ্ত করা উচিত। এ বিষয়ে পূর্বে বিস্তারিতভাবে অঙ্কন পদ্ধতিটি আলোচিত হইয়াছে।

পেন্সিলের সাহায্যে দৃশ্যচিত্র অঙ্কনের পর একই নিয়মে কালি কলম **(Pen and Ink)** পদ্ধতিতে ইহা অঙ্কন করা যায়। ইহা ভিন্ন পেন্সিলচিত্র অঙ্কনের পরই রঙ্গীন পেন্সিল, কাঠ কয়লা-চক্, প্যাস্টেল প্রভৃতি পদ্ধতিতে চিত্রটি অঙ্কনের কাজও সম্পূর্ণ করা সম্ভব।

প্রাকিতিক দৃশ্য জল রং-এ অঙ্কনের জন্য প্রথমে জল রং-এর জন্য প্রয়োজনীয় খসখসে মোটা কাগজে পেন্সিল ড্রইং সম্পূর্ণ করার পর নির্দিষ্ট পদ্ধতিতে জল রং ব্যবহার করা উচিত। এজন্য জল রং-এর চিত্রে রং-এর ব্যবহার এবং এইরূপ চিত্র অঙ্কন পদ্ধতি আয়ত্ব করা দরকার। একই পদ্ধতি বা নিয়ম প্রযোজ্য হইবে রঙ্গীন-পেন্সিল, কাঠ কয়লা-চক ও প্যাস্টেল পদ্ধতিতে প্রাকিতিক দৃশ্য অঙ্কনের ক্ষেত্রে। এই বিষয়গুলিতে চিত্র অঙ্কন পদ্ধতি পৃথক-পৃথকভাবে এই গ্রন্থে আলোচিত হইয়াছে।

উপরোক্ত পদ্ধতিগুলিতে প্রাকৃতিক দৃশ্যচিত্র অঙ্কনে দক্ষতা অর্জন করার পর তৈলচিত্র পদ্ধতিতে প্রাকৃতিক দৃশ্য অঙ্কন করা উচিত। কারণ তৈলচিত্র অঙ্কন পদ্ধতি কঠিন ও জটিল।

শিল্পকলায় ছাত্রকে তাহার রুচি, কল্পনা, আগ্রহ এবং সৌন্দর্য্য চেতনার উপর অধিক গুরুত্ব আরোপ করিতে হইবে। অনেকে অনেক সময় পূর্ববর্ত্তী কৃতি শিল্পীর নকল করে। ইহা দোষনীয় নহে। বিভিন্ন কৃতী শিল্পীর শিল্প ধারার সহিত পরিচয় থাকলে দক্ষতা বৃদ্ধি পায়। তবে ক্রমশঃ নিজস্ব ভাব দৃষ্টিভঙ্গী ছবিতে সৃষ্টি করা উচিত। শিক্ষাকালে এরূপ পদ্ধতি নকল ছাত্রের পক্ষে সহায়ক হয় কিন্তু পরবর্তীকালে শিল্পীর উচিত নিজস্ব শিল্প-শৈলী প্রকাশ করা কেবল কোন কৃতী শিল্পীর নকলকারী না হওয়া। আবার সার্থক শিল্পী অঙ্কীত পদ্ধতি আয়ত্ব না করেও নিজ দক্ষতায় কৃতী শিল্পী হতে পারে।

২। জল রং পদ্ধতিতে চিত্র অঙ্কন ঃ

দুই প্রকার পদ্ধতিতে জল রং-এ চিত্র অঙ্কন করা যায়—

প্রথম পদ্ধতি—একটি বোর্ডে (ম্যাসনাইড প্লাইউড, কাঠ) জল রং-এর উপযোগী খসখসে হ্যান্ডমেড কাগজ নামে পরিচিত যে কাগজ আছে, সেই কাগজ আগে জল দিয়ে ভিজাইয়া লইয়া বোর্ডের উপর আস্তে আস্তে রাখা হইবে। প্রায় শুকাইয়া গেলে কাগজখানির পিছন দিকে একবারে চারিদিকে এক ইঞ্চি পরিমাণ জায়গা আঠা লাগাইয়া বোর্ডে আঁটা হইবে যেন ভালভাবে আটকাইয়া যায়।

আর একখানি একই মাপের বোর্ডে ভাল ড্রইং কাগজ এঁটে নিয়ে জল রং-এ অঙ্কনের পূর্বে শুধু পেন্সিলে অঙ্কনের কাজ করিতে হইবে। এই ড্রইং-এর কাজ পরিষ্কার, নিখুঁত ও নিকট দূর অনুসারে সঠিক আলোচ্ছায়া যুক্ত হইবে। ইহার পর ছবির সমান মাপের একটি ট্রেসিং পেপার (**Traceing paper**) ঐ ড্রইংটির

উপর রাখা হইবে এবং পেন্সিল দ্বারা হাল্কা লাইনে ট্রেসিং পেপারে ড্রইং করা হইবে। পরে ট্রেসিং পেপারের উল্টো দিকে (যেদিকে ড্রইং করা হয় নাই) সিন্দুর বা যে কোন রং-এর সস্-এর গুঁড়া মাখান হইবে। ইহার পর হ্যান্ডমেড পেপার যাহা জল রং-এ ছবি অংকনের জন্য প্রস্তুত করা হইয়াছে, তাহার উপর ট্রেসিং পেপারের রং মাখান দিকটি স্থাপন করা হইবে। লক্ষ্য রাখা দরকার যেন ট্রেসিং পেপারটি সোজা থাকে, কোন দিক না বাঁকে—কারণ ট্রেসিং পেপার বাঁকা ভাবে বসান হইলে ড্রইংটি বাঁকা হইবে। এইবার ট্রেসিং পেপারে ড্রইং-এর ছাপের উপর H. B. পেন্সিল দিয়া মাপিয়া দাগ দেওয়া হইলে জল রং এর চিত্রের জন্য প্রস্তুত হ্যান্ডমেড পেপারের উপর হাল্কাভাবে ড্রইং-এর ছাপ পড়িয়া যাইবে। এক্ষেত্রে সিন্দুর বা সস্ রং-এর বদলে কার্বন পেপার ব্যবহার করা যায়। এক্ষেত্রে কার্বন পেপারের কার্বনের দিকটি হ্যান্ডমেড পেপারের উপর থাকিবে বিপরীত দিকটি থাকিবে ট্রেসিং পেপারের ড্রইং না করা দিকের নীচে। পরে H. B. পেন্সিল দিয়া ট্রেসিং পেপারের ড্রইং-এর উপর দাগে দাগে জোরে চাপ দিলেই জল রং-এর চিত্রের কাগজের উপর কার্বনে ড্রইংটির হাল্কা ছাপ পড়িবে। এবার ট্রেসিং পেপার তুলিয়া লওয়ার পর হাল্কা দাগগুলিকে হান্ডমেড পেপারের উপর প্রয়োজনমত স্পষ্ট করিয়া লইয়া রং-এর কাজ আরম্ভ হইবে।

জল রং-এর ক্ষেত্রে Tube এবং Cake দুই প্রকার রং ব্যবহার করা যায়। Tube দীর্ঘকাল থাকে না শুকাইয়া নষ্ট হইয়া যায়, কিন্তু Cake রং জলে ঘসিয়া ঘসিয়া দীর্ঘকাল ব্যবহার করা যায়। জল রং-এর ক্ষেত্রে নিম্নলিখিত রংগুলি ব্যবহার করা হয় ঃ

ফিকে হলদে—	গাড় লাল—
গাড় হলদে—	কমলা রং—
ফিকে নীল—	ফিকে সবুজ—
গাড় নীল—	গাড় সবুজ—
গোলাপী—	কাল—

এই সকল রং দরকার মত পাতলা করিয়া জলে গুলিয়া কাজের উপযোগী করিতে হইবে।

জল রং-এর ক্ষেত্রে **Sabel** নামক এক প্রকার জন্তুর লোম হইতে প্রস্তুত তুলি ব্যবহার করা হয়। ইহা এখন খুব দামী। তুলি ব্যবহারের ক্ষেত্রে **Wash** টানা পদ্ধতিতে কাজ করা হয়। বিভিন্ন রং-এর তুলির সহিত কেবল জলের তুলি রাখা উচিত।

জল রং-এর চিত্র অঙ্কনের উপযোগী প্যালেটও পাওয়া যায়। দুইটি জলের পাত্র রাখা দরকার একটি পরিষ্কার জলের পাত্র থাকিবে যাহা হইতে একটি পরিষ্কার তুলির সাহায্যে বিভিন্ন রং-এর উপর দরকার মত জল দিয়া তরল করা হইবে। অন্য জলের পাত্রের জলে বিভিন্ন রং-এর ব্যবহৃত তুলি ধৌত করা যাইবে।

সঠিক জল রং এর চিত্র অঙ্কনের জন্য সাদা রং এর ব্যবহার না করাই উত্তম। কাগজের সাদা অংশগুলিকে সাদা রং এর স্থানে পরিষ্কার জল মাখাইয়া দেওয়া হইবে। কাগজের সাদা অংশই সাদা রং এর পরিপূরক হইবে। বিশেষ যত্নের সহিত সর্বপ্রকার রং তুলিতে করিয়া চিত্রে লাগাইতে হইবে। চিত্রে যে সকল স্থানে সাদা ও ফিকে রং-এর কাজ আছে, সেই সব অংশের কাজ প্রথমে করা উচিত। তারপর ক্রমশঃ গাঢ় রং-এর তুলি বুলাইয়া চিত্রের গাঢ় হইতে গাঢ়তম অংশে রং-এর কাজ করা হইবে।

এই ফিকে ও গাঢ় নানা রং এর তুলির কাজ করতে করতে রং এর সহিত ভাল রকম জল ব্যবহার করতে হবে, যাহাতে অঙ্কনের সময় রং দ্রুত শুকাইয়া না যায়। কারণ অঙ্কনের সময় রং শুকাইলে প্রয়োজন মত রং-এর উপর পরিবর্তন করা যায় না। রং এর ভুল সংশোধন এবং নিখুঁত রং-এর কাজ করার জন্য অধিক জল ব্যবহার

আবশ্যক। এক্ষেত্রে যদি একটি রং জলসহ চিত্রক্ষেত্রের অন্য রং-এর স্থানের উপর আসে তবে শুষ্ক তুলি বা পরিস্কার কাপড় খন্ড সহযোগে খুব ধীরে ধীরে উক্ত রংটি জলসহ তুলিয়া দিতে হইবে। যাহাতে চিত্রে কাগজের কোন ক্ষতি না হয় তাহা দেখা আবশ্যক।

খ) চিত্র অঙ্কনের দ্বিতীয় পদ্ধতি (জল রং) ঃ

জল রং-এর চিত্র অঙ্কনের জন্য এক প্রকার কাগজের **Pad** (প্যাড) পাওয়া যায়। ইহার তিন চার প্রকার মাপের হয়। অনেক-গুলি কাগজের সিট এই প্যাডে পর পর আঁটা থাকে। প্রথম থেকে পর সিটে ছবি আঁকা যায় একটির পর একটি সিট অঙ্কনের পর তুলিয়া লওয়া হয়। এই বার মনে রাখা দরকার ভাল ড্রইং-এর জ্ঞান, আলোচছায়া ও রং এর জ্ঞান হওয়ার পরই এইরূপ দ্বিতীয় পদ্ধতিতে চিত্র অঙ্কন করা উচিত। ইহাতে কম সময়ে উৎকৃষ্ঠ চিত্র অঙ্কন সম্ভব। বাহিরে প্রাকিতিক দৃশ্য অঙ্কন করিলে এই পদ্ধতিতে সুবিধা হয়।

এইরূপ চিত্র অঙ্কনের ক্ষেত্রে ড্রইং এর বিশেষ প্রয়োজন হয় না। পেন্সিলে কয়েকটি রেখার দ্বারা হাল্কা লইনে চিত্রে **Compo-sition** এর কাজ করার পর রং এর কাজ করিতে হয়। প্রথমে ফিকে রং-এর তুলি দিয়া **Wash** টানা পদ্ধতিতে ফিকে রংগুলির কাজ করিয়া পরে উক্ত প্রক্রিয়ায় গাঢ় রং এর কাজ করিতে হয়। এক্ষেত্রে শিল্পীর নিপুন সাধনার উপর নির্ভর করে শিল্প সাধনার সাফল্য। যে কোন বিষয় বা মানুষের প্রতিকৃতি চিত্র জল রং এর অঙ্কন করা যায়।

গ) Poster Colour-Water Colour পদ্ধতি ঃ

পোষ্টার রং-এর জল রং-এর চিত্র অঙ্কন করা যায়। তবে জল রং-এর সহিত **Poster Colour** ব্যবহার পদ্ধতিতে কিছুঁ পার্থক্য আছে। খাঁটি **Poster Colour**-এর চিত্র অঙ্কনের জন্য পোস্টার বোর্ড এর উপর সঠিক পেন্সিল ড্রইং করা উচিত। ইহার পর রং-এর ব্যবহার হইবে।

পোষ্টার রং শিশিতে থাকে। বহু প্রকার রং বিভিন্ন শিশিতে থাকে। রংগুলি কাদা কাদা মত হয়—ইহার উপর জল থাকে। ঐ জল দ্বারা রংগুলিকে দারকার মত গুলিয়া লওয়া হয়। চিত্রের ড্রইং এর উপর প্রয়োজনমত রংকে গাঢ় বা পাতলা ভাবে লাগান হয়। সাধারণত জল রং-এর সহিত ইহার বহু মিল আছে। তবে জল রং এর চিত্র অঙ্কনের জন্য শিল্পীর অধিক দক্ষতার প্রয়োজন হয়। সাধারণত বিজ্ঞাপন ও বাণিজ্য চিত্রের ক্ষেত্রে এইরূপ চিত্রের ব্যবহার অধিক। **Water Colour** এর চিত্র জলে ভিজিলেও নষ্ট হয় না কাগজ ঠিক থাকিলে চিত্র ঠিক থাকে। পক্ষান্তরে পোষ্টার রং-এর চিত্র অত্যন্ত ক্ষণস্থায়ী। জল লাগিলে ধুইয়া বিবর্ণ হইয়া যায়, যদিও অঙ্কনের পর কিছুদিন উজ্জ্বল থাকে। পোষ্টারের চিত্রের জন্য প্রয়োজনীয় রংগুলি অনেক সময় দীর্ঘদিন ব্যবহৃত না হইলে শিশিতে শুকাইয়া যায়। তখন তাহাতে পুনরায় জল মিশাইয়া রংগুলিকে ব্যবহারযোগ্য করিয়া বহুদিন ব্যবহার করা যায়। **Water Colour** চিত্রে বহুবার **Wash** পদ্ধতিতে চিত্র অঙ্কন করিতে হয়—এজন্য শিল্পীর অধিক দক্ষতা ও নিপুনতার প্রয়োজন। পক্ষান্তরে পোষ্টার চিত্রের জন্য বার বার **Wash** টানা প্রয়োজন হয় না। এক বারেই দক্ষ শিল্পী পোষ্টার চিত্র প্রস্তুত করিতে পারেন।

Water colour এবং **Poster colour**-এর তুলি একই প্রকার। তবে **Water colour**-এ বহু প্রকার রং পাওয়া যায় ও ব্যবহার করিতে হয় কিন্তু **Poster colour**-এ বহু প্রকার রং পাওয়া যায় না ফলে প্রয়োজনমত শিল্পিকে রং প্রস্তুত করিতে হয় **(Mixture)**। খাঁটি **Poster** চিত্রে এই ভাবেই রং লাগান হয়। **poster** চিত্রে সাদা রং পাওয়া যায় ইহার সাহায্যে যে কোন রংকে ফিকে বা গাঢ় করা হয়। **poster** রং কোমল ও এই রং দ্বারা অঙ্কিত চিত্রে প্রদীপ্ত বর্ণ সমাবেশ সৃষ্টি করাও যায়। এই চিত্র অঙ্কনের পদ্ধতি হল চিত্র ক্ষেত্রে পাশাপাশি রঙগীন জমি প্রস্তুত করিয়া উজ্জ্বল বা কোমল বর্ণ সমাবেশ দ্বারা চিত্রের পরিপূর্ণতা আনয়ন করা ইহাতেই দর্শক পরিতৃপ্ত হয়।

যথার্থ **poster colour** বাণিজ্য চিত্রে ব্যবহৃত হয়—এ প্রসঙ্গে বাণিজ্য চিত্র বিষয়ে আলোচনার সময়ে বিশেষ আলোকপাত করা হইয়াছে। **(commercial art)**

poster colour-এর রং প্রচুর জল মিশিয়ে জল রং পদ্ধতিতে ছবি আঁকা যায়-এই রূপ ছবি জল রং-এর ছবির ন্যায় দেখিতে হয়। খাঁটি জল রং-এর ছবি আঁকার সময় তার কিছু অংশ যদি শুকিয়ে যায় তখন ঐ রং এর জমি **Hard** বা বাজে হয়ে যায় তখন অন্য রং এর প্রলেপ দিয়ে ঠিক মেলান যায় না। অনেকে সাদা পোষ্টার রং দিয়ে মেলান কিন্তু ইহাতে ছবি নিখুঁত হয় না। এজন্য এরূপ চিত্র অঙ্কনে বিশেষ সতর্কতা দরকার। ভিজে জমির উপর রং পড়লে আপনা থেকে রংগুলি জলের সাহায্যে সুন্দর ভাবে ফুটে উঠে। **poster colour**-এর প্রচুর জল মিশাইয়া তরল রং-এ **water colour**-এর মত চিত্র অঙ্কন করা যায়। ইহার উৎকর্ষ কম নহে—যদিও শিল্পীরা দুই প্রকার চিত্রে পার্থক্য সঠিক ভাবে উপলব্ধি করিতে পারেন।

৩। বাণিজ্য চিত্র (Commercial Art) :

ব্যবসায়িক উন্নতির জন্য বণিকগণ এইরূপ চিত্রের উপর নির্ভর করেন। বিভিন্ন প্রকার পণ্য দ্রব্য কৃষিজ, রসায়নিক, উদ্ভিজ, প্রাণী বা শিল্প সম্পদের প্রচার ও বিক্রয়ের হ্রাস বৃদ্ধির ক্ষেত্রে বাণিজ্য চিত্রের স্থান অতি গুরুত্বপূর্ণ। বাণিজ্য চিত্র দ্রব্যের গুণাগুণ প্রকাশ করা তথা উপকারিতা ও বিক্রয়ের গুরুত্ব বৃদ্ধিতে সাহায্য করে। বাণিজ্য চিত্র **pen and ink**, জল রং ও **poster colour** রং এই অধিক হয়। এইরূপ চিত্রেরক্ষেত্রে তৈল চিত্রের ব্যবহার বিশেষ সীমাবদ্ধ।

এইরূপ চিত্রের জন্য প্রথমে নিখুঁত পেন্সিল ড্রইং আবশ্যক। **commercial art**-এ যন্ত্রপাতির ব্যবহার এবং জ্যামিতির বিশেষ জ্ঞান আবশ্যক। অনেক ক্ষেত্রে ট্রেসিং এর সাহায্য লওয়া হয়। এইরূপ চিত্রের অংকনকালে গরুত্ব অনুসানে লেখা ও ছবিকে স্পষ্ট থেকে অস্পষ্ট করা হয়। ছবির সর্বাপেক্ষা দর্শনীয় অংশকে ছবির প্রাণকেন্দ্র বলা হয়। প্রাণকেন্দ্রে শিল্পীর দৃষ্টিকে কেন্দ্রীভূত রাখিতে হয়। পরে চলমান দৃষ্টিকে (যে দৃষ্টি চিত্র ক্ষেত্রে সদা বিচরণ করে) ক্রমশঃ প্রাণকেন্দ্রের চারিদিকে, চিত্রের চারিসীমা পর্য্যন্ত অস্পষ্ট করিতে হইবে। ইহাতে দর্শকের দৃষ্টি ও শিল্পের চলমান দৃষ্টিকে আশ্রয় করিয়া বিচরণ করিবে কিন্তু প্রাণকেন্দ্রেই সেই দৃষ্টি বার বার পৌঁছিবার চেষ্টা করিবে। এইভাবে শিল্পী যদি চিত্রের প্রাণ প্রতিষ্ঠা করিতে পারেন তবে চিত্রের ভাব গ্রহণে দর্শক সফল হবেন।

আলোছায়া—সব চিত্রের ন্যায় বাণিজ্য চিত্রেও আলোছায়ার সঠিক ব্যবহার প্রয়োজন। এজন্য প্রথমে দেখা দরকার চিত্রের কোন অংশে সর্বাদিক আলো আছে এবং সেই অংশে সম্পূর্ণ সাদা রং রাখতে হবে। তারপর যত ছায়ার দিকে আঁকার কাজ হইবে ততই আলোকে ক্রমে ক্রমে হ্রাস করিয়া ছায়ার মধ্যে মিলাইয়া দিতে হইবে।

আলোছায়ার কাজে বিষয়বস্তুর ছায়া, যাহা তাহার চারি পাশের কোন না কোন পার্শ্বে পড়া সম্ভব, তাহার দূরবর্তী অংশগুলি ক্রমশঃ জমির রং-এ মিশিয়া যাইবে। এ বিষয়ে চরম আলোকিত অংশকে উজ্জ্বল রাখিয়া ছায়াকে ক্রমশঃ গভীরতর করিয়া গভীর ছায়ার দিকে মিশাইতে হইবে।

"Lettering can be done with Instrumental Help" :

বাণিজ্য চিত্রে সবরকম ভাষায় অক্ষর লেখার প্রয়োজন হইতে পারে এবং অক্ষর লেখার নিয়ম মান্য করা প্রয়োজন। আলঙ্কারিক অক্ষর লেখার সময় প্রয়োজন অনুসারে তাহাকে কিছু কাল্পনিক রূপ দেওয়া যাইতে পারে—তবে দেখা উচিত যেন অক্ষরটি সঠিক বুঝিতে পারা যায়। এক বা বহু রং-এ অক্ষর লেখা যায়—প্রয়োজনমত তাহা করা উচিত। লিপিশিল্পের চূড়ান্ত কাজের নির্দেশ লওয়া প্রয়োজন সংশ্লিষ্ট ব্যবসায়ীর নিকট থেকে—কারণ তাঁহার প্রয়োজনেও বাণিজ্যিক লাভের উপর নির্ভর করিয়াই বাণিজ্য চিত্র প্রস্তুত করা হয়।

ইংরাজী অক্ষর লেখার নিয়ম **(Roman Script) :**

Full Lettering : একটি চারকোণা স্থানের মধ্যে এইরূপ অক্ষর লেখা উচিত।

অক্ষরটির একটি সারির একটি সরু ও অন্যটি মোটা আকারে লেখার নিয়ম আছে। উপরের দিকে উঠার সময় রেখা সরু হইবে এবং নীচের দিকে নেমে আসা রেখা মোটা আকারের হইবে।

আড়াআড়ি রেখা সব একই রকম মোটা হইবে, পাশাপাশি সাজান অক্ষরগুলির ক্ষেত্রে।

বাণিজ্য চিত্রে অক্ষর লেখার জন্য জ্যামিতির জ্ঞান বিশেষ প্রয়োজন। এসব ক্ষেত্রে ত্রিভুজ, চতুর্ভুজ, বৃত্ত নানা প্রকার সরল

ও বক্র রেখার সাহায্য গ্রহণ করিতে হয়। বিন্দু, কোণ, লম্ব, সমান্তরাল সরলরেখা প্রভৃতি সঠিক ব্যবহারও প্রয়োজন হয়। এজন্য নানা প্রকার যন্ত্র লাগে। বিভিন্ন প্রকার স্কেল সঠিক মাপ ডিভাইডার, কম্পাস (পেন্সিল ও ইঙ্ক) লাইন পেন (সমান লাইন কালিতে টানার জন্য) কে পেন (কালিতে বৃত্ত অঙ্কনের জন্য) চাঁদা—কোন অংকনের জন্য, সেটস স্কোয়ার (সমান্তরাল লাইন টানার জন্য) টি স্কয়ার প্রভৃতি যন্ত্র বিশেষ প্রয়োজন। যান্ত্রিক ড্রইং নিখুঁত হওয়ার পর তবে ইঙ্ক দ্বারা পেন দিয়া চিত্রের কাজ হইবে। তৎপরে প্রয়োজনমত রং দিয়া চিত্রটিকে সম্পূর্ণ মনোজ্ঞ ও চিত্রাকর্ষক করা হইবে। অনেক ক্ষেত্রে কেবল নিখুঁত ড্রইং-এর পর পেন এ্যান্ড ইঙ্ক-এ লাইন ড্রইং দ্বারা এই চিত্রে কাজ শেষ করা দরকার। শিক্ষক মহাশয়ের তত্ত্বাবধানে দীর্ঘদিনের অধ্যাবসায় ভিন্ন এই চিত্র অংকনে দক্ষতা লাভ সম্ভব নহে। স্থপতির দৃষ্টি ও শিল্পীর সৌন্দর্যবোধের সমন্বয় ইহা।

চিত্রবিদ্যা (B. M.) সীন সাইনবোর্ড

কোন শিল্প শিক্ষণ বিদ্যালয়ে এই বিষয়টি শিক্ষা দেওয়া হয় না। শিল্প সম্বন্ধে অল্প জ্ঞান লইয়া অনেকে সীন সাইনবোর্ড লেখার দোকান করে। সাইনবোর্ড লেখা, চলচ্চিত্র বিজ্ঞাপন, ঠাকুরের পট, গুরুদেবের ছবি বিভিন্ন মণীষীদের ছবি অংকন করে ম্যাসনাইড বোর্ড বা প্লাইউড কেটে মানব আকৃতি মত ছবি প্রস্তুত প্রভৃতিকে এই চিত্র ধারার মধ্যে ধরা হয়। সাইনবোর্ডের ক্ষেত্রে নানা প্রকার অক্ষর নানা আকৃতিকে লেখার মত দক্ষতার প্রয়োজন হয়। এজন্য অক্ষর লেখার উপযুক্ত জ্ঞান প্রয়োজন। বাণিজ্যিক প্রয়োজনে সাইনবোর্ড টিন, মোটা চট, কাঠ বা ম্যাসোনাইড বোর্ডের উপর লেখা করা হয়। এক্ষেত্রে বর্ণ তত্ত্ব সম্বন্ধে জ্ঞান আবশ্যক যাহাতে অর্থনৈতিক প্রয়োজন সিদ্ধ হয়। সাইনবোর্ড এমন হবে যাহাতে চলমান গাড়ী থেকে দর্শক ইহা দ্রুত পড়তে পারে।

সাইনবোর্ডের লেখাই প্রধান ছবি বা নক্সা অপ্রধান। তবে অর্থ-নৈতিক প্রয়োজনে ঠিকমত চিত্র বা নক্সা ব্যবহারের দক্ষতাই সাইন-বোর্ডের সাফল্য সূচিত করে। ইহা প্রধানতঃ তেল রংএ করাই যুক্তিযুক্ত। অস্থায়ী পোস্টার সাইনবোর্ড জল রং বা পোষ্টার রং-এ হয়।

Cut out ছবির জন্য ব্যক্তির **protrait** সঠিক হওয়া দরকার যাহাতে দেখামাত্র কোন ব্যক্তিকে চেনা যায়। সুতরাং শিল্পীর চিত্র বিদ্যায় নৈপুণ্য প্রয়োজন। এইরূপ চিত্র কোন উৎসব বা শোভাযাত্রায় ব্যবহার হয়। চিত্রের আলোছায়া, রং, বর্ণ সমাবেশ সঠিক হওয়া দরকার। চলচ্চিত্রের বিজ্ঞাপন চিত্রের ক্ষেত্রে নিয়ম একই প্রকার।

—o—

১। ক) চক চারকোল পদ্ধতি ঃ

সাদা বা যে কোন রঙগীন কাগজে **(tin ted)** এই রূপ ছবি আঁকা হয়। প্রথমত দ্রাক্ষালতা (আঙ্গুর) পুড়িয়ে যে কাঠ কয়লা প্রস্তুত হয় **(vine char coal)** তাহা বাক্সে পেন্সিল মাপে থাকে। এই চারকোল তাড়াতাড়ি ভেঙ্গে যায়। এইরূপ চার-কোলকে পেন্সিলের ন্যায় ব্যবহার করা হয়। তবে ছবি আঁকার জন্য বেশী চাপ দেওয়ার প্রয়োজন হয় না। আবার অধিক চাপ দিলে ইহা ভেঙ্গে যায়। ছবিতে প্রধানতঃ তিন প্রকার আলোছায়া সৃষ্টি করতে হয়। প্রথমে চারকোল দ্বারা হালকা লাইনে মাঝামাঝি স্পষ্ট করে কাগজে রেখাপাত করতে হয়। ছবির বিষয়বস্তুর যে অংশে আলো সবচেয়ে বেশী দেখা যাবে সেই স্থানে চারকোল ড্রইং এর রেখার মধ্যে **high light** রূপে সাদা চক্ ঘসা হবে। তারপর যে স্থান সবচেয়ে অন্ধকারময় বা ছায়া বিশিষ্ট সেখানে চারকোল ঠিকমত ঘসে ছায়া অংশ সঠিকভাবে রূপায়িত করতে হবে। এখানে ছবির তিনটি অংশ সৃষ্টি হয়। সর্বাধিক আলোকিত অংশ, আলোছায়া মিশ্রিত অংশ ও অধিক ছায়াময় অংশ।

কোন কোন ক্ষেত্রে রঙগীন কাগজ ব্যবহার করে চিত্রের উৎকর্ষ বাড়ান যায়। এইরূপ চিত্র স্কেচ পদ্ধতিতে অঙ্কন করিতে হয়। **Painting** পদ্ধতিতে অঙ্কন করা হয় না। শিল্পীর গভীর পর্য বেক্ষণ ক্ষমতা এবং রেখা শিল্পে নৈপুণ্যের উপরই এইরূপ চিত্রের উৎকর্ষ বৃদ্ধি পায়। এইরূপ চিত্রের চক ও চারকোল নানা কারণে উঠে যেতে পারে। এজন্য কাঁচা গরুর দুধ বা উপযুক্ত রাসায়নিক তৈল দ্বারা ছবিটি স্প্রে করা উচিত। যাহাতে চক চারকোল উঠে না যায়।

খ) প্যাস্টেল পদ্ধতি ঃ

সাদা বা যে কোন রং-এর কাগজ প্যাস্টেল পেন্টিং করা সম্ভব। যে ছবিতে যে রং প্রধান চিত্র ক্ষেত্রতে যে রং-এর কাজ বেশী সেরূপ রঙ্গীন কাগজ সেই চিত্রে ব্যবহার করা উচিত। মানুষের ছবির ক্ষেত্রে হলুদ রং-এর কাগজ বা আকাশ প্রধান চিত্রে ফিকে নীল, সমুদ্র প্রধান চিত্রে গাঢ় নীল, নক্সার ক্ষেত্রে কাল, ফুল ও ফলে ছবির ক্ষেত্রে লাল ধরণের রং-এর কাগজ ব্যবহার করাই সঙ্গত।

মাপ মত কাগজ পাওয়া সম্ভব হইলে প্যাস্টেলে যে কোন মাপের ছবি করা যায়। যে শিল্পীর দক্ষতা তৈল চিত্রে বা জল রং-এর অধিক তাঁর হাতে প্যাস্টেল পেন্টিং সবচেয়ে সার্থক হয়। ইহা তৈল চিত্রের কাছাকাছি উৎকর্ষ বহন করে। তবে কাগজের উপর প্যাস্টেল পেন্টিং করা হয় বলে ক্যানভাস বা ম্যাসনাইড বোর্ডে আঁকা তৈল চিত্রের ন্যায় ইহা দীর্ঘস্থায়ী হয়। কারণ জল রং ও প্যাস্টেল দুই প্রকার চিত্রই কাগজে আঁকা হয়।

এইরূপ চিত্র অংকনের জন্য প্রথমে সঠিকভাবে পেন্সিল ড্রইং করা উচিত। চিত্রে মাপ **composition** যেন সঠিক হয়। তবে পেন্সিল ব্যবহার হাল্কা ভাবে করা উচিত যাহাতে পরে পেন্সিল রেখার প্রাবল্য প্যাস্টেল রং করার কোন অসুবিধা সৃষ্টি না করে। কোন ভাবেই পেন্সিল রেখা প্যাস্টেল রং-এর মধ্য দিয়া দেখা না যায়।

এই পদ্ধতিতে নানা রং-এর চক বাক্সে পর পর সাজানো থাকে। চিত্র ক্ষেত্রে পেন্সিল ড্রইং অনুসারে পরপর ঠিকমত রং দেওয়া হয়। কাগজের উপর হাল্কাভাবে ঘসে ঘসে এইরূপ রং দেওয়া উচিত।

ছবির প্রধান অংশ ভাব, এই ভাবকে ফুটিয়ে তুলতে হলে সবচেয়ে সুবিধাজনক উপাদান তেল রং তাহার পরেই জল রং ও

প্যাস্টেলের স্থান। এই পদ্ধতির চিত্র স্কেচ বা **painting** দুই এর মধ্যে যে কোন পন্থায় অঙ্কন করা যায়। চিত্র ক্ষেত্রের বিভিন্ন অংশ দরকার মত রং ঘসে ঘসে রঙ্গীন করতে হবে। প্রয়োজনীয় আলোছায়া সঠিক রং-এর মাধ্যমে দেওয়া দরকার। পেন্সিল স্কেচ আলোছায়া প্রভৃতি বিষয়ে দক্ষতা অর্জনের পরেই প্যাস্টেল চিত্র অঙ্কন করা উচিত। **protrait** করতে হলে **stroke** এর ব্যবহার ও তৈল চিত্রের ন্যায় করা যায়। তৈলচিত্র অপেক্ষা দ্রুত বহু বর্ণ সমাবেশযুক্ত সুন্দর রঙ্গীন চিত্র এই পদ্ধতিতে অঙ্কন করা যায়। তবে এই চিত্র নানা কারণে ঘসা লাগলে নস্ট ও বিকৃত হয়। এজন্য চিত্র অঙ্কন শেষ হইলে রাসায়নিক তৈলজাত বস্তু বা কাঁচা গো-দুগ্ধ সহযোগে স্কেচ পদ্ধতিতে **fixative** দেওয়া উচিত। যাহাতে ছবি অবিস্কৃতভাবে স্থায়ী হয়। কাগজ যতদিন স্থায়ী হবে, ছবিও ততদিন স্থায়ী হবে। এজন্য এইরূপ চিত্রকে সামনে কাঁচ পিছনে ম্যাসনাইড বোর্ড সহ ফ্রেমে বাঁধান উচিত এবং রৌদ্র, বৃষ্টি, জল বা **damp** থেকে দূরে রাখা উচিত। তবেই ইহা দীর্ঘস্থায়ী হইবে।

গ) পেন এ্যান্ড ইঙ্ক ঃ

যে শিল্পীর রেখাচিত্র **composition** ও আলোছায়ার প্রয়োগের জ্ঞান যত বেশী তার হাতেই কালিতে নিব ডুবিয়ে নিয়ে সাদা কাগজে রেখাপাত করে ছবি আঁকা সম্ভব। অবাঞ্ছিত কোন রেখা তাতে সৃষ্টি হয় না। কেননা অবাঞ্ছিত কোন কালির রেখা রবার দিয়ে তোলা যায় না। কোন কোন ক্ষেত্রে সামান্য কালির রেখা তোলা যায় যদি সাবধানে ধারাল ছুরি বা ব্লেড দিয়ে ধীরে সময় নিয়ে ঘসা যায়। চাঁচার আগে সঠিক রেখাপাত প্রয়োজন, অন্যথায় ঘসা কাগজ অংশে ভুল রেখা তোলার পর তার পাশে সঠিক রেখাপাত সম্ভব হয় না, কারণ কাগজ অংশ বিকৃত হয়। তুলি ব্যবহারের

ক্ষেত্রেও একই নিয়ম। পেন-ইঙ্ক ছবি খুব বড় করা যায় না বা ভাল দেখায় না। ছোট আকারের ছবি এই পদ্ধতিতে ভাল হয়। এই চিত্র অঙ্কনের জন্য শিল্পীর চিত্র অঙ্কনের ভাল জ্ঞান থাকা আবশ্যক, অন্যথায় তার পক্ষে নির্ভুল ছবি অঙ্কন সম্ভব নয়। কারণ এই পদ্ধতিতে ছবির ভুল অংশ সংশোধন করা সম্ভব নয়। কাগজ বিকৃত হয়। সুতরাং একবারেই নির্ভুল চিত্র অঙ্কনের দক্ষতা প্রয়োজন। কোন কোন শিল্পী পদ্ধতিতে চিত্র অঙ্কন করে কৃতিত্ব দেখিয়েছেন। ভারতবর্ষে অতি প্রাচীন কাল থেকে ময়ূরের পালক থেকে, বাঁশের কঞ্চি থেকে, নিল খাগড়া কলম কেটে, তালপাতা ভুর্জপত্র ও কাগজে লেখার প্রচলন হয়েছে। এইরূপ কলম দিয়া অনেক পুঁথি লেখা হয়েছে ও বহু ছবিও অঙ্কিত হয়েছে। এই ছবি কালিতে সুদক্ষ স্কেচ প্রকৃতির। কলিকাতার আশুতোষ মিউজিয়ামে এরূপ অনেক কাজের নমুনা আছে।

২। কারুকার্য্য শিল্প—Decorative Art

কারুকার্য্য শিল্প, শিল্প জগতে এক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। স্বর্ণ, লৌহ, তাম্র, রৌপ্য প্রভৃতি ধাতুতে সুন্দর সূক্ষ্ম কারুকার্য্য করা হয়। আবার কাষ্ঠ, কাপড়, শাল প্রভৃতি বস্তুতে এমনকি বাড়ী তৈরীর ক্ষেত্রেও কারুকার্য্য করা হয়। এইরূপ শিল্পের জন্য নিখুঁত মাপ ছবির সর্বাপেক্ষা প্রয়োজনীয় অংশ। এক্ষেত্রে চোখের মাপ নিখুঁত ও সঠিক হওয়া আবশ্যক। তবে স্কেল, চাঁদা, সেটস্ স্কয়ার, কম্পাস প্রভৃতি যন্ত্রের ব্যবহার করা যায়। সঠিক নক্সা বা কারুকার্য্যের অঙ্কনের জন্য এইরূপ যন্ত্রপাতি দরকার। উক্ত যন্ত্রপাতি সঠিকভাবে ব্যবহার পদ্ধতিও আয়ত্ব করা উচিত। স্থাপত্য ভাস্কর্য্যের ক্ষেত্রে এই বিদ্যা বিশেষ প্রয়োজন।

এইরূপ চিত্রের আলোচ্ছায় কাজটি নিখুঁতভাবে করা উচিত। পেন্সিলের সাহায্যে এই রেখাচিত্র আঁকার সময় আলোচ্ছায়া সৃষ্টির জন্য দরকার মত স্পষ্ট ও অস্পষ্ট রেখা ব্যবহার করা উচিত। রেখা-গুলি সমান্তরাল হবে কেউ কাহারও গায়ে ঠেকবে না। পরবর্তী ক্ষেত্রে সমান্তরাল রেখাগুলিকে পরস্পরে মিলিয়ে মিশিয়ে দেওয়া যেতে পারে। তবে প্রয়োজনমত স্পষ্ট অস্পষ্ট করা হবে। প্যাস্টেল কাঠ কয়লা, পেন্সিল প্রভৃতি পদ্ধতিতে সাদা বা রঙগীন কাগজে নক্সা বা কারুকার্য্য শিল্প করা হায়। রেখাচিত্রের নিয়মমত মাপ **composition** ও আলোচ্ছার কাজ করা উচিত। সূক্ষ্ম পয়েন্টেও পেন্সিল ব্যবহার করা উচিত।

কারুকার্য্য ও নর্কসা শিল্পে দক্ষতার জন্য প্রথমে উচিত কিছু নক্সা ও কারুকার্য্যের **true copy** করা। ইহাতে ধারনা শক্তি কম্পনা শক্তি ও দক্ষতা দ্রুত বৃদ্ধি হয়। রং বা কোন কালিতে লাইন ড্রইং পদ্ধতিতে এই চিত্র আঁকা উচিত। কল্পনা শক্তি বৃদ্ধি পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে নূতন নক্সা অঙ্কনের ক্ষমতা সৃষ্ঠি হয়।

ক) আলপনা শিল্প ঃ

আমাদের দেশে বিভিন্ন পূজা পার্ব্বন, বার ব্রত অথবা শুভ উৎসবে—যথা বিবাহ, অন্নপ্রাশন, উপনয়ণ গৃহপ্রবেশ প্রভৃতিতে বাড়ীর মেঝেতে নানা প্রকার সাদা বা রঙগীন নক্সা অঙ্কন করা হয় ইহাকে আলপনা বলে। বাড়ী দরজা, পূজা বা উৎসব স্হানে এরূপ নক্সা আঁকা হয়। উৎসবের উপলক্ষ্য অনুসারে নক্সার কাজ ও রং এর পার্থক্য হয়।

অখন্ড বঙগদেশ তথা ভারতে কুমারী মেয়েরা বৎসরের বিভিন্ন সময়ে নিজ নিজ জীবনের উন্নতির জন্য নানা প্রকার ব্রত করত। এই ব্রত উদ্যাপনের সময়ে তারা সুখ শান্তির আশায় নানা প্রকার

55

নক্‌সা আল্পনা অঙ্কন করে পূজা করত। এক এক প্রকার নক্‌সা এক এক প্রকার সুখ শান্তির উদ্দেশ্যে অঙ্কন করা হত।

১) মাটীর মেঝেতে—পিটুলি দিয়া তুলার সাহায্যে নক্‌সা অঙ্কন করা হয়। (পিটুলি জলে আতপ চাল গুঁড়া মিশাইয়া প্রস্তুত হয়।)

২) সুরকি বা সিমেন্টের মেঝেতে

৩) পাথরের মেঝেতে বা ৪) কাঠের পিড়িতে পিটুলি এবং নানা প্রকার জল রং বা তেল রং-এর সাহায্যে আল্পনা অঙ্কন করা যায়। তেল রং বহুকাল স্থায়ী সহজে নষ্ট হয় না। নানা প্রকার রঙ্গীন চক দ্বারাও আল্পনা অঙ্কন করা যায় ইহার সৌন্দর্য্য কিছু কম নহে—তবে ক্ষনস্থায়ী। আল্পনা অঙ্কনের জন্য চোখের মাপ সঠিক মাপ, **composition** জ্ঞান থাকা দরকার। নক্‌সা অঙ্কনের দক্ষতা থেকেই আল্পনা অঙ্কনে দক্ষতা আসে। ইহার সহিত যদি কল্পনা শক্তি বর্ণতত্ত্বের জ্ঞান থাকে তবে শিল্পীর কাজে সার্থকতা আসে।

খ) কাঁথা, শাল ও কাপড়ের নক্‌সা শিল্প ঃ

পৃথিবীর সর্বপ্রকার শিল্পকলার মধ্যে কাঁথা, বস্ত্র শিল্পকে আদি শিল্প বলা হয়। আদি কালের লোক **folk arts**-এর প্রাথমিক অবস্থা থেকে ক্রমানুয়ে সাধনার পথে বর্তমানের ঐতিহ্য-বাহী উন্নত মানের শিল্পকলার সন্ধান লাভ করিয়াছে। এই শিল্প-কলা সূচী শিল্পের অন্তর্গত।

কাশ্মীরের শাল শিল্পীরা সূচী শিল্পের শ্রেষ্ঠ নিদর্শনরূপে শালের উপর সে সব সূক্ষ্ম সূচী শিল্পের কাজ করেন তাহা কাঁথা শিল্পের শ্রেষ্ঠতম নিদর্শন বলা যায়। কাশ্মীরী শালের উপাদান ও নক্‌সার কাজে রকমভেদ আছে। বর্তমানকালে একটি উৎকৃষ্ট নক্‌সাযুক্ত এরূপ শালের মূল্য একলক্ষ টাকা হওয়া অসম্ভব নহে। ইহার কমেও বহু প্রকার মূল্যের শাল পাওয়া যায়।

কাঁথা শিল্পের দাম কম বা বেশী হলেও সকল স্তরের মানুষ এই শিল্পজাত দ্রব্য কেনা বেচা করিতে পারেন। ইহা নিত্য ব্যবহার্য্য শিল্প, সুদক্ষ কাঁথা শিল্পীর হাতে এমন কাঁথা প্রস্তুত হয় যাহার শিল্পমূল্য অসীম। পৃথিবীর নানা অঞ্চলে চটের উপর, সূতী, রেশম ও পশম বস্ত্রে নানা প্রকার নক্সা হাতে সেলাই করা হয়। পাতা, লতা, ফুল, ফল, পশু, পাখী, জন্তু, জানোয়ার, মানুষের মূর্তি, প্রাকিতিক দৃশ্য এই নক্সায় সুন্দরভাবে ফুঠে উঠে। চীন ও জাপানের সূচী শিল্পীদের হাতে প্রচুর উন্নতমানের কাজ দেখা যায়। সিল্কের কাপড়ের উপর রবীন্দ্রনাথের প্রমান মাপের প্রতিকৃতি ঐ দেশের সূচী শিল্পীরা প্রস্তুত করে রবীন্দ্রনাথকে উপহার দেন। দূর থেকে দেখলে ইহাকে রঙ্গীন প্রতিকৃতি বলে মনে হয় —সেলাইয়ের কাজ বলে বুঝা যায় না—এত সূক্ষ্ম ও সুন্দর। সূক্ষ্ম সেলাই এর কাজে বিভিন্ন দেশের সূচী শিল্পীরা এমন প্রাকিতিক দৃশ্য ফুটিয়ে তুলেন যা দেখে আঁকা বা ছাপা চিত্রপট বলে মনে হয়।

কাঁথা শিল্পের কাজ শিশুদের জন্যেই বেশী ব্যবহার হয়। বয়স্ক ব্যক্তির মধ্যে যাঁরা শিল্প প্রেমিক তাঁরা নক্সা করা কাঁথা, চাদর বা বালাপোষ কম বা বেশী দামী শালের মত ব্যবহার করেন। দরিদ্র ব্যক্তিরা পুরাতন কাপড় ফেলে না দিয়ে কাঁথা করে লেপের মত বা বিছানার চাদররূপে ব্যবহার করেন। কম খরচে দারিদ্রের প্রয়োজন মেটে। ভাল পাড়ওয়ালা শাড়ী, ধুতির শিল্পমূল্য কম নয়।

এই ধরনের কাঁথা শিল্প, শাল বা বস্ত্র শিল্পে নক্সা প্রস্তুতের জন্য সূচী শিল্পীরা কাজ করেন। কিন্তু সাধারণ শিল্পীদের কাজ হল এইরূপ প্রয়োজন মেটানোর জন্য বিভিন্ন প্রকার সুন্দর সুন্দর নক্সা প্রস্তুত করা। এজন্য শিল্পীকে কারুকার্য্য ও নক্সা শিল্পে দক্ষতা অর্জন আবশ্যক। নিখুঁত মাপ, **composition**, কল্পনা

57

শক্তি ও বর্ণতত্ত্ব সম্বন্ধে শিল্পীর বিশেষ জ্ঞান ও দক্ষতা থাকা আবশ্যক। এইরূপ নক্সা অঙ্কনের জন্য অনেকক্ষেত্রে স্কেল, কম্পাস, ডিভাইডার, টি ও সেটস্ স্কোয়ার যন্ত্রের ব্যবহার করার প্রয়োজন হয়। শিল্পীদের প্রস্তুত করা নক্সা অনুসারে সূচী শিল্পীরা কাজ করেন। সুতরাং সূচী শিল্পীদের সঠিক ভাবে সাহায্য করার দায়িত্ব শিল্পীদের। ইহা ভিন্ন স্থাপত্য ও ভাস্কর্য্য কার্য্যেও নক্সা প্রস্তুতে জ্ঞান আবশ্যক।

৩। **Antique Study :**

ভারতবর্ষে ইংরাজ রাজত্বকালে যথাক্রমে কলিকাতা, বোম্বাই, মাদ্রাজ শহরে তিনটি সরকারী শিল্প-শিক্ষা মহাবিদ্যালয় স্থাপিত হয়। পাঁচ বছরের পাঠক্রমে প্রথম বর্ষে ব্ল্যাক বোর্ড ক্লাস, দ্বিতীয় বর্ষে **copy study**, তৃতীয় বর্ষে **perspective drawing class** এবং চতুর্থ বর্ষে **advanced course** এ **statu** থেকে ড্রইং করতে হইত। এই **statu** গুলি যেকোন রঙ্গীন পাথর, ধাতু বা কাঠের নানা মাপের হইত। আর সেই সঙ্গে নরকঙ্কাল মানুষমূর্তি ও নানা প্রাণীর কঙ্কাল মূর্তিরও চিত্র অঙ্কন করতে হত। এইরূপ মডেলে চিত্র অঙ্কনকে বলা হয় **antique study**। ইহার পরে সজীব মানুষের চিত্র অঙ্কনের শিক্ষা দেওয়া হইত। এইরূপ চিত্রের ড্রইং-এর সময় রেখা ও আলোচ্ছায়ার সঠিক ব্যবহার শিক্ষা করা দরকার, এইরূপ চিত্রে প্রথমে ড্রইং করার পর জল রং, তেল রং বা প্যাস্টেল রং ব্যবহার করা যাইত। **antique**-এর জন্য সঠিক রেখা টানা, ঠিকমত মাপ লওয়ার জন্য জ্যামিতির জ্ঞানের প্রয়োজন এবং ইহার যথাযথ প্রয়োগ শিক্ষা করিতে হইবে। এ বিষয়ে পূর্ববর্ত্তী শ্রেণীতে কিছু আলোচনা হইয়াছে। এই বিষয়ে ড্রইং ও চিত্র অঙ্কনে দক্ষতা স্থাপত্য বিদ্যায় জ্ঞান বৃদ্ধি করে। বিভিন্ন প্রকার মূর্তি, উপাসনালয়, (মন্দির, মসজিদ, গীর্জা) প্রাসাদ, দুর্গ প্রভৃতির মডেল লইয়া তাহাদের চিত্র অঙ্কসের অভ্যাস করা উচিত।

এক্ষেত্রে ওলং ডিভাইডার, স্কেল, সূতা প্রভৃতির দ্বারা সঠিক মাপ লইয়া প্রয়োজনীয় আকারমত ছোট বড় করিয়া ড্রইং করা উচিত। পরে রং দেওয়া যায়। তৃতীয় বর্ষের perspective ড্রইং এর দক্ষতা ভিন্ন এই কাজে দক্ষতা সম্ভব নহে। সঠিক পর্যবেক্ষণ দ্বারা মূর্তির উঁচু নীচু সব অংশকে ফুটিয়ে তুলতে হয়।

—০—

পঞ্চম বর্ষ

১। Protrait Painting—Human figure study :

সুদক্ষ চিত্রকর ভিন্ন পোট্রেট পেন্টার হওয়া সম্ভব নহে। দুই প্রকার পদ্ধতিতে প্রতিকৃতি চিত্র বা **Protrait painting** করা হয়।

ক) ভারতীয় পদ্ধতি—ভারতীয় পদ্ধতিতে পোট্রেট প্রধানতঃ ছবিত্ব প্রধান। একটি সুন্দর অঙ্কিত ছবি জীবন্ত মানুষ বা প্রাণী নহে। এই পোট্রেট পেন্সিল বা জল রং-এ করা হয়। ভারতীয় চিত্রকলায় জ্যামিতিক পদ্ধতি বা **anatomy**-এর প্রাধান্য নাই। এই চিত্র বস্তুপ্রধান নহে ভাবপ্রধান। অজন্তার গুহাচিত্রগুলি বা দাক্ষিণাত্যের পল্লব চিত্রগুলি যেসব শিল্পী ভাস্করের হাতে প্রস্তুত তাঁহারা বস্তু ও ভাববাদকে সমগুরুত্ব প্রধান করে এক অতুলনীয় কালাতীত শিল্প সৃষ্টিতে সক্ষম হইয়াছেন।

এই পদ্ধতিতে মানুষ, জীবজন্তু বা বিভিন্ন বিষয়ের উপর কল্পনাশ্রিত রেখাচিত্র অঙ্কন করা হয়। নিখুঁত মাপ বা **anatomy** এর গুরুত্ব থাকে না। পরে শিল্পীরই ইচ্ছামত রং দিয়ে চিত্রক্ষেত্র ভরাট করা হয়। তুলির নিখুঁত টান বা রং-এর বর্ণকণা এই চিত্রে অনুপস্থিত। **wash** টানা পদ্ধতিতে রং করা হয়। **hard line** এর প্রাধান্য থাকে **soft line** এর ব্যবহার হয় না। পরবর্ত্তীকালে প্যাস্টেল ও তেল রংকে ভারতীয় চিত্রকলায় ব্যবহার করা আরম্ভ হইয়াছে।

খ) ইউরোপীয় পদ্ধতি—পোট্রেটের ক্ষেত্রে ইউরোপীয় পদ্ধতিতে প্রধানতঃ তেল রং-এর ব্যবহার করা হয়। তবে জল রং ও প্যাস্টেলের ব্যবহারও করা হয়। এই পদ্ধতিতে ছবি কেবল ছবি থাকে না, মনে হয় জীবন্ত মানুষ বা প্রাণী। এইরূপ চিত্রে

জ্যামিতির নিখুঁত মাপ, **anatomy**-এর বিশেষ জ্ঞান আবশ্যক। সঠিক **composition** এবং ড্রইং এর আলোছায়া নিখুঁতভাবে ফুটিয়ে তুলতে হবে। এই শিল্প বস্তুবাদী কল্পনাপ্রবণ নহে। তুলির নিখুঁত টান, বর্ণকণার সঠিক প্রয়োগ এই চিত্রে দেখা যায়। বর্ণের প্রয়োগের সময় চিত্রের ড্রইং যেন ঠিকমত থাকে তাহা দেখা দরকার। এই চিত্রের জন্য প্রথমে ড্রইং-এর ক্ষেত্রে কাঠকয়লা বা পেন্সিলের ব্যবহার করা হয়। **perspective**-এর সঠিক জ্ঞান এই চিত্রের জন্য বিশেষ প্রয়োজন।

লন্ডনের ন্যাশনাল পোট্রেট গ্যালারী, ফ্রান্সের লুভার মিউজিয়াম, ইটালীর রোমের ভ্যাটিকান গ্যালারীতে এই পদ্ধতিতে অঙ্কিত বহু উৎকৃষ্ট ছবি আছে। লিওনার্দো দা-ভিন্সি, মাইকেল এ্যাঞ্জেলো, রাফায়েল রেমব্রান্ট প্রমুখ চিত্রকরগণ এই রূপ শিল্প ধারায় প্রধান পথ প্রদর্শক।

এইরূপ শিল্পের সঠিক পদ্ধতি তেল রং, জল রং, প্যাস্টেল চিত্র বিদ্যায় বিশদ্ ভাবে আলোচিত হইয়াছে।

২। তৈলচিত্র অঙ্কন পদ্ধতি **(Protrait, Scenary Sudject Picture—Oil Painting)** :

তৈল চিত্র অঙ্কনের জন্য নানা প্রকার ক্যানভাস কাপড়ের প্রয়োজন হয়। মোটা, পাতলা প্রভৃতি ক্যানভাস কাপড়ের উপর রাসায়নিক পদার্থের সাহায্যে তৈল চিত্র অঙ্কনের জমি প্রস্তুত হয়। দীর্ঘস্থায়ী তৈল চিত্রের জন্য মোটা ক্যানভাস ব্যবহার করাই ভাল। কম খরচে তৈল চিত্র অঙ্কনের জন্য পাতলা ক্যানভাস ব্যবহার করা যায়। ভারতে স্বাধীনতা লাভের আগে তৈল চিত্র আঁকার ক্যানভাস, রং, তেল, হগ হেয়ার ও সেবল হেয়ার তুলি ইংলন্ড, জার্ম্মানী, আমেরিকা বা জাপান থেকে আনা হইত। ইজেল, প্যালেট, প্যালেট নাইফ (পাতলা ছুরি) প্রভৃতি সরঞ্জাম এখন দেশেই তৈরী হয়েছে।

বম্বের **camel** কোম্পানী ক্যানভাস, রং, তুলি প্রস্তুত করায় তাহার সাহায্যে এখন ভাল তৈলচিত্র অঙ্কন করা যায়। তৈলচিত্র শিক্ষার জন্য ক্যানভাস বোর্ড বা ম্যাসনাইড বোর্ড ব্যবহার করা যায় ইহা অপেক্ষাকৃত কম খরচে ছাত্র ছাত্রীদের অঙ্কন শিক্ষার সহায়ক। ইহা ভিন্ন টিনের উপর রং করিয়া **sign board** ধরণের তেল রং-এর ছবি আঁকার অভ্যাস প্রথমে করা যায়। ইহাতে কম খরচে তৈলচিত্র অঙ্কনের অভ্যাস তৈরী হয়।

তৈলচিত্র অঙ্কনের জন্য নিম্ন লিখিত রংগুলির ব্যবহার করা হয়। যথা—

1.	Flake White—	(সাদা) ফ্লেক হোয়াইট
2.	Raw Umber—	র‍্য-আম্বার
3	Yellow Ochre—	ইয়লো ওকার
4.	Terre Vert—	টেরা ভার্ট
5.	Cobalt Blue—	কোবাল্ট ব্লু
6.	Prussian Blue—	প্রাসিয়ান ব্লু
7.	Vermilion—	ভারমিলিয়ন
8.	Scarlet Lake—	স্কার্লেট লেক রেড
9.	Crimson Lake—	ক্রীমসন লেক
10.	Lemon Yellow—	লেমন ইয়োলো
11.	Cadmium Yellow—	ক্যাডমিয়াম ইয়লো
12.	Rose Tint—	রোজ টিন্ট
13.	Orange—	অরেঞ্জ
14.	I Vory Black—	আইভরি ব্ল্যাক
15.	Sap Green—	স্যাপ গ্রীন
16.	Hookers Green—	হুকার্বস গ্রীন
17.	Chrome Yellow Dip—	ক্রোম ইয়লো ডিপ

18. Flesh Tint— ফ্লেস টিন্ট
19. Chrome Orange— ক্রোম অরেঞ্জ
20. Neples Yellow— নেপলস ইয়লো
21. Neutral Tink— নিউট্রাল টিন্ট
22. Peacock Blue— পিকক্ ব্লু
23. Navy Blue— নেভি ব্লু
24. Sky Blue— স্কাই ব্লু
25. Curulean Blue— সেরুলিয়ান ব্লু
26. Bottle Green— বটল গ্রীন
27. Turkish Blue— টারাকিস ব্লু

তৈলচিত্রের নিয়ম - রং করার নিয়ম আগে অন্ধকার অংশ বা **shade** এর কাজ করে তারপর আস্তে আস্তে আলোকিত অংশগুলিকে ফুটিয়ে তোলা। তবে **renovation work** এর ক্ষেত্রে তাড়াতাড়ি কাজ করতে হলে প্রথমে আলোকিত অংশগুলির কাজ করে আস্তে আস্তে অন্ধকারাচ্ছন্ন অংশের কাজ করাই সুবিধাজনক।

যে সব শিল্পী ডান হাত দিয়ে ছবি আঁকেন তাঁদের নিয়মানুসারে বাঁ দিক হইতে ছবি আঁকতে আঁকতে ডান দিকে যেতে হবে। কারণ তুলনামূলক ভাবে ডান হাতের জন্য ডানদিকে ছায়া পড়বে ফলে বাম দিকে যেটি আঁকবে বা আঁকতে হবে সেটির সঙ্গে ডান দিকে যেটি আঁকা হয়েছে সেটি মেলান যায় না সুতরাং ডান দিক থেকে বাম দিকে আঁকতে হয়, এইভাবে আঁকলে পাশাপাশি যেটি আঁকা হয়েছে এবং যেটি আঁকা হবে সমস্তটা মিলিয়ে মিশিয়ে আঁকা যায়। ফলে ছবি সর্বাঙ্গীন সুন্দর হওয়ার সম্ভাবনা বেশী।

রং-এর ব্যবহার—ভারতীয়দের গায়ের রং-এর জন্য প্রধানত **yellow ocher, row umber, terre vert** ও **vermilion**

এই চারিটি রং-এর ব্যবহার হয়। আবার ইউরোপীয়দের গায়ের রং এর ক্ষেত্রে **yellow ochre, flesh tent**-এর ব্যবহার হবে। চীনা জাপানীদের ক্ষেত্রে **yellow, white** ও **flesh tint**-এর মিশ্রন হবে। নিগ্রোদের ক্ষেত্রে কালোর সঙ্গে কোয়াল্ট ব্লু ও র‍্য আম্বার ব্যবহার হবে। উদ্ভিদ ও গাছপালার ক্ষেত্রে ফিকে ও গাঢ় সবুজ রং-এর ব্যবহার হবে। ফুল অঙ্কনের ক্ষেত্রে বিভিন্ন প্রকার লাল ও হলুদ রং-এর ব্যবহার হবে। সমুদ্র গাঢ় নীল ও আকাশের ক্ষেত্রে ফিকে নীল ব্যবহৃত হবে। সাধারণত লাল, হলুদ, খয়েরি প্রভৃতি রং কে **worm colour** বলা হয় আবার নীল, সবুজ প্রভৃতি রং কে **cool colour** বলা হয়। বিভিন্ন চিত্রের ক্ষেত্রে এইরূপ দুই শ্রেণীর রং ব্যহৃত হয় এবং দুই প্রকার বর্ণ সমন্বয় চিত্রের মধ্যে হওয়া আবশ্যক। অন্যথায় চিত্রের ভারসাম্য নষ্ট হয়। এই বর্ণ সমন্বয় সম্বন্ধে শিল্পীর বিশেষ জ্ঞান থাকা অবশ্যক।

তৈলচিত্রের সরঞ্জাম ঃ

Easel (ইজেল)—ষ্টুডিওর মধ্যে বা বাহিরে সর্বক্ষেত্রেই ইজেল ব্যহৃত হয়। স্টুডিওর মধ্যে তৈলচিত্রের ক্যানভাস বা ম্যাস-নাইড বোর্ড সঠিকভাবে স্থাপন করা প্রয়োজন যাহাতে অঙ্কনের সুবিধা হয়। **out door study**-এ ক্ষেত্রে ভাঁজ করা **folding easel** ব্যবহার হয় যাহা সহজে বহন করা যায়। এই ইজেল জল রং বা প্যাস্টেল চিত্র অঙ্কনের ক্ষেত্রেও ব্যবহৃত হয়। স্টুডিওর মধ্যে ছবি ইজেলে এমন ভাবে রাখা হবে যাহাতে প্রয়োজনমত আলো পাওয়া যায়। **side light** বা **top ligh**-ই চিত্রের পক্ষে আদর্শ। উত্তর দিকের আলো বা **nortl light** স্টুডিওতে যদি পাওয়া যায় তবে উত্তম। **front ligh**-এ ছবি চক্‌চক্‌ করে ফলে অঙ্কনে বিঘ্ন সৃষ্টি হয়। তবে ছবি রাখার ক্ষেত্রে যাহাতে জানালা দিয়ে সূর্যের আলো অথবা বৈদ্যুতিক আলো সেজাসুজি ছবিতে না পড়ে সে দিকে লক্ষ্য রাখা দরকার।

প্যালেট—বিভিন্ন প্রকার রং টিউব থেকে বাহির করিয়া প্যালেটে পর পর সাজান হবে। প্যালেটে তৈল পাত্র বা **oil can** রাখা হবে। ইহা বিভিন্ন মাপের হয়। এক বা দুইটি কাঠিযুক্ত তৈলপাত্র। একটিতে থাকে **linsid oil** যাহা ভিন্ন তৈল চিত্র হয় না। অন্যটিতে থাকে তার্পিন তেল যাহা রং পরিস্কারের ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়। প্যালেটে বিভিন্ন প্রকার রং প্রয়োজনমত তৈল সমেত মিশান হয় এবং চিত্র অঙ্কন করা হয়। চিত্র অঙ্কন শেষে বার্নিষ দেওয়া হইলে তৈলচিত্র বিশেষ উজ্জ্বলতা লাভ করে।

ব্রাশ বা তুলি—সাধারণতঃ হগ হেয়ার তুলি ও সেবল হেয়ার এই দুই প্রকার তুলি ব্যবহৃত হয়। হগ হেয়ার তুলিতে চিত্রক্ষেত্রের স্থূল কার্য্য করা হয়। আর সূক্ষ্ম কার্য্যের জন্য সেবল হেয়ার ব্রাস ব্যবহার করা হয়। তৈল চিত্রের একটি বিশেষ সুবিধা হইল যে কোন কারণে রং ভুল হইলে চিত্রের উপর ভুল রং-এর স্থলে সঠিক রং দিয়া অঙ্কন করা যায়। ইহাতে সহজেই ভুল সংশোধন করা যায়। এমনকি একটি তৈল চিত্রের উপর সম্পূর্ণ ভিন্ন একটি তৈল চিত্র অঙ্কন করা যায় এবং ইহাতে চিত্রের উৎকৃষ্ট মান রক্ষা করা যায়।

তুলি প্যালেট পরিস্কার—তুলি পরিস্কার করার জন্য পেট্রোল, কেরোসিন, তার্পিন তেলের প্রয়োজন হয়। একটি পাত্রে তেল লইয়া তুলিগুলিকে ডুবাইয়া প্যালেটে চাপ দিয়া রং বাহির করিতে হয়। পরে তুলিগুলিকে সাবান জলে ধৌত করিলে ভাল হয়। পরে পরিস্কার বস্ত্রখণ্ডের সাহায্যে প্যালেটের রং পরিস্কার করা উচিত। প্রত্যেক দিন কাজের শেষে উপরোক্ত প্রক্রিয়ায় তুলি প্যালেট পরিস্কার করা উচিত। অন্যথায় ইহা ব্যবহারের উপযোপী থাকে না।

65

তৈলচিত্রে সাফল্য অর্জন বিশেষ অধ্যবসায় সাপেক্ষ। শিল্প সাধনার সর্বোচ্চ স্তরে তৈল চিত্রের সাধনা। নিখুঁত **composition** ও ড্রইং এর পর দক্ষতার সহিত রং-এর ব্যবহার করা আবশ্যক। ভারতীয় পদ্ধতিতে তুলি বুলাইয়াই ছবি প্রস্তুত হয়। পাশ্চাত্য পদ্ধতিতে তুলির **stroke**-এর দ্বারা চিত্র অঙ্কন করা হয়। একই সমতল চিত্রক্ষেত্রে নিকট দূর দেখান হয়। তুলনামূলক ভাবে ছোট বড় মাপ বুঝান দরকার। আলোচ্ছায়ার কাজ **stroke** এর পর **stroke** দ্বারা চিত্রের পরিপূর্ণতা আনয়ন করিতে হয়। যখন চিত্রটি ছবিত্ব স্তর অতিক্রম করিয়া **life like** চিত্রে পরিণত হয় তখনই তৈলচিত্রের পরিপূর্ণতা ও শিল্পীর সাধনায় সার্থকতা আসে।

৩। পুরাতন তৈলচিত্রের সংস্কার ও সংরক্ষণ ঃ

তৈলচিত্র ঠিকমত সযত্নে রাখা হইলে কয়েকশত বর্ষ থাকে। আবার অযত্ন যেমন রৌদ্র, বৃষ্টি জল, ধোয়া, ড্যাম্প নিয়মিত লাগিলে ছবি দ্রুত নষ্ট হয়। ইউরোপ, আমেরিকায় তৈলচিত্র রক্ষণাবেক্ষণের বিশেষ ব্যবস্থা থাকে ও আছে। আমাদের ভারতবর্ষে এই কাজ করেন ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল হল। ভারতের পুরাতন ছবিগুলি বেশীরভাগ ২ থেকে ৩ শত বৎসরের অধিক পুরাতন নহে। সুতরাং তৈলচিত্র রক্ষণাবেক্ষণের জন্য নিয়মিত যত্ন করা আবশ্যক। পুরাতন তৈলচিত্রের বহু সমস্যা থাকে—যেমন ছেঁড়া, অস্পষ্ট হওয়া, রং বিকৃতি হওয়া, ফ্রেমের পাশ দিয়ে ছেঁড়া ও কাঠের ফ্রেম নষ্ট হওয়া প্রভৃতি।

ক) যে কোন পুরাতন ছবি প্রথমে হগ হেয়ার ব্রাশ বা পরিস্কার কাপড়ের টুকরা সহযোগে পরিস্কার করা দরকার। যাহাতে কোনরূপ ধুলো না থাকে। পরিস্কারের সময় এমনভাবে ব্রাশ ঘসতে হইবে যাহাতে এক উত্তাপ সৃষ্টি হয় এবং সতর্কতা আবশ্যক, যাহাতে

চিত্রের কোন ক্ষতি না হয়। এই কাজের পর পেঁয়াজের রস ছবিতে মাখাইয়া পাউরুটি সহযোগে ভালভাবে ঘসিয়া ছবি পরিস্কার করা উচিত।

খ) এই কার্য্যের পরে শুকনো করে ভিজে কাপড় খন্ডে একটু উৎকৃষ্ট মানের সাবান সহযোগে চিত্রক্ষেত্রের উপর ঘসিলে চিত্র দ্রুত পরিষ্কার হয়। এই সময়ে যেসব রং চিত্র থেকে ঝরে যাবে তাহাতে ছবির কোন ক্ষতি হয় না। ইহার পর পরিস্কার কাপড়ে একটু লিনসিড অয়েল **(linsid oil)** লাগাইয়া ছবিতে ভালভাবে মাখান উচিত। ছবির পিছনের দিকও অনুরূপভাবে পরিস্কার করা আবশ্যক।

গ) ছবি পরিস্কারের পরের ধাপে দেখা দরকার যে চিত্রের ক্যানভাস ঠিকমত মাউন্ট করা আছে কি না। কারণ পুরাতন ছবি অনেক সময়ে ঢেউ খেলানর মত দেখায়। তখন নূতন করে মাউন্ট করা দরকার অর্থাৎ **re stretching** করা উচিত। ছবিটি কাঠের ফ্রেম থেকে খুলে ফেলা দরকার। স্ক্রু ড্রাইভার ও প্লাস সহযোগে আস্তে আস্তে ছোট পেরেক বা বোমার কাঁটাগুলি খুলিয়া ফেলিতে হইবে। পরে নরম কাঠের অনুরূপ ফ্রেমে পেরেক বা বোমার কাঁটাগুলির দ্বারা হাতুড়ি সহযোগে এমনভাবে ক্যানভাসটি ফ্রেমে আঁটা হইবে যাহাতে ছবিটি ঢেউ খেলান ভাব না দেখায়। পরে ছবির ফ্রেমের চারিদিকে কোণে দুইটি করিয়া পাতলা সমকোণী ত্রিভুজাকৃতি ছোট কাঠের খন্ড আটকাইয়া দিলে ছবি সঠিকভাবে মাউন্ট করা হয়। এইরূপ পাতলা ত্রিভুজাকৃতি কাষ্ঠখন্ড রং-এর দোকান যাহারা তৈলচিত্রের সরঞ্জাম বিক্রয় করে সেখানেই পাওয়া যায়। ক্যানভাসে যতক্ষণ ভাঁজ থাকবে ততক্ষণ হাতুড়ি দিয়ে ঠুকে ঠুকে ক্যানভাস মাউন্ট করা দরকার যাহাতে ঢেউ খেলান ভাব না থাকে।

ঘ) এমন অনেক পুরাতন তৈলচিত্র থাকে যাহার ফ্রেম ভাল আছে, কিন্তু ছবির ভিতর ছেঁড়া বা রং ঝরা আছে। এইরূপ ছবির ছেঁড়া অংশগুলির মাপ ও আকৃতি একটি কাগজে সঠিকভাবে গ্রহণ করতে হবে। ঐ কাগজটি ছেঁড়া অংশের পিছনে লাগিয়ে পেন্সিল দিয়ে দাগ দিয়ে সঠিক মাপ ও আকৃতি সংগ্রহ করা হইলে ঐ মাপ ও আকৃতি মত একটি ক্যানভাস খন্ড কাটা হবে এবং ঐ খন্ডটি রোলামের আঠা (ইহা ময়দার মাখা তাল জলে ধুয়ে ধুয়ে সংগৃহীত সার অংশ এবং চুন দ্বারা প্রস্তুত হয়) যা ফেভিকল **dendrite** এর সাহায্যে ছেঁড়া অংশে লাগান হবে। পরে ক্যানভাস দ্বারা মেরামত করা নূতন অংশগুলি এবং রং উঠে যাওয়া অংশগুলিতে রং-এর কাজ করা হইবে প্রয়োজন মত রংএর দ্বারা। তুলির চাপ ও বর্ণ সমন্বয় তত্ত্ব সম্বন্ধে জ্ঞান ভিন্ন এইরূপ কাজে সফল হওয়া যায় না।

ঙ) পুরাতন তৈলচিত্র পরিস্কার করার পর ১ দিন তেল **(linsid oil)** মাখিয়ে শুকিয়ে নেওয়ার পর রংএর কাজ আরম্ভ করতে হবে ইহাকে বলা হয় **re-teaching**। এই সময় পুরাতন ছবির যেসব অংশ থেকে রং ঝরে পড়ে গিয়েছে, শুধু সেইসব অংশেই ক্যানভাসের উপর এমনভাবে রং বসাতে হবে, যাহাতে নূতন রং-এর কাজ পাশের অক্ষত রঙ্গীন জমি থেকে উচু বা নীচু হয়ে না যায় সেদিকে বিশেষ লক্ষ্য রাখতে হবে। **re-teaching** এর নূতন রং-এর কাজ যেন অক্ষত অংশের রং-এর সঙ্গে মিলে যায়। এক্ষেত্রে তৈলচিত্র অঙ্কনের জ্ঞান বিশেষ প্রয়োজন।

চ) যেসব পুরাতন ছবি নানা কারণে অস্পষ্ট হইয়া যায় সেগুলি আবার নূতন করে **painting** করে ফুটিয়ে তুলতে হয়। ইহাকে **re-painting** বলা হয়। কখনো কখনো দেখা যায় ছবিখানির অংশবিশেষ অথবা সম্পূর্ণই বিবর্ণ বা অস্পষ্ট হইয়া

গিয়াছে (রাসায়নিক ভাবে)। ছবির অবস্থা বুঝিয়া ঐরকম ভাবে কাজ করার পর দেখা যায় যে ছবি পুনরায় নূতন অবস্থায় ফিরিয়া আসিয়াছে। ইহাকেই বলা হয় সংস্কারের কাজ বা **renovation work**। সংস্কারের কাজ সম্বন্ধে যাহা বলা হইল তাহা করার জন্য এই পুরাতন ছবির কোন **photograph** বা **block** এর **printed** ছাপা ছবির সন্ধান করা উচিত। সে সাদা কালো বা রঙ্গীন যাই হোক না কেন। তবে রঙ্গীন ছবির সংস্কার কাজ করার জন্য প্রথমেই ফটো বা **block** এর **printed** ছবি সংগ্রহ করা একান্ত আবশ্যক। অন্যথায় যদি এই রূপ কোন ফটো বা **block** ছবি পাওয়া না যায় তবে দক্ষ শিল্পীকে নিজের দীর্ঘ অভিজ্ঞতাজাত উপায়েই যথা সম্ভব চলনসই ভাবে রূপায়িত করিতে হইবে এক্ষেত্রে শিল্পী পুরাতন চিত্রটি যাঁহার তাঁহার আত্মীয় বন্ধুদের সাহায্য গ্রহণ করিবেন (প্রতিকৃতির ক্ষেত্রে)। উক্ত ব্যক্তির সহিত তাঁহার যে আত্মীয়ের সাদৃশ্য অধিক তাহাকে দেখিয়া ছবিটি সঠিক ভাবে সংস্কার করিবেন। এক্ষেত্রে এক বা একাধিক ব্যক্তির সাহায্য গ্রহণ করা যায়। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায় যে মৃত ব্যক্তির চোখের সহিত যে আত্মীয়ের চোখের মিল অধিক তাঁহার সাহায্যে চোখের কাজে গ্রহণ করা উচিত। আবার যাহার সহিত নাসিকা, ওষ্ঠ, হস্ত, পদের সাদৃশ্য অধিক তাঁহাদের ক্ষেত্রেও এরূপ ভাবে প্রয়োজনমত বহু সাদশ্যযুক্ত ব্যক্তির সাহায্য গ্রহণ প্রয়োজনমত আবশ্যক। তবে এইরূপ চিত্র সংস্কারের কাজে শিল্পীর উচিত বিশেষ সাবধানতা অবলম্বন করা। অন্যথায় শিল্পীর দুর্নাম হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। আবার অনেক ক্ষেত্রে মামলা মকদ্দমায় শিল্পী জড়িয়ে পড়তে পারেন। যদিও আদালত শিল্পীদের প্রতি সদয় ব্যবহার করেন, তথাপি এবিষয়ে শিল্পীর উচিত বিশেষ সতর্ক থাকা।

ছ) তৈলচিত্রে ফ্রেমের সংস্কার ঃ

তৈলচিত্রের ক্যানভাস নরম কাঠের ফ্রেমে মাউন্ট করা হয়। অনেক সময় দেখা যায় যে উইপোকা বা স্যাতসেঁতে আবহাওয়ার

ফলে কাঠের ফ্রেম ও ক্যানভাস নষ্ট হইয়া গিয়াছে। তখন উক্ত কাঠের ফ্রেম বদল করার প্রয়োজন হয়। এক্ষেত্রে ক্যানভাসের নষ্ট হওয়া অংশ কাঁচি দ্বারা কাটিয়া ফেলা উচিত। আর যে অংশ রাখা সম্ভব তাহার পিছন হইতে নূতন ক্যানভাস টুকরা রোলাম বা ফেভিকল দিয়া আঁটিয়া মেরামত করা হইলে চিত্রটিকে রক্ষা করা যায়। ইহার পরে পুরাতন তৈলচিত্রকে নূতন কাঠের ফ্রেমে মাউন্ট করা হইবে। এক্ষেত্রে ছবির মাপ পূর্বের ন্যায় নাও থাকিতে পারে কিছু কমবেশী হয়। ফ্রেমের মাপও সেরূপ হবে। ছোট পেরেক ও বোমার কাঁটার সাহায্যে নূতন ফ্রেমে পুরাতন চিত্রটি মাউন্ট করা হইবে অতি সাবধানে যাহাতে ছবির কোন ক্ষতি না হয়। এইরূপ ছবির পিছন দিকে আগাগোড়া আঠা দিয়া শক্ত কাপড় আঁটিয়া দেওয়া উচিত। কারণ পুরাতন ছবিটি বজবুত না হইলে ফ্রেমে আটকানর সময় ছিঁড়িয়া যাইতে পারে। আবার মজবুত ছবির স্থায়িত্ব বেশী হয়। ইহার পূর্বে পুরাতন ছবির সকল ছেঁড়া অংশ নূতন ক্যানভাস খণ্ডদ্বারা মেরামত করা আবশ্যক। ফ্রেমে ছবি আঁটার জন্য চারিদিকে ৩'' ইঞ্চি মত বেশী ক্যানভাস রাখা দরকার। চারিটি কোনে সমকোণী ত্রিভুজাকৃতি পাতলা ছোট কাঠ দিয়া সঠিকভাবে ছবি ফ্রেমে আঁটা হবে। ২'' ইঞ্চি পর পর পেরেক আঁটা উচিত। ইহাকে re-**streaching** বলা হয়।

সাধারণত প্রতিটি তৈলচিত্রই অংকনের পর নূতন ভাবে ফ্রেমে বাঁধান হয়। ক্যানভাস কাঠের ফ্রেমে মাউন্ট হয়, অংকনের পূর্বেই, তবে কাগজের চিত্র বা কাপড়ের উপর চিত্র ফ্রেমে মাউন্ট হয় না। চিত্র অংকনের পর নূতন প্রকার ফ্রেমের মধ্যে রারা হয় ফলে ছবির উৎকর্ষ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়।

এইরূপ ফ্রেম প্রধাণত নানা প্রকার নক্সাযুক্ত বা সাধারণ কাঠে প্রস্তুত হয়। ইহা বিভিন্ন প্রকার রং পালিশদ্বারা সুসজ্জিত করা হয়। যে কাঠের ফ্রেমে ক্যানভাস মাউন্ট করিয়া চিত্র অংকন করা

হয় তাহা দেখা যায় না। কাগজের ছবি এরূপ ফ্রেমে মাউন্ট না করিয়া বোর্ডে মাউন্ট করা হয়। এই ফ্রেম বাহির হইতে দেখা যায় না। কিন্তু এই ফ্রেম থাক বা না থাক ছবির উৎকর্ষ বৃদ্ধির জন্য চিত্র অনুসারে ফ্রেম করা হয়। এইরূপ ফ্রেমের নক্সার উপর ব্রোঞ্জ, রূপালী বা সোনালী রং করা হয়। এইরূপ ফ্রেমের সৌন্দর্য্য অধিক কিন্তু সর্বদা রক্ষণাবেক্ষন করিতে হয়।

এইরূপ ফ্রেম প্রায়ই ময়লা হয়, বিবর্ণ হয় বা নক্সাগুলি ভাঙ্গিয়া যায়। প্রথমত এইরূপ ফ্রেমগুলি মিহিদানা শিরীষ কাগজ দ্বারা পরিস্কার করা আবশ্যক। কাঠের উপর প্যারীস প্লাস্টারের নানা নক্সা থাকে। ইহা অনেক সময় ভাঙ্গিয়া যায় বা ময়লা হয়। প্রথমে গরম জলে বস্ত্রখন্ড ভিজাইয়া উহা পরিস্কার করিতে হয়। খুব ধীরে ধীরে এই কাজ করা উচিত। যদি নক্সা না ভাঙ্গে তবে ফ্রেম পরিস্কারের পর সোনা রূপা বা ব্রোঞ্জ রং করিলেই ফ্রেম নূতনের মত হইয়া যায়।

কিন্তু প্লাস্টারের নক্সাগুলি চটা বা ভাঙ্গা হইলে উহা মেরামত করা কঠিন। এইরূপ ভাঙ্গা অংশ মেরামতের জন্য শিল্প ও ভাস্কর্যের জ্ঞান থাকা দরকার। অন্যথায় ফ্রেমের দোকানে মেরামত করান ভিন্ন অন্য কোন পথ থাকে না। আবার দক্ষ শিল্পী বাতিল ও ভাঙ্গা ফ্রেমকে নূতনের মত রূপদান করিতে পারেন। ফ্রেমের যে সকল স্থানে প্লাস্টার চটে গেছে সেই স্থান প্রথমে পরিস্কার করা দরকার। তারপর দক্ষ শিল্পী ফ্রেমের ভাঙ্গা অংশের জন্য ফ্রেমের অন্য অংশের নক্সা থেকে মাটির ছাঁচ প্রস্তুত করবেন এবং ঐ ছাঁচ থেকে নূতন মাটির নক্সা প্রস্তুত করিয়া উহা ভালভাবে রৌদ্রে শুকাইয়া ফ্রেমের ভাঙ্গা অংশগুলির উপর আঠা দ্বারা আঁটিয়া দিবেন। ইহা সতর্কভাবে করা আবশ্যক যাহাতে ফ্রেমের পুরাতন অংশের সহিত নূতন নক্সা বেমানান না হয়। তৎপরে ফ্রেমের সমগ্র অংশের উপর সোনালী, রূপালী বা ব্রোঞ্জ রং লাগান উচিত।

৩/৪ বার পর ঐ রং দেওয়া হইলে ফ্রেম প্রায় নূতনের মত হইবে।

কাঠের ফ্রেমগুলিতে নক্সা ভাঙ্গিলে কাঠের দক্ষ মিস্ত্রীর সাহায্যে অনুরূপ সূক্ষ্ম নক্সা প্রস্তুত করাইয়া ভাঙ্গা অংশে আঠা দিয়া সাবধানে লাগাইয়া দেওয়া উচিত। তৎপরে রং করা হইলে ফ্রেম নূতনের মত দেখায়। ফ্রেমের কোন অংশ ভাঙ্গিলে যদি মিস্ত্রী দ্বারা সুন্দরভাবে মেরামত সম্ভব হয় তবেই উহা মেরামত করা উচিত অন্যথায় নূতন ফ্রেম করা উচিত। ধাতু নির্মিত ফ্রেমের ক্ষেত্রে একই নিয়ম প্রযোজ্য।

৪। শিল্পীর হাতে অঙ্কিত চিত্র ও আলোকচিত্র ঃ

শিল্পীর হাতে আঁকা ছবিতে সময় সাধনা ও খরচ বেশী হয়। সকলের পক্ষে সব সময়ে শিল্পীর হাতে আঁকা ছবি পাওয়া সহজলভ্য হয় না। তাই মানুষ বহু চেষ্টায় যন্ত্র (**camera**) নির্মান করিয়া অল্প সময়ে অল্প সাধনায় এবং অল্প খরচে ছবি পাওয়ার চেষ্টা করে। এই চেষ্টার পথেই বিজ্ঞান সাধনায় প্রথমে সাদা কাল ও পরে রঙ্গীন আলোকচিত্র পাওয়া সম্ভব হইয়াছে।

শিল্পী তার কল্পনাশক্তির সাহায্যে বহু দূরবর্ত্তী বা নিকট-বর্ত্তী দৃশ্যকে চিত্রে সার্থকভাবে রূপদান করিতে পারেন, এক্ষেত্রে কল্পনা প্রবনতা বা শিল্পীর মনোমত সৌন্দর্য সৃষ্টি করা সম্ভব। কিন্তু আলোকচিত্রে তাহা সম্ভব নহে। যাহা আছে তাহাকেই সুন্দরভাবে রূপদান করিতে হয় আলোক চিত্র শিল্পীকে। চলচ্চিত্র পদ্ধতিতে নিকট দূরের ব্যবধান হ্রাস, কল্পনাশ্রিত কিছু শিল্প সৃষ্টির সুযোগ আছে।

বহুজনের সমাবেশকে দ্রুত এক পলকে চিত্রায়িত করা চিত্র-শিল্পীর পক্ষে সম্ভব নহে। কিন্তু এই এক পলকে বহুজনের সমাবেশ বা কোন গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাকে আলোক চিত্রের সাহায্যে ধরিয়া রাখা সম্ভব। এখানে বিষয়বস্তু সঠিকভাবে সংগ্রহ করাই

প্রধান উদ্দেশ্য শিল্প সৃষ্টি বিষয়টি গৌণ। একক বা group photograph কোন বিষয়ের প্রামাণ্য দলিল সত্যের প্রতীক কিন্তু হাতে অঙ্কিত চিত্রের তথ্যমূল্য এতখানি নহে। যুদ্ধক্ষেত্র, জল-প্লাবন, দুর্ভিক্ষ, উৎসব, হাটবাজার দুর্ঘটনা—ক্যামেরায় অতি অল্প সময়ে রূপদান করা সম্ভব। গৃহে সুখের পরিবেশ বা শ্মশানে শোক পরিবেশ আলোকচিত্র দ্রুত ধরিয়া রাখিতে পারে। এত দ্রুত কাজ করা কোন শিল্পীর পক্ষে সম্ভব নহে।

সুদক্ষ শিল্পী ও ভাস্কর এবং সুদক্ষ আলোকচিত্র শিল্পীর ধ্যান, ধারণা, চিন্তা সাধনা একই স্তরে অবস্থান করে। তবে চিত্র শিল্পীদের এক বিরাট সুযোগ আছে, বর্ণ তত্ত্ব তাহাদের সূক্ষ্মতা ও অসীমতার পথে অধিক চালিত করে। এইরূপ সুযোগ আলোকচিত্র সাধনায় অপেক্ষাকৃত কম। শিল্পীর ন্যায় আলোকচিত্র শিল্পীকে সাধনার মধ্যে তন্ময়রূপে অবগাহন করিতে হইবে নতুবা দর্শককে আকৃষ্ট করা সম্ভব হইবে না। অর্থমূল্যে উর্দ্ধে সাধনাকে স্থাপিত না করিলে শিল্প সার্থক হয় না।

অঙ্কন বিদ্যা

সস্ পেন্টিং

সস্ পেন্টিং প্রধাণত দুই রকম রং-এর হয় যথা—সাদা, কালো এবং রঙ্গীন। এই বিদ্যা সাধারণ কোন চিত্র বিদ্যা শিক্ষণ বিদ্যালয়ে শেখান হয় না। সস্ পেন্টিং এর সর্ব প্রকার রং কাঁচের টিউবে থাকে। ইহা মিহি গুঁড়ো রং। এই পেন্টিং-এ তুলির বদলে স্টাম্প ব্যবহার হয়। ষ্টাম্প হল কাগজের পাকান কাটা পেন্সিল আকৃতি ২/৩'' ইঞ্চি লম্বা। ইহাতে সস্ পাওডার মাখিয়ে কাগজের উপর ঘষে ছবি আঁকা হয়। অনেক ক্ষেত্রে ষ্টাম্প দিয়ে আঁকার পর রবার ঘষে অপূর্ব ছবিত্ব সৃষ্টি করা যায়। এত কম খরচে এত সুন্দর সুদৃশ ছবি আর করা যায় না।

ষ্টাম্প দিয়ে লাইন ও জল রং এর ন্যায় ওয়াশ সৃষ্টি করা যায় যাহা জল রংএর চিত্রের ন্যায় দেখায়। প্রায় ১ শত বছর আগে থেকে এই পদ্ধতিতে ছবি আঁকার প্রচলন হয়।

সস্ পেন্টিং ফটোগ্রাফিতে একটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য পদ্ধতি। পাশপোর্ট সাইজ ফটো থেকে যে কোন সাইজে এনলার্জ করার পর সস্ পেন্টিং-এ সাহায্যে তাহাকে সাদা কাল বা রং-এ অনেক সুস্পষ্ট ও সুন্দর করা যায়। ফটোগ্রাফিতে দুরকম কাগজে প্রধাণতঃ ছবি প্রিন্ট হয় (১) চকচকে তেলা কাগজ ও (২) রাফ কাগজে। ফটোর উপর সস্ পেন্টিং করতে গেলে প্রথমে তার কাগজটাকে একটু পাথর গুঁড়ো **(stone powder)** দিয়ে কাগজকে একটু ঘসে নেওয়া উচিত। এই **stone powder**-এ ঘষা কাগজে সস্ রং ভাল ধরে। চিত্র অঙ্কনের পর রাসায়নিক **fixative** দিয়ে দেওয়া উচিত। ইহার পরিবর্তে কাঁচা গরুর দুধ দিয়ে আস্তে আস্তে ফু দিয়ে—বিশেষ যন্ত্রের দ্বারা **fixative** করা উচিত। যাহাতে ছবির রং না উঠে। ফলে সুন্দর রঙ্গীন ছবি বা রঙ্গীন ফটো অঙ্কন করা সহজ হয়। প্রাকিতিক দৃশ্যে এইরূপ পদ্ধতিতে ছবি ভাল হয়।

—o—

ভাস্কর্য্য বিদ্যার প্রাথমিক পরিচয়

প্রথম বর্ষ

মাটির মূর্ত্তি প্রস্তুত—পাতা, সব্জি, ফুল, ফল

ভাস্কর্য্য বিদ্যার প্রথম স্তরে বিভিন্ন প্রকার পাতা, ফুল, সব্জি ও ফল প্রস্তুত শিক্ষা করা আবশ্যক। এজন্য আপেল, কলা, পেঁপে, আতা, কমলা লেবু, খরমুজ প্রভৃতি ফল এবং পটল, বেগুন, করলা, গাজর, মূলা প্রভৃতি সব্জি প্রস্তুত করার পদ্ধতি আয়ত্ব করা দরকার। বিভিন্ন প্রকার পাতা ও ফুল প্রস্তুতের কাজও সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষা করা উচিত। ইহার জন্য প্রয়োজন খাঁটি এঁটেল মাটি যাহাতে কাদার ভাগ অধিক। এইগুলি প্রস্তুতের জন্য কঠোর পর্য্যবেক্ষন ও নির্ভুল নীরিক্ষন ক্ষমতা প্রয়োজন। মাটিকে গুঁড়া করিয়া জল দিয়া মিহি করিয়া মাখা দরকার। তৎপরে নির্দিষ্ট ফল বা আনাজ সামনে রাখিয়া দেখিয়া দেখিয়া সঠিক বস্তুটি মাটির পিন্ড হইতে প্রস্তুত করা প্রয়োজন। এক্ষেত্রে সুতার সাহায্যে সঠিক মাপ গ্রহণ দরকার। ছুরি, নরুন, কাঠ ও তারে প্রস্তুত যন্ত্র ব্যবহার করিতে হয়। দীর্ঘ পর্য্যবেক্ষন ও অভ্যাস ভিন্ন সঠিক বস্তু প্রস্তুত করা সম্ভব নহে। হাতের কঠোর বা মৃদু চাপ এর উপর সঠিক বস্তু প্রস্তুত নির্ভর করে। সঠিক দেখাই সঠিক বস্তু প্রস্তুতে সাহায্য করে। এক্ষেত্রে সুতা বা স্কেল ও ডিভাইডার সঠিক মাপ গ্রহণে সাহায্য করে। নির্দিষ্ট আনাজ বা পাতা ও ফুল প্রস্তুত হইলে ঐ মাটির দ্রব্যকে রৌদ্রে ভালভাবে শুকাইয়া লইয়া সঠিক ভাবে তেল রং দিয়া রং করা হইলে সুন্দর রঙ্গীন ফল ফুল বা আনাজ প্রস্তুত হয়। ইহা নিজ-গৃহে সাজাইয়া রাখা যায় অথবা বিক্রয় করিয়া অর্থ উপার্জন করা যায়। রং দেওয়ার ক্ষেত্রে সঠিক রং এবং আলোছায়া যেন ঠিকমত দেওয়া হয়। মাটির কাজ করার সময় মাটিকে সর্বদা ভিজাইয়া না রাখা হইলে কাজের অসুবিধা হয়।

দ্বিতীয় বর্ষ

মাটির মূর্তি প্রস্তুত—আসবাব পত্র বাসন প্রভৃতি

দ্বিতীয় বর্ষে মাটি দ্বারা বিভিন্ন প্রকার আসবাব পত্র যথা—টেবিল, চেয়ার এবং থালা, বাটী, গ্লাস প্রভৃতি বাসন-পত্র প্রস্তুত করার পদ্ধতি আয়ত্ব করা উচিত। এক্ষেত্রে কুমোরের চাক-এর সহিত পরিচিত হওয়া ভাল। হাতের কঠোর ও মৃদু চাপ সম্বন্ধে প্রত্যক্ষ ধারণা দরকার। মাটির কাজের ক্ষেত্রে পূর্ববর্ত্তী বৎসরের ন্যায় নিয়ম একই। এঁটেল মাটিকে পরিস্কার করিয়া গুঁড়া করা হইবে এবং জল দিয়া মাখা হইবে। কাজ চলার সময় মাটির পিন্ডকে ভিজাইয়া রাখিতে হইবে। সুতা, স্কেল, ডিভাইডার এবং ওলঙ্গ যন্ত্রের সাহায্যে সঠিক মাপ গ্রহণ আবশ্যক। ছুরি, নরুন, চিজেল, স্ক্রাচার প্রভৃতি যন্ত্র ব্যবহার সঠিকভাবে করা উচিত। এই স্তরে শিক্ষকের সাহায্য গ্রহণ আবশ্যক। এই সকল বস্তু প্রস্তুতের জন্য কঠোর মনোযোগ ও নির্ভুল পর্য্যবেক্ষন দরকার।

কলসি, সরা, গ্লাস প্রভৃতি যেসকল দ্রব্য আগুনে পোড়ান হয় অথবা বিভিন্ন মূর্ত্তিও যাহা আগুনে পোড়ান হয় তাহার ক্ষেত্রে এঁটেল মাটির সহিত বেলে মাটি ব্যবহার করা হয়। যাহাতে পোড়াইতে সুবিধা হয়।

যেসব মাটির মূর্তি প্রস্তুত করিয়া পোড়ান হয় তাহাকে টেরাকোটা শিল্প বলা হয়। এই শিল্পে বাংলার সুনাম ছিল। বাঁকুড়ার বিষ্ণুপুর অঞ্চলে এই ধরনের পোড়ামাটি শিল্প বা টেরা-কোটার কাজ দেখা যায়। এগুলি পোড়ানোর ক্ষেত্রে বিশেষ পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়। মাটির পোড়ানো মূর্তিগুলি চুন সুরকি দিয়া মন্দিরে বসান হয়।

তৃতীয় বর্ষ

মাটীর মূর্তি প্রস্তুত—বিভিন্ন জীবজন্তু ঃ

ভাস্কর্য বিদ্যায় তৃতীয় বর্ষে শিক্ষার্থীকে ধাপে ধাপে কুকুর, বিড়াল, গরু প্রভৃতি জন্তু, হাঁস, মুরগী, টিয়া, কাকাতুয়া প্রভৃতি পাখী ; বিভিন্ন প্রকার মাছ প্রভৃতি মাটী দিয়া প্রস্তুত পদ্ধতি শিক্ষা করা দরকার। এই জীবজন্তুগুলি সর্বদা প্রমান মাপে করা সম্ভব নহে কিন্তু প্রয়োজন মত ক্ষুদ্র আকারে প্রস্তুত করা যাইতে পারে। এক্ষেত্রে এঁটেল মাটীকে ঠিকমত ভিজাইয়া সঠিক মাপ লইয়া জীবজন্তু দেখিয়া বা উহার চিত্র দেখিয়া মূর্তি প্রস্তুত করা উচিত। এক্ষেত্রে দেখা উচিত যাহাতে জীবজন্তুর অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ মাপ যেন আনুপাতিক হারে সমান হয় কোন বেমানান না হয়। এক্ষেত্রেও শিক্ষার্থী সর্বদাই শিক্ষকের তত্ত্বাবধানে কার্য্য শিক্ষা করিবেন। শিক্ষার্থীর কঠোর অভ্যাস ও নিখুঁত পর্যবেক্ষণের উপর কাজের সাফল্য নির্ভর করে। কাদা প্রধান এঁটেল মাটীকে গুঁড়া করিয়া জলে ভিজাইয়া রাখিয়া কাজ করিতে হয় মাটী শুকাইয়া গেলে ঐ মাটীতে আর কাজ হয় না। এজন্য কাজ চলার সময় মূর্তির উপর ভিজে কাপড় দিয়া মাটীর খণ্ডকে সিক্ত রাখা উচিত। সঠিক মাপের জন্য সুতা ডিভাইডার ওলঙ্গ ব্যবহার করা উচিত। ছুরি, নরুন, চিজেল ও স্ক্রাচার যন্ত্রের প্রয়োগে পূর্বাপেক্ষা অধিক দক্ষতা প্রয়োজন।

এইরূপ মূর্তির প্রস্তুতের পর মূর্তিটি রৌদ্রে শুকাইয়া লইয়া আলোচ্ছায়া সহ সঠিক ভাবে রং করা হইলে সুন্দর পশু পক্ষী বা জীবজন্তুর মূর্তি প্রস্তুত হইবে।

কাষ্ঠ মূর্তি প্রস্তুত ঃ

এই সময় হইতেই ভাস্কর্য বিদ্যার শিক্ষার্থী কাষ্ঠ মূর্তি প্রস্তুতের কাজ শিক্ষা করিতে পারে। এইরূপ মূর্তি প্রস্তুতের

জন্য প্রধাণত নিম কাঠ ব্যবহৃত হয়। সাধারণত তিক্ততার জন্য নিম কাঠে পোকামাকড় বসে না ফলে এই কাঠের কাজ স্থায়ী হয়। ইহা ভিন্ন গাম্বার বা অন্য কোন নরম কাঠেও মূর্তি প্রস্তুত করা যায়। কাঠকে দীর্ঘ দিন জলে ভিজাইয়া রাখিয়া এবং পরে বহু দিন রৌদ্রে শুকাইয়া **seasoned** করা হয় তবে সেই কাঠে মূর্তি প্রস্তুত হয়। প্রথমে কাঠের মিস্ত্রির সাহায্যে মূর্তির কাঠামো অনুসারে কাষ্ঠখণ্ড কাটিয়া প্রস্তুত করা হয়; প্রয়োজনীয় অংশ রাখিয়া বাকী অনাবশ্যক অংশ বাদ দেওয়া হয়। দেবতার মূর্তি প্রস্তুত করিতে হইলে শাস্ত্রীয় ধ্যানমূর্তি অবলম্বনে এইরূপ মূর্তি প্রস্তুত করা উচিত। আবার কাঠে মানুষের মূর্তি কারুকার্য্য পশু পক্ষী প্রভৃতি মূর্তি প্রস্তুত করা যায়। এজন্য মূর্তি প্রস্তুতের পূর্বে মূর্তির একটি নিখুঁত চিত্র অঙ্কন আবশ্যক। স্কেল, ডিভাইডার, ওলঙ্গ যন্ত্রের দ্বারা সঠিক মাপ গ্রহণ আবশ্যক।

এই কার্য্যে যন্ত্রের ক্ষেত্রে বিভিন্ন মাপের বাঁটালি, গোল বাঁটালি, হাতুড়ি, করাত, তুরপীন, উকো প্রভৃতি ব্যবহৃত হয়। ভাস্করকে অতি সাবধানে কাজ করিতে হয়। কারণ মাটীর মূর্তি প্রয়োজনমত বদল করা যায়, কিন্তু কাষ্ঠখণ্ড অসাবধানতা বা ভুল-বশত বিকৃত হইলে ভাস্কর আহত হতে পারেন অথবা ঐ কাষ্টখণ্ড মূর্তি প্রস্তুতের ক্ষেত্রে অযোগ্য হইতে পারে। মূর্তি প্রস্তুত হইলে শিরিষ কাগজ দ্বারা ঘসিয়া মূর্তিটিকে সঠিক রূপ দেওয়া হয়। পরে প্রয়োজনমত সঠিক তেল রং লাগাইয়া মূর্তির কাজ সম্পূর্ণ করা হয়।

(যন্ত্রের চিত্র দেওয়া হইল)

চতুর্থ বর্ষ

মাটির মূর্তি প্রস্তুত ঃ

(বিভিন্ন ঠাকুর দেবতার মূর্তি প্রস্তুত পদ্ধতি)

ঠাকুর দেবতার মূর্তি প্রস্তুত করিয়া বিভিন্ন পূজা-পার্ব্বনে ভাল অর্থ আয় করা যায়। ইহা একশ্রেণীর মানুষের জীবিকা। প্রথমে কাঠের পাটার উপর বাঁশের বাকারি বা কাষ্ঠখন্ড দ্বারা অঙ্গ তাহার সহিত দুই হাত ও দুই পায়ের জন্য কাঠ বাঁধা হয়। অনেক ক্ষেত্রে পেরেক দিয়াও আঁটা হয়। ইহার পরে তাহার উপর খড় জড়াইয়া তাহার উপর দড়ি দিয়া বাঁধা হয়। তৎপরে তুঁষ, গোবর, মাটি মিশাইয়া খড়ের কাঠামোর উপর লাগান হয়। এইরূপ মূর্তি প্রস্তুতের জন্য শাস্ত্রীয় ধ্যান অনুসারে দেবতার মুখ ও অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের বিন্যাস হবে। মূর্তি প্রস্তুতের ক্ষেত্রে এঁটেল মাটির সহিত গঙ্গামাটি মিশাইয়া মুখ বাদে অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ প্রস্তুত করা হয়।

মুখের জন্য মাটির ছাঁচ পৃথকভাবে করা হয়। দক্ষ শিল্পীর দ্বারা-শাস্ত্রীয় ধ্যান মূর্তি অনুসরণে। এইরূপ ছাঁচে প্রস্তুত দেব-মূর্তির মুখমন্ডল পরে মূর্তির কাঠামো দেহের উপর মাটি দিয়া বসান হয় এবং মুখমন্ডল এঁটেল মাটি দ্বারা প্রস্তুত করা হয়। হাত-পায়ের পাতা ও আঙ্গুল এঁটেল মাটিতেই প্রস্তুত হয়। ইহার পর আঠা দিয়া প্রয়োজনমত চুল-দাড়ি লাগান হয় -পাটের সুতা দ্বারা। এইরূপ মূর্তি প্রস্তুতের জন্য দক্ষ শিল্পীর তত্ত্বাবধানে কাজ শিক্ষা করা উচিত। মাটির মূর্তির জন্য প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি একই প্রকার। মূর্তির আনুপাতিক মাপ সঠিক রাখা উচিত।

এইরূপ মূর্তি প্রস্তুতের পর প্রথমে মূর্তিতে সাদা রং করা হয়। তৎপরে বিভিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে প্রয়োজনমত রং শাস্ত্রীয় ধ্যান-মূর্তি অনুসরণে করিতে হয়। ইহার পরে বস্ত্র ও অলঙ্কার-এর রং লাগান হয় অথবা বস্ত্র ও অলঙ্কার লাগান হয়। সর্বশেষে গর্জন তেল লাগাইয়া মূর্তিকে চকচকে করা হয়।

মানুষের মূর্তি প্রস্তুত পদ্ধতি ঃ

মানুষের মূর্তি প্রস্তুত করার জন্য প্রথমে বিভিন্ন প্রকার মূর্তির নকল করা দরকার। মূর্তি দেখে মূর্তি প্রস্তুত সহজ। এভাবে মানুষের চোখ, নাক, মুখ, মাথা, দুই পাশ, কান, গলা প্রভৃতি রেখা পর্যবেক্ষন করার ক্ষমতা দ্রুত হয়। এক্ষেত্রে নরম কাদাযুক্ত এঁটেল মাটি দরকার। এইভাবে ছবি দেখে মানুষের আবক্ষ মূর্তি প্রস্তুতের জ্ঞান হইলে পরে মানুষ বসিয়ে মাটি দিয়া আবক্ষ মূর্তি প্রস্তুত শিক্ষা করা উচিত। মানুষ বসিয়ে মূর্তি প্রস্তুতের জন্য প্রথম দরকার চিত্রবিদ্যার জ্ঞান। যে ব্যক্তিকে বসিয়ে মূর্তি প্রস্তুত করা হবে তাঁর সামনের দিক, দুই পার্শ্ব ও পিছন দিকের মাপমত মোটামুটি নিখুঁত রেখাচিত্র অঙ্কন আবশ্যক। তৎপরে এঁটেল মাটির কাদার তালকে একটি কাঠের পাটায় রাখিয়া সুতা, ডিভাইডার, ওলঙ্গ এর সাহায্যে সঠিক মাপ গ্রহণ করিতে হইবে এবং মূর্তির দৈর্ঘ্য-প্রস্থ-উচ্চতা স্থির করিতে হইবে। এবার ছুরি চিজেল দ্বারা প্রয়োজনীয় মাটি রাখিয়া অনাবশ্যক অপ্রয়োজনীয় মাটি কাটিয়া বাদ দিতে হইবে। এইভাবে প্রথমে **composition** এর কাজ শেষ করা উচিত। এই সময় মূর্তির মাটির তালকে সর্বদা ভিজে কাপড় দ্বারা সিক্ত রাখা উচিত অন্যথায় মাটি শুষ্ক হইলে কাজ করা যাইবে না। এক্ষেত্রে শিক্ষার্থীকে কঠোর পর্যবেক্ষন ও অধ্যাবসায়ের সাহায্যে কার্য্য করিতে হয়, উপযুক্ত শিক্ষকের নির্দেশ সর্বদা প্রয়োজন।

মাটি কাটা ও টানার জন্য তারের যন্ত্র, চিজেল, ছুরি, নরুন প্রভৃতি যন্ত্রের সঠিক ও প্রয়োজনমত ব্যবহার আয়ত্ব করা উচিত। হাতের চাপ মৃদু ও কঠোরভাবে প্রয়োগ-কৌশল আয়ত্ব করা দরকার। মানুষের মূর্তির ক্ষেত্রে **hard effect** এর স্থলে **soft effect** দেখান উচিত ইহাতে মানুষের চর্ম ও পেশীয় গতিতে সঠিক দেখান যায় —মূর্তি স্বাভাবিক হয়। **Life like effect soft effect**

এর দেখান সহজ। **hard effect** এ মূর্তির মধ্যে **life like** ভাব থাকে না।

দক্ষ শিল্পী ভিন্ন **saft effect** করা কঠিন। পূর্ণাবয়ব মূর্তি নির্মাণের জন্য প্রথমে কাঠের পাটার উপর লোহার রড আটকাইয়া মূর্তির অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ-এর অবস্থান স্থির করা হয়। পরে তাহার উপর একই পদ্ধতিতে নরম এঁটেল মাটি দিয়া মূর্তিটি প্রস্তুত করা হয়।

মাটির মূর্তির গুরুত্ব অনেক প্লাস্টার ঢালাই অথবা পাথরের মূর্তি প্রস্তুতের জন্য প্রথমে মাটির মূর্তি সঠিকভাবে প্রস্তুত করিতে হয়। পরে পুড়াইয়া টেরাকোটা করা যায়। আবার বিভিন্নভাবে ছাঁচ প্রস্তুত করিয়া ব্রোঞ্জ, অষ্টধাতু ঢালাই করিয়া মূর্তি প্রস্তুত করা হয়।

—O—

প্লাষ্টার ঢালাই পদ্ধতি ঃ

প্লাষ্টারের মূর্তি প্রস্তুতের জন্য প্রথমে উৎকৃষ্ট মানের মাটীর মূর্তি প্রস্তুত করা দরকার। এইরূপ মাটীর মূর্তির উপর প্লাষ্টার-অব-প্যারীসের সাদা গুঁড়াকে জলে গাঢ়ভাবে মাখাইয়া লাগান হয়। ইহার পূর্বে মাটীর মূর্তিতে সরিষার তৈল লাগান হয়। যাহাতে প্লাষ্টার মাটীর সহিত বসিয়া না যায়। এইভাবে মাটীর মূর্তি হইতে প্লাষ্টারের ছাঁচ প্রস্তুত করা হয়। এই ছাঁচ দুই প্রকার ঘন ছাঁচ ও অংশ ছাঁচ।

ঘন ছাঁচের প্রস্থ হয় ২/৩ ইঞ্চি। এই পদ্ধতিতে প্লাষ্টার দিয়া সমস্ত মূর্তি ঢাকিয়া দেওয়া হয় ২/৩ ইঞ্চি মোটা করিয়া। এই প্লাষ্টার শুকাইলে উপরের প্লাষ্টার আবৃত অংশসহ মাটীর মূর্তিটিকে উল্টাইয়া দেওয়া হয় এবং ছুরি দিয়া দুদিন পর প্লাষ্টার ঢাকা অংশের মধ্য হইতে মাটী কাটিয়া ফেলিয়া দেওয়া হয়। ফলে মূল মাটীর মূর্তিটি নষ্ট হইয়া যায়। ইহার পরে উপরের প্লাষ্টার অংশের ভিতর দিকে তৈলাক্ত পদার্থ লাগান হয় এবং তৎপরে উহার মধ্যে প্লাষ্টার গুলিয়া ঢালাই করা। ইহাকে শক্ত করার জন্য পাঠ মিশাইয়া দেওয়া হয়, ইহা সাধারণত ৩/৪ ইঞ্চি মোটা করিয়া ঢালাই করা হয়। দুই তিন দিন পর ভিতরের প্লষ্টার শুকাইলে খুব সাবধানে ছেনী ও হাতুড়ী দিয়া উপরের ছাঁচ ভাঙ্গিয়া দেওয়া হয় এবং তখন নূতন প্লাষ্টারের মূর্তি বাহির হইয়া আসে। পরে ছুরি ও শিরিষ কাগজ দ্বারা ঘসিয়া মূর্তির কাজ শেষ করা হয়। বাহিরে প্লাষ্টারের আবরণ বা ছাঁচের মধ্যে তৈলাক্ত পদার্থ থাকায় মূর্তির প্লাষ্টারের সহিত ছাঁচের প্লাষ্টার যুক্ত হইয়া যায় না। বুদবুদ উঠিয়া যদি ঢালাই কালে মূর্তির কোন অংশে প্লাষ্টার না জমে ফাঁপা হয় তবে পরে প্লাষ্টার গুলিয়া মূর্তিতে সঠিকভাবে ভরাট করিয়া মূর্তির কাজ শেষ করা হয়।

টুকরো ছাঁচ প্রস্তুতের সময় মাটীর মূর্তির উপর তৈলাক্ত পদার্থ মাখান হয়। তৎপরে প্লাষ্টার দিয়া চোখ, নাক, কান, গলা, মাথা, বুক, পীঠ প্রভৃতি দেহের বিভিন্ন অংশের উপর পৃথক পৃথক ভাবে ছাঁচ প্রস্তুত করা হয়। দুই তিন দিন পর উপরের টুকরো ছাঁচ শুকাইলে উহাদের মাটীর মূর্তি হইতে খুলিয়া ফেলা হয়। ইহাতে মূল মাটীর মূর্তি বিকৃত হয় কিন্তু নষ্ট হয় না। পরে টুকরা টুকরা ছাঁচগুলিকে একত্রে সাজান হয় এবং উহাদের শক্ত দড়ি দিয়া বাহির হইতে বাঁধা হয়। টুকরা ছাঁচগুলিতে তৈলাক্ত পদার্থ লাগান হয়। তৎপরে এই ছাঁচ সমষ্টির মধ্যে মোটা করিয়া প্লাষ্টার জলে গুলিয়া ও পাট মিশাইয়া ২/৩ ইঞ্চি পুরু করিয়া লাগাইয়া দেওয়া হয়। দুই/তিন দিন পর ভিতরের প্লাষ্টার শুকাইলে উপরের টুকরা ছাঁচগুলি খুলিয়া ফেলা হয়। তখন মূর্তিটি বাহির হইয়া আসে। ইহাতে ছুরি ও শিরিষ কাগজ দ্বারা সূক্ষ্ম ভাবে ঘসিয়া মূর্তির কাজ শেষ করা হয়। ঘন ছাঁচ একবারের অধিক ব্যবহার করা যায় না। কিন্তু টুকরো টুকরো ছাঁচের সাহায্যে দুইবার প্লাষ্টার ঢালাই করিয়া দুইটি মূর্তি প্রস্তুত করা যায়। ইহার পর ঐ টুকরা ছাঁচ নষ্ট হইয়া যায়। এই টুকরো টুকরো ছাঁচ মাটীর মূর্তির উপর সাবধানে প্লাষ্টার লাগাইয়া প্রস্তুত করিতে হয়। আবার এই টুকরো টুকরো ছাঁচ প্রস্তুত করিয়া ঠিকমত সাজাইয়া ব্যবহার করাও সহজ নহে। এজন্য টুকরো টুকরো ছাঁচ প্রস্তুতের জন্য অধিক দক্ষতা প্রয়োজন এবং ছাঁচের খন্ডগুলি সঠিক ভাবে সাজানর ব্যবস্থা করা দরকার। এই ভাবে প্লাষ্টারের মূর্তি প্রস্তুতের পর এই মূর্তিতে ব্রোঞ্জ, গোল্ড বা অন্য যেকোন প্রকার রং করা যায়। তবে এ ক্ষেত্রে তেল রং-ই ব্যবহৃত হয়। ইহাকে **Antique** মূর্তি বলা হয়।

পাথরের মূর্তি প্রস্তুত পদ্ধতি ঃ

পাথরের সাহায্যে মানুষ, জীবজন্তু বা দেবদেবী মূর্তি প্রস্তুত হয়। সাদা শ্বেত পাথর বা কাল কষ্ঠি পাথর মূর্তি প্রস্তুতের কাজে

প্রধানত ব্যবহৃত হয়। অন্যান্য রং-এর পাথরও মূর্তি প্রস্তুতের ক্ষেত্রে কিছু কিছু ব্যবহৃত হয়। দেবতার মূর্তির ক্ষেত্রে শাস্ত্রীয় ধ্যান অনুসারে মূর্তি প্রস্তুত করা হয়। মানুষ বা জীবজন্তুর মূর্তি প্রস্তুতের ক্ষেত্রে শরীর তত্ত্ব অনুসারে মূর্তি প্রস্তুত করা হয়। প্রথমে মাটীর মূর্তি প্রস্তুত করিতে হইবে। পাথরের মূর্তি যে মাপের হইবে সেই মাপে পরে ঐ মাটীর মূর্তি প্লাষ্টার-অব-প্যারীসে ঢালাই করা হইবে। এই প্লাষ্টারের মূর্তির উপর কম্পাস যন্ত্র বসান হয় এই যন্ত্রের মাপমত পাথরের মূর্তি প্রস্তুত হয়। এই যন্ত্রের সাহায্যে নাসিকা, চক্ষু, কপাল, ওষ্ঠ প্রভৃতি সকল স্থানের সব অংশের মাপ লওয়া যায়।

কম্পাস চিত্র ঃ

পাথরের খণ্ডের উপর সাবধানে হাতুড়ি ও ছেনির সাহায্যে পাথর কাটিয়া মূর্তি প্রস্তুত করিতে হয়। পরে উকো ঘসিয়া মূর্তির সূক্ষ্ম কাজ করা হয়। অনেক সময় পাথর খন্ডের মধ্যে ফাঁপা অংশ দেখা যায়। এরূপ ক্ষেত্রে ঐ প্রস্তরখণ্ড মূর্তি প্রস্তুতের কাজে লাগে না, উহা বাতিল হইয়া যায়। ভাস্কর প্রথমে পাথর কাটা মিস্ত্রির সাহায্যে মূর্তির জন্য প্রয়োজনীয় অংশ রাখিয়া বাকী অপ্রয়োজনীয় অংশ বাদ দিবেন। ইহার পর প্লাষ্টারের মূর্তি হইতে কম্পাসের সাহায্যে মাপ লইয়া বিভিন্ন প্রকার ছেনী হাতুড়ীর সাহায্যে ভাস্কর মূর্তি প্রস্তুত করিবেন। এক্ষেত্রে ভাস্করের বিশেষ সাবধানতা অবলম্বন আবশ্যক। অন্যথায় ভুল ও অসাবধানতায় ভাস্কর আহত হইতে পারেন বা প্রস্তরখণ্ড ভুল ভাবে কাটা হইলে ঐ প্রস্তরখণ্ড বাতিল হইয়া যায়। ফলে মূর্তি প্রস্তুতের জন্য নূতন প্রস্তরখণ্ড প্রয়োজন হয়। ইহাতে খরচ বাড়ে। বস্তুত ভাস্করকে অখণ্ড প্রস্তরখণ্ডের মধ্যেই প্রস্তাবিত মূর্তিকে মাসননেত্রে দেখার ক্ষমতা থাকিতে হইবে। অন্যথায় সফল ভাস্কর হওয়া সম্ভব নহে। দীর্ঘ অভ্যাস, অধ্যবসায়, সূক্ষ্ম পর্যবেক্ষণ শক্তি ভিন্ন

সফল ভাস্কর হওয়া সম্ভব নহে। তবে প্রস্তর কাটার শিক্ষা গ্রহণের জন্য ভাস্করকে বলবান হাওয়া দরকার—কারণ পাথর কাটা কঠোর পরিশ্রমের কাজ। এই কাজ শিক্ষার জন্য সর্বদা দক্ষ শিক্ষকের সাহায্য প্রয়োজন।

পাথরের থালা, বাটী, গ্লাস, প্রভৃতি বাসন পত্র অনেকে প্রস্তুত করেন। ইহা বাজারে বিক্রয় হয়। কাল পাথরেই প্রধানত এই সব বাসন পত্র প্রস্তুত হয়। কিছু কিছু বাসন সাদা পাথর বা অন্য পাথরে প্রস্তুত দেখা যায়।

পাথর ও প্লাষ্টারের মূর্তি প্রস্তুতের জন্য প্রথমে নিখুঁত মাটীর মূর্তি প্রস্তুত করা উচিত। ইহা ভিন্ন ব্রোঞ্জ (তামা, লোহা সীসা) বা অষ্টধাতুর (সোনা, রূপা, তামা, লোহা, সীসা দস্তা, পিতল, পারদ, প্রভৃতি) মূর্তি প্রস্তুতের জন্য প্রথমে মাটীর মূর্তি প্রস্তুত করা প্রয়োজন। ইহা হইতেই বিশেষ ধরনের সূক্ষ্ম ছাঁচ প্রস্তুত করিয়া তাহাতে ব্রোঞ্জ বা অষ্টধাতু ঢালাই করিয়া মূর্তি প্রস্তুত হয়।

নরম মোম বা প্লাসটিসিন দ্বারা মাটীর মূর্তি নির্ম্মানের কৌশলে নানারূপ মূর্তি প্রস্তুত করা যায়। তবে আমাদের গরম দেশে এরূপ মূর্তি বিশেষ স্থায়ী নহে।

—০—

বিশেষ দ্রষ্টব্য ঃ

ব্রোঞ্জ অষ্টধাতু বা কোন ধাতুর মূর্তি প্রস্তুত করার জন্য পোড়ামাটীতে প্রস্তুত বিশেষ ধরণের ছাঁচ নির্ম্মান করিতে হয় প্রথমে। পরে নির্দিষ্ট পদ্ধতিতে ঢালাই করা হয়। ইহা অত্যন্ত কঠিন ও জটীল পদ্ধতি, যাহা দক্ষ শিক্ষকের তত্ত্বাবধানে বিশেষ যত্ন সহকারে শিক্ষা করিতে হয়।

Pencil sketch

Palmline

POSTER colour

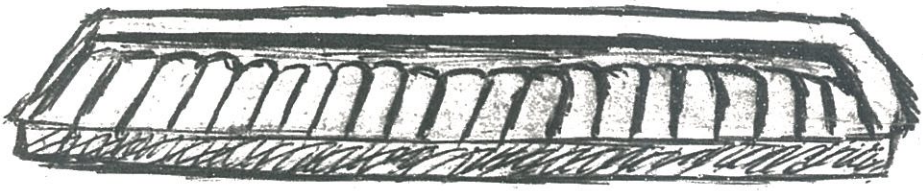

PASTELS (BOX)
COLOUR

WATER COLOUR

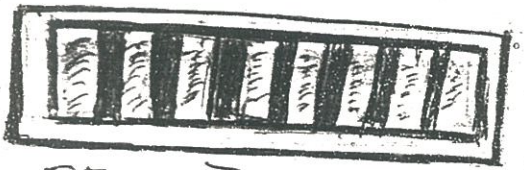

প্যালেট

রং (কেক)

প্যালেট

তুলি

রং-এর টিউব

মম্ সেপটি

রাং-চেহ্ শিশিনু
(নুঁ তা বা)

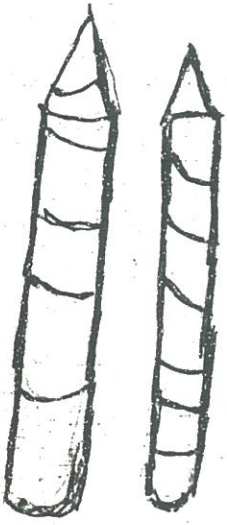

ইলি বা স্টাম্প
(কাগজে [illegible])

Commercial Art

DEVIDER

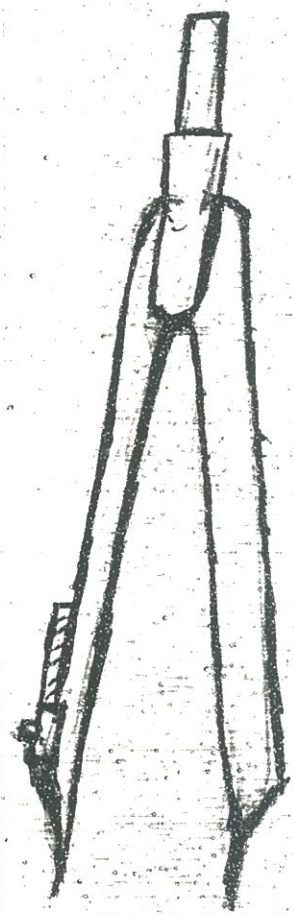

COMPUS

Commercial Art

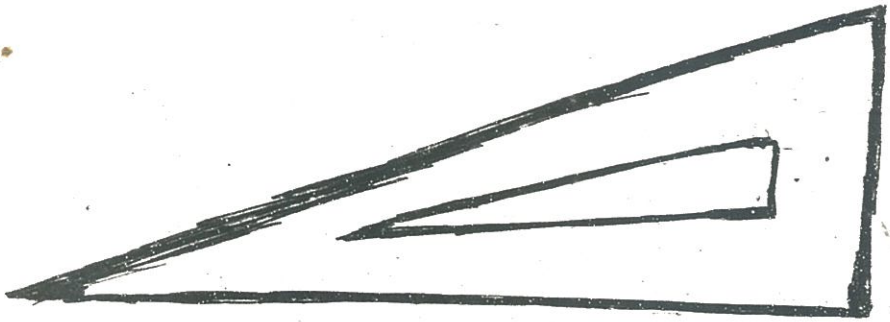

সেট স্কয়ার

টি স্কয়ার

চাঁদা

Oil Painting

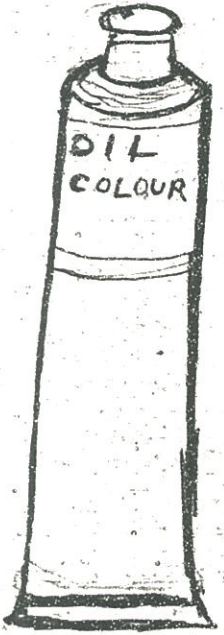

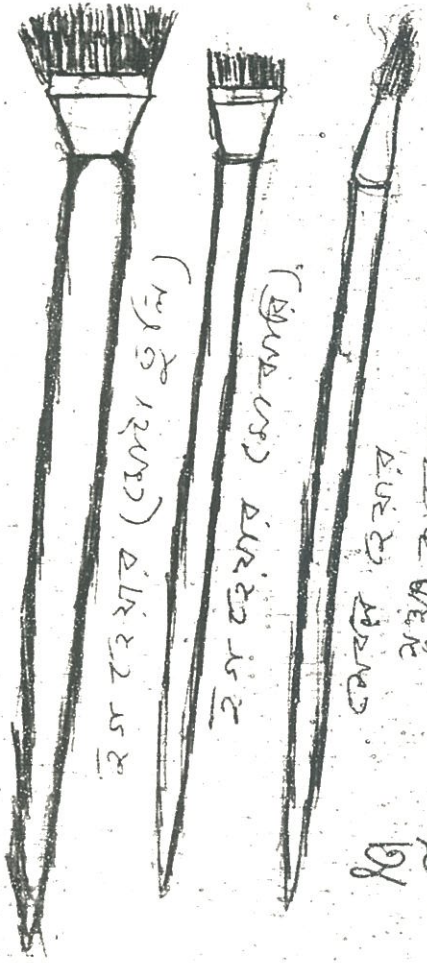

OIL PAINTING

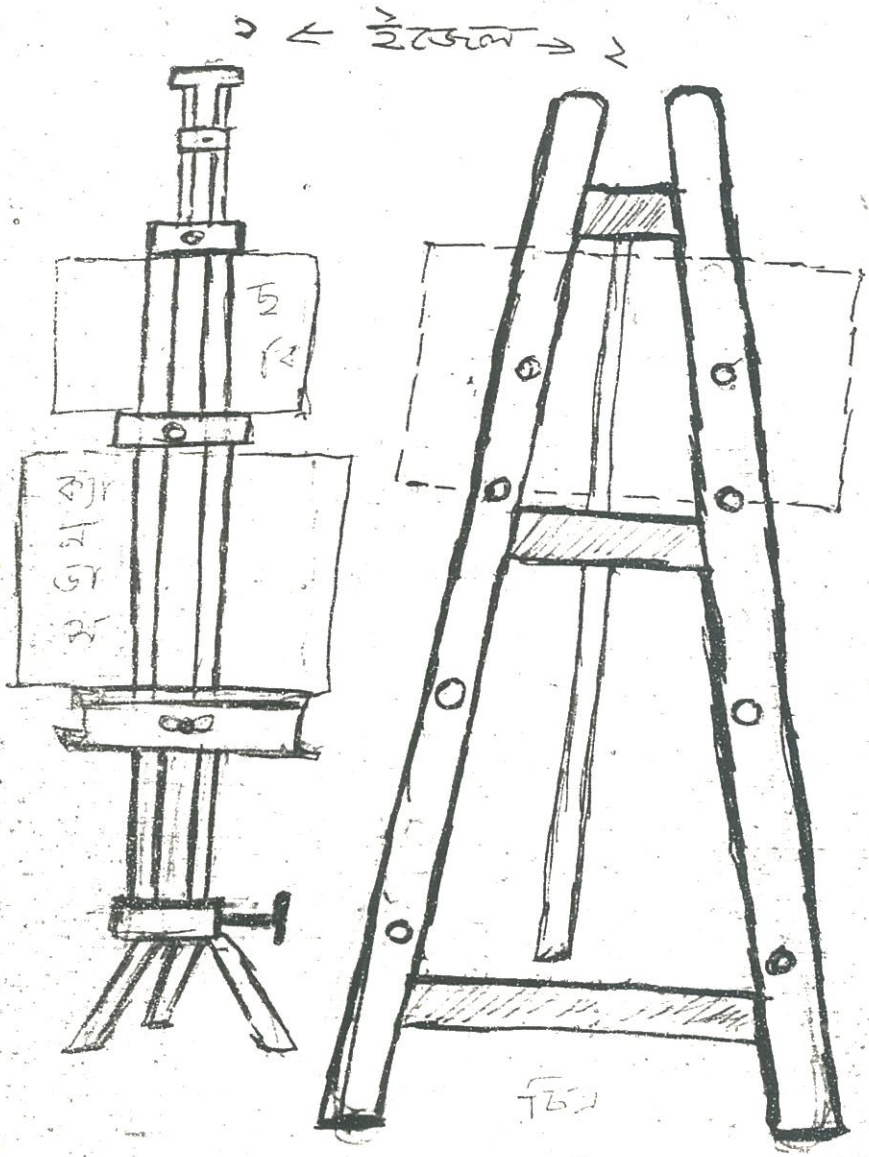

মাটীর মূর্তি প্রস্তুতের যন্ত্র

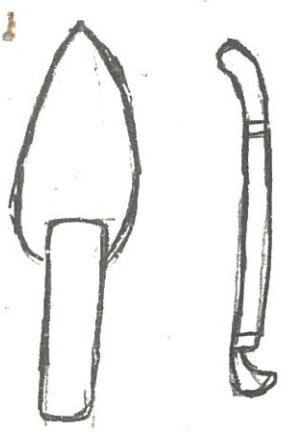

মাটী কাটার যন্ত্র

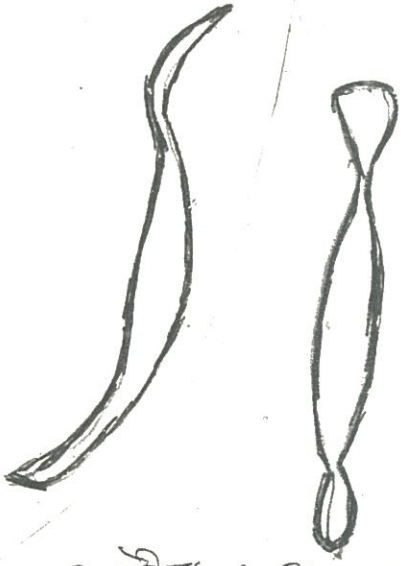

মাটীর মূর্তি প্রস্তুতে সূক্ষ্ম কাজের যন্ত্র

সূক্ষ্ম কাজের যন্ত্র

নরম মাটীকাটার যন্ত্র

পাথরের মূর্তি প্রস্তুতের যন্ত্র

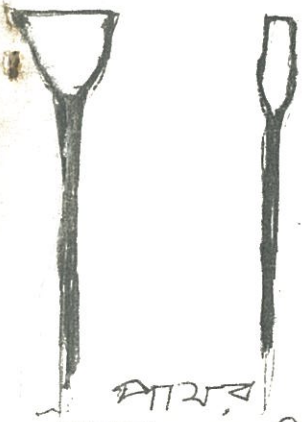

পাথর কাটা ছেনী

বাঁটালি

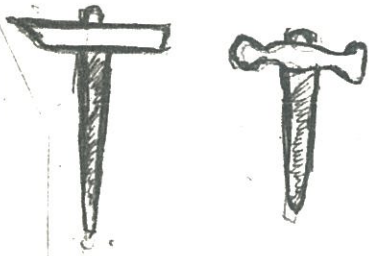

পাথর কাটার হাতুড়ি

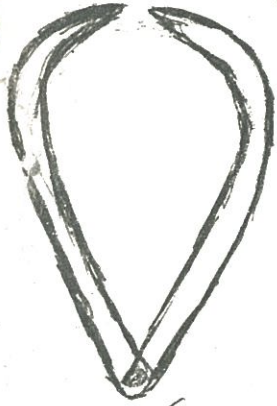

ভাস্কর্য কার্যের জন্য মাপ লওয়ার ডিভাইডার

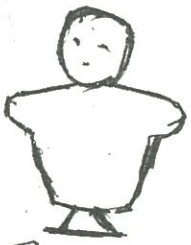

প্লাষ্টারের মূর্তি

মাপ লওয়ার কম্পাস

পাথরের মূর্তি